বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

এ প্রকাশনাটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত কার্যাবলির ওপর প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ২২(০১) ধারা অনুসারে কমিশন এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে উপস্থাপন করে।

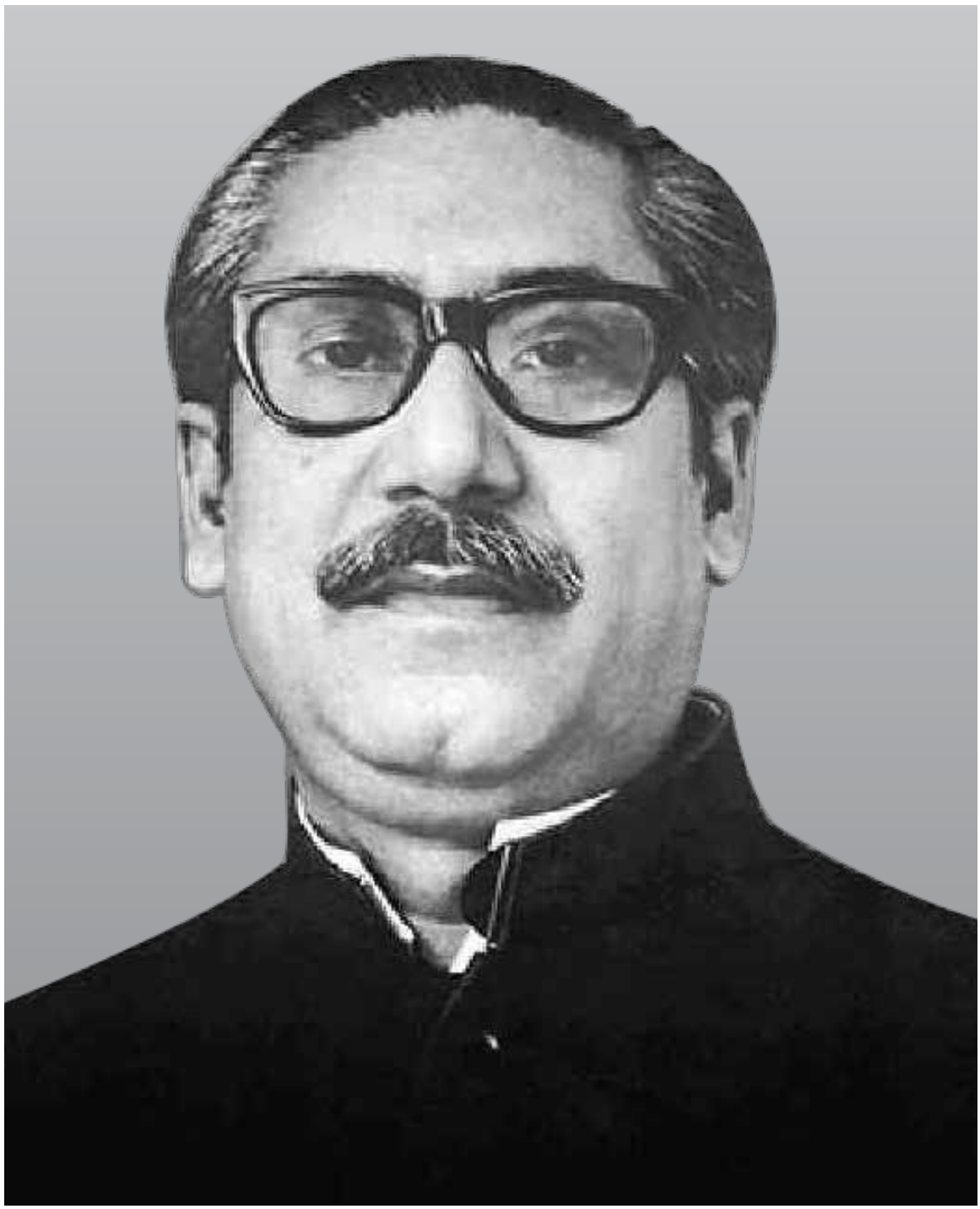

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

প্রধান উপদেষ্টা

- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

উপদেষ্টামণ্ডলী

- মোঃ সেলিম রেজা — সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- মোঃ আমিনুল ইসলাম — সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- কংজরী চৌধুরী — সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- ড. বিশ্বজিৎ চন্দ — সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- ড. তানিয়া হক — সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- কাওসার আহমেদ — সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ প্রস্তুত কমিটি

- সেবাষ্টিন রেমা, সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- মো: আশরাফুল আলম, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- কাজী আরফান আশিক, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- সুস্মিতা পাইক, উপপরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- ফারজানা নাজনীন তুলতুল, উপপরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- মো. আজহার হোসেন, উপপরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- ফারহানা সাঈদ, উপপরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- তাকী বিল্যাহ্, সহকারী পরিচালক (গবেষণা), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সম্পাদনা পরিষদ

- সেবাষ্টিন রেমা, সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- ফারহানা সাঈদ, উপপরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- তাকী বিল্যাহ্, সহকারী পরিচালক (গবেষণা), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

কপিরাইট

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

প্রকাশনা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫
ওয়েবসাইট - www.nhrc.org.bd
পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮; ই-মেইল: info@nhrc.org.bd
হেল্পলাইন: ১৬১০৮

ডিজাইন ও প্রিন্ট

ক্রিয়েটিভ মিডিয়া লিমিটেড

সূচিপত্র

০১.	মাননীয় চেয়ারম্যানের প্রারম্ভিক	০৭
০২.	মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্যের বার্তা	০৯
০৩.	সম্পাদকীয়	১০
০৪.	পরিচালকদ্বয়ের নিবন্ধ	১১
০৫.	সারসংক্ষেপ	১৫
০৬.	অধ্যায় ১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি	২০
০৭.	অধ্যায় ২: ২০২৩ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন	২৫
০৮.	অধ্যায় ৩: অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা	৩০
০৯.	অধ্যায় ৪: ২০২৩ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	৬৩
১০.	অধ্যায় ৫: কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা এবং আগামীর পথচলা	১০৬
১১.	সংযুক্তি:	১০৮
	০১: কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের নাম, টেলিফোন ও ই-মেইলের তালিকা	১০৮
	০২: কর্মকর্তাদের নাম, টেলিফোন ও ই-মেইলের তালিকা	১০৯
	০৩: কমিশনের অর্গ্যানোগ্রাম	১১১
	০৪: বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহের তালিকা	১১২
	০৫: সাবেক চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ	১১৩
	০৬: জেলা কার্যালয়সমূহ	১১৪
	০৭: তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	১১৫
	০৮: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজনে দেশের সকল জেলায় মানবাধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনের চিত্র	১১৬

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

চেয়ারম্যানের প্রারম্ভিক

আজ থেকে ৭৫ বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই বিশ্বব্যাপী ভয়ংকর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের অঙ্গীকারের দলিল- The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) বা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। কিছু অহস্তান্তরযোগ্য অধিকারের দাবিদার এ দলিলটি এ পর্যন্ত পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভাষায় প্রায় ৫০০ এর চেয়েও বেশি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলাদেশ সারা বিশ্বের কাছে মানবাধিকারের সংগ্রামের বিজয়ী দেশ হিসেবে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। আমাদের মহান সংবিধান, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠারই একটি দৃঢ় প্রত্যয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাতেই উল্লেখ ছিল, মানুষের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার কথা। এসবের সমন্বিত রূপই মানবাধিকার।

১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন সেই সংবিধানের প্রস্তাবনার মাঝেই ভবিষ্যতের বাংলাদেশের মানবাধিকার সুরক্ষার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, “সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে”। সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে আবার বলা হয়েছে, “প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা এবং মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে”। একই সাথে আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সুরক্ষা করা হয়েছে। সবই করা হয়েছে আমাদের জাতির পিতার মহানুভবতায়। কারণ তিনি বলতেন আমি যেহেতু জাতির পিতা, আমি যেহেতু সবার বঙ্গবন্ধু, আমি কারো জন্য একক নই, সবাই আমার কাছে সমান। প্রকৃতপক্ষে, এটিই হলো সবার প্রতি মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি।

মানবাধিকারের ধারণা মানবতার মতোই প্রাচীন। এর পদ্ধতিগত ঘোষণা হয়তো কিছুটা সাম্প্রতিক। মানুষের নিকট অপরিসীম তাৎপর্যের কারণে মানবাধিকারকে কখনো কখনো মৌলিক অধিকার, সহজাত অধিকার, প্রাকৃতিক অধিকার এবং জন্মগত অধিকার হিসেবেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সভ্যতার ক্রম বিকাশের সাথে সাথে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মানবাধিকারের ধারণাটি আজ বিকাশ লাভ করেছে। মানবাধিকারের শিকড় অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, মানব জাতির উত্থান পতনে হাজার বছরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় মিথস্ক্রিয়ায় মানবাধিকার ধারণাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা যায় যার মধ্যে রয়েছে সাইরাস দি গ্রেট এর খ্রিস্টপূর্ব ৫২৯ সালের মাটির টেবলেট যা ছিল প্রথম মানবাধিকার দলিল, ঐতিহাসিক হাম্মুরাবির কোড, ঐতিহাসিক মদিনা সনদ, ইংল্যান্ডের ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা, ১৬২৮ সালের Petition of Rights, ১৬৮৯ সালের Bill of Rights, ফ্রান্সের ১৮৮৯ সালের The Declaration of the Rights of Man and of the Citizens, ১৯৪৮ সালে প্রণীত ঐতিহাসিক দলিল যা সর্বজনীন মানবাধিকারের দলিল। বৈশ্বিক প্রসারে মানবাধিকার ধারণাটি প্রাতিষ্ঠানিকরূপে শক্তিশালী হয়েছে। এর মাধ্যমে মানবাধিকারের সর্বজনীনতায় আইনি প্রক্রিয়াকে কার্যকর করা শুরু হয়েছে। একজন ব্যক্তি মানবাধিকার দাবি করতে পারে একটি সংগঠিত সম্প্রদায়ের নিকট অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থার নিকট যেখানে মানবিক নিয়ম নীতি বিরাজমান রয়েছে। মানবাধিকার সুরক্ষার নীতি উদ্ভূত হয়েছে একজন

ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক ধারণা হতে যা সর্বজনীন মানব প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে অবশ্যই এর সংরক্ষণ ও লালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। মানবাধিকার একটি অর্থবহ জীবনের মূল অংশ। মানুষের মর্যাদা বজায় রাখা সরকারের চূড়ান্ত দায়িত্ব। যদি কোনো প্রকারের মানবাধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাহলে আইনের শাসনের মাধ্যমে এ বিষয়গুলো মোকাবিলা করে মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। কেউই এই অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে না; এমনকি সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত কোনো গণতান্ত্রিক শক্তিও এটিকে ছিনিয়ে নিতে পারে না।

বর্তমানে মানবাধিকার আইনগত বাধ্যতামূলক চুক্তিতে সংহিত করা হয়েছে এবং সেখানে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে দুটি দলিলের কথা জাতিসংঘের মাধ্যমে শুনে থাকি যেগুলো হলো International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) এবং International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). এই অধিকারগুলো মূলত আমাদের সামাজিক জীবনে সবসময় চর্চা করতে হয় এবং এর মাধ্যমেই আমাদের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে- জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা, গোপনীয়তার অধিকার, নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকার অধিকার এবং সম্পত্তির মালিকানার অধিকার, ভোট দেওয়ার অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার। আর দ্বিতীয়টি হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। যার মধ্যে রয়েছে মৌলিকভাবে সামাজিক সমতার ধারণার উপর ভিত্তি করে মানুষের জীবনে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার গ্যারান্টি সম্পর্কিত এবং যেসব অধিকারের অভাবে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার অধিকার এবং ক্ষুধা থেকে মুক্তি, কাজের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকার এবং শিক্ষার অধিকার- এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মহান সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে এই বিষয়গুলোই বলা হয়েছে। সুতরাং আমরা বলব ব্যক্তি জীবনে, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের গুরুত্ব যেমন রয়েছে, তেমনই অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের গুরত্ব রয়েছে। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার অধিকার অর্জনের মাধ্যমেই ব্যক্তি জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত হতে পারে। অন্যথায় নাগরিক অধিকারগুলো তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। সরকার যদি সাফল্যজনকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে উন্নয়ন সম্পন্ন করতে পারেন তাহলে কিন্তু এই অধিকার সম্পন্ন হতে পারে। অর্থাৎ আমরা দেখি যে সঠিক ভোটাধিকারের মাধ্যমে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করা সম্ভব হলেও যদি অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জন করা সম্ভব না হয় তাহলে কিন্তু এটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এ দুটি একে অপরের উপর নির্ভরশীল; একটি অপরটিকে শক্তি বর্ধন করে বা শক্তি যোগায়।

অতএব বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে জনসাধারণকে অধিকারগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এর যেকোনো ধরনের ব্যত্যয় হলে রাষ্ট্রকে সচেতন করা এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্বে রয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এসব অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের নৈরাজ্য, অসহনশীলতা বা সহিংসতা সৃষ্টি হলে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট হলে, জনসাধারণের জীবনহানি ঘটলে, সেসবকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করে যারাই দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তথা রাষ্ট্রের। তাদেরকে দায়িত্বশীলতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে যাতে করে কোনো রকমের অন্যায় বা অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা না হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এদেশের মানুষের জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে এবং রাষ্ট্রের মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। আমরা সবচেয়ে বেশি যেসব অভিযোগ পেয়ে থাকি, যেমন যৌতুকের জন্য নির্যাতন, যৌন হয়রানি, নারীর প্রতি সহিংসতা, পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় যেমন দাম্পত্য কলহ। এছাড়াও শিশু হত্যা, শিশু নির্যাতন, শিশুশ্রম, বাল্য বিবাহ, গৃহকর্মী নির্যাতন, নিখোঁজ, হেফাজতে মৃত্যু, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মিথ্যা মামলার অভিযোগ, সংখ্যালঘু নির্যাতন, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিকগোষ্ঠী, নির্যাতিত অন্য কোনো গোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে। আরেকটি বিষয় যেটি সবচেয়ে বেশি অভিযোগ পেয়ে থাকি, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন রকমের বিরোধের অভিযোগ। এছাড়াও জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের মানবাধিকার উন্নয়ন, রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

মোঃ সেলিম রেজা
সার্বক্ষণিক সদস্য
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সার্বক্ষণিক সদস্যের বার্তা

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। উক্ত ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আনুষ্ঠানিকভাবে মানবাধিকারের সুস্পষ্ট ধারণার গোড়াপত্তন হয়। মানবাধিকার সবার জন্য, সবখানে, সমানভাবে। মানবাধিকার জন্ম থেকে বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করতে গিয়ে বারবার কারাবরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

আমাদের সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। মানবাধিকার সুরক্ষিত ও সমুন্নত রাখতে মানবাধিকার চর্চার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নারী, শিশু, দলিত, হিজড়া, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রবাসী কর্মীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় ১২টি বিষয়ভিত্তিক থিমেটিক কমিটি নিয়মিত পরামর্শ সভার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করছে। সরকার ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে কমিশন। বর্তমান কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই দেশের যে কোনো প্রান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অবগত হওয়ার সাথে সাথেই সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে তোলাহ যেখানে সকল মানুষের সম-অধিকার, ন্যায়বিচার ও মর্যাদা সুরক্ষিত হবে। এই লক্ষ্য পূরণে বর্তমান কমিশন পাঁচ বৎসর মেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক মানবাধিকার সুরক্ষায় বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত কারণে যে সকল ভুক্তভোগী আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও সহায়-সম্বলহীন, আর্থ-সামাজিক ও অবস্থানগত কারণে মামলা করতে অসমর্থ তাদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্য দেশের ৬৪টি জেলায় প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিটি জেলায় জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটি গঠন পূর্বক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামেও কমিশন বলিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উপস্থাপন করছে। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মানবাধিকার রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কমিশন বিশ্বাস করে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি বিকশিত হবে।

মোঃ সেলিম রেজা

সেবাষ্টিন রেমা
সচিব
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সম্পাদকীয়

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর ২২ ধারা অনুযায়ী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রত্যেক বছর মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটি ৫টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচিতি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২০২৩ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির মূল্যায়ন, তৃতীয় অধ্যায়ে অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা, চতুর্থ অধ্যায়ে ২০২৩ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি এবং পঞ্চম অধ্যায়ে কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা এবং আগামীর পথচলা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশের জন্য কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব সেলিম রেজাও বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশের জন্য তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও, কমিশনের ৫ জন অবৈতনিক সদস্য যথাক্রমে মোঃ আমিনুল ইসলাম (সাবেক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ), কংজরী চৌধুরী (সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা), ড. বিশ্বজিৎ চন্দ (সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন), ড. তানিয়া হক (অধ্যাপক, উইম্যান অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং কাওসার আহমেদ (অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট) কমিশনের সভায় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশের মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণে অর্পিত দায়িত্ব পালনে বদ্ধ পরিকর। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনের ১২ ধারা অনুসারে মানবাধিকার সমুন্নতকরণে কমিশন প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। তাই কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনেও ন্যায়বিচার, সমতা এবং মানবাধিকারের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ বছর প্রত্যেকটি অধ্যায়ে যথোপযুক্ত বিষয়গুলো সংযোজিত হয়েছে যা প্রতিবেদনের কলেবর বাড়িয়ে দিয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদনটি কমিশনের মুখপত্র হিসেবে কাজ করবে। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে।

পরিশেষে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে এ প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সেবাষ্টিন রেমা

মোঃ আশরাফুল আলম
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
জেলা ও দায়রা জজ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও এর কতিপয় সমস্যা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ অনুসারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কমিশন আইনের বিস্তৃতি সমগ্র বাংলাদেশে। কমিশন সকল বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে অফিস স্থাপন করে মানবাধিকার সংরক্ষণের কাজ করার এখতিয়ার সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। একটি নব সৃজিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশন এর ঢাকায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয় এবং কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খুলনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় জেলা অফিস স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেহেতু সারা বাংলাদেশে অফিস নেই সেহেতু প্রধান কার্যালয় থেকেই বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘন জনিত ঘটনার তদন্ত, কারাগার পরিদর্শন, সমাজ সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রোগ্রামসহ মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কার্যক্রম পরিচালনাকালে কমিশন সাধারণত ভাড়া গাড়ী ব্যবহার করে। এমনই একটি অনুষ্ঠানে যোগ দানের জন্য গত ১৪/০৯/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য, দুই জন সদস্য এবং কমিশনের চার জন অফিসার (আমিসহ) ভোর ৭.০০ ঘটিকায় ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় রওনা করে। পথিমধ্যে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সামনে কমিশনের দুইজন মেম্বার, তিনজন অফিসার ও একজন অফিস সহায়ক বহনকারী মাইক্রোবাসটি মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হন। মাইক্রোবাসটি রোড ডিভাইডারের সাথে ধাক্কা লেগে উড়ে ২০ ফিট দূরে গিয়ে উল্টে যায়। আমিসহ প্রায় সকলেই জখম প্রাপ্ত হই।

তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইলে মাননীয় চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়কে জানালে তাঁরা তাদের গাড়ী ঘুরিয়ে ঘটনাস্থলে এসে আহতদের কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হলেও একটি মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় অল্প ক্ষতির মধ্য দিয়ে বেঁচে যায় সবাই। ঘটনার আকস্মিকতায় সকলের মাঝে একটি মানসিক আঘাত বিস্তৃত হয়। এই বিষয়টি নিয়মিত কমিশন সভায় আলোচনা হয় এবং কমিশনের মাননীয় সকল সদস্য কর্মরতকালীন দুর্ঘটনার শিকার কমিশনের সদস্য, অফিসার ও স্টাফদের চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া মানবিক হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। এরই আলোকে চিকিৎসা সহায়তা কিভাবে প্রদান করা যায় সেই মর্মে একটি নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয় যা বর্তমানে চলমান আছে।

কমিশন আইনের ২৩(৩) ধারায় উল্লেখ আছে যে, “সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও চাকুরির অন্যান্য শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও চাকুরির অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।” অর্থাৎ আইন অনুযায়ী কমিশন তার অধিনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কী কী সুবিধা দেবে তা বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারবে। বিধি না থাকায় কমিশনে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারি

কর্মচারীদের নির্ধারিত হারেই বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেতে থাকেন। বাধ সাধে কমিশন আইনের ২৪ ধারা, যেখানে তহবিলের কথা বলা আছে। প্যারিস নীতিমালা অনুযায়ী স্বাধীন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে যাতে কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয় সেই জন্য কমিশন আইনে "মানবাধিকার কমিশন তহবিল" গঠনের বিধান রাখা হয়। সরকারের অর্থবিভাগের দাবি অনুযায়ী আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো Extra budgetary প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে এবং এর অধীনে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুরূপ জি.পি.এফ. এবং গ্রাচুইটি সুবিধা পাবেন না। এই যুক্তি দেখিয়ে ২০১৬ সাল থেকে তাদের সরকারি কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে বাদ দেওয়া হয়। এমনকি সরকারি বাসা, সরকারি পাসপোর্টও কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দিতে আপত্তি করে। এক্ষেত্রে কমিশন বিধি তৈরির সময় যদি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুরুপ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে বিধানাবলি সংযুক্ত করতো তবে তা মোকাবেলা করা যেত। ২০১৯ সালে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা" প্রণয়ন করা হয় সেখানে বেতন কাঠামো সরকারের অনুরুপ রাখলেও শুধুমাত্র Extra budgetary প্রতিষ্ঠানের দোহাই দিয়ে জি.পি.এফ. এর পরিবর্তে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সি.পি.এফ. পাবেন মর্মে জানানো হয়। সেই সাথে অবসর সুবিধা সরকারি কর্মচারীদের অনুরূপ না হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। কেননা একজন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসরে গেলে যে আর্থিক সুবিধা পান কমিশনের কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারী অনুরুপ অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে শংকা তৈরি হয়েছে C.P.F. (Contributory Provident Fund) করার কারণে। সেই কারণে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও হতাশায় আছেন। আবার কমিশন মেধাবী জনবল নিয়োগ করলেও তারা সরকারি অন্য প্রতিষ্ঠানে বেশি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে কমিশনের চাকুরি ত্যাগ করে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে না পারলে মেধাবীদের ধরে রাখা খুবই দুরূহ হবে বলেই প্রতীয়মান হয় যা কমিশনের সক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এমতাবস্থায় কমিশনকে গতিশীল ও কার্যকর করতে হলে তাদের ভবিষ্যৎ অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। সরকার রাষ্ট্রের অন্যান্য অংশের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যে সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন (চাকুরিকালীন ও অবসরোত্তর) তার চেয়ে বেশি না হলেও অনুরুপ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার শীঘ্রই ব্যবস্থা করতে হবে। বঞ্চনার অনুভূতি নিয়ে কাজ করা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট থেকে উত্তম মানবাধিকারের সেবা আশা করা যায় না। সবার আগে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানবাধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে হবে। মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় Watchdog প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকার আগে রক্ষা করতে হবে। কারণ একটি প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল রেখে তার কাছ থেকে উত্তম সেবা আশা করা যায় না। সরকারসহ সকল কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি ও আন্তরিকতাই পারে এই সমস্যার সমাধান করতে।

.

মোঃ আশরাফুল আলম

কাজী আরফান আশিক
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

মানবাধিকার সুরক্ষার অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

মানবাধিকার হলো মানুষের জন্মগত অধিকার। মানবাধিকার হলো সর্বজনীন । ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী, গোত্র, ভাষা, বয়স, লিঙ্গভেদে সকলে সমানভাবে মানবাধিকার ভোগ করতে পারে। মানবাধিকার তাই সকল মানুষের অধিকার। মানবাধিকার অবিচ্ছেদ্য; এই অধিকারগুলো কেউ কখনো কারও কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। মানবাধিকার বিভিন্ন ধরনের। যেমন- মানুষের জীবনধারণের, স্বাধীনভাবে কথা বলার, চিন্তা করার, মতামত পোষণ এবং প্রকাশ করার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার, আইনের দৃষ্টিতে সমান ও সম-সুরক্ষার, নিরাপত্তা ও বিচারের অধিকার এবং নির্যাতন, নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার। আবার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির অধিকারও মানবাধিকার। মানবাধিকার ধারণাটি একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি ব্যক্তির সমষ্টি অর্থাৎ গোষ্ঠী বা জনগণের জন্যও সমানভাবে কার্যকর। তাই জাতি, গোষ্ঠী বা জনগণের অন্য কোনো মানবাধিকারের চেয়ে মানব মর্যাদাই হলো অধিকতর মৌলিক। এছাড়া মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। তবে মানবাধিকার ধারণাটি বিশ্বের সকল মানুষের কাছে সমান গুরুত্ব বহন করে না; যেমন পশ্চিমা দেশগুলো ব্যক্তিগত অধিকার তথা নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোতে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সমষ্টিগত অধিকার তথা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়। আবার এশিয়ার অনেক দেশ মানবাধিকারের অনেক ব্যাখ্যা ও নতুন ধারণাকে প্রত্যাখান করে এবং এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে যে, এ ধারণা তাদের সংস্কৃতিতে একটি অনভিপ্রেত অনুপ্রবেশ। তাই মানবাধিকারের ধারণা সর্বজনীন হলেও এর স্বীকৃতি, বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা প্রত্যেক রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে রয়েছে তারতম্য, যা লক্ষ্যণীয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ মুসলমান ও হিন্দু ধর্মের বুনিয়াদে দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান (পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলা) এবং ভারত দুটো রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধানের কারণে শুরু থেকেই দুই অঞ্চলের মধ্যে নানা সংকট দেখা দেয়। পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাঝে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চাকরি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিবিধ ক্ষেত্রে বৈষম্য ও দমননীতি ক্রমে স্বাধিকার আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন এর পথ ধরে আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। এই আন্দোলনের ধারক, বাহক ও উদ্দীপক ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি নেতৃত্ব দেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ তাই মানবাধিকার সংগ্রামের ফসল। তাই মুক্তিযুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে পঠিত ও গৃহীত স্বাধীনতা সংগ্রামের অনবদ্য দলিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে (The Proclamation of Independence) স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয় মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করা"। আমরা জানি যে, সমতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এগুলোর সম্বন্বিত রূপের বর্তমান নাম হলো মানবাধিকার। স্বাধীনতা অর্জনের ১০ মাসের মাথায় যে মহান সংবিধান রচনা করা হয় সেখানেও সমসাময়িককালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ধারণার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে"।

সদ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে জয়লাভ করে যা আওয়ামী লীগের পরপর চতুর্থ মেয়াদ। ২০১৮ সালে ঘোষিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহারে বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে গণতন্ত্র, সুষ্ঠু নির্বাচন ও কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। অঙ্গীকারে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল।

এ বিষয়ে বিশ্লেষকরা বলেন, কোনো সন্দেহ নেই দেশে বহু উন্নয়নের কাজ হয়েছে। আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ভূয়সী প্রশংসা পেলেও গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রশ্নে রয়েছে সমালোচনা। ভিন্নমত ও দলের সভা-সমাবেশ ও গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন, মামলা-হামলা এবং গণগ্রেপ্তারের অভিযোগ উঠেছে।

তবে সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুসরণ করে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, নির্বাচন কমিশন আইন প্রণয়ন, নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করে আর্থিক সক্ষমতা প্রদান, ডিজিটাল জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান প্রভৃতি এগুলো একাদশ জাতীয় সংসদ সরকারেরই সাফল্য। তবে ভিন্ন বা বিরোধী মতের মানুষদেরকে গুম-খুনের অভিযোগ রয়েছে। মতবিরোধকারী কয়েকটি পত্রিকা বন্ধের অভিযোগ রয়েছে। গত মেয়াদের মেগা-প্রজেক্টগুলোর দ্রুত ও মানসম্মত বাস্তবায়নের অগ্রগতি ইতিবাচক। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত স্বপ্নের পদ্মা সেতু চালু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে দেশ উন্নয়ন-অগ্রগতির নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। রাজধানীতে ২০ কিলোমিটারের মেট্রোরেল চালু ও কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল নির্মাণ ও বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়নের স্বাক্ষর রেখেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে 'সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার' এই নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অনেকটা সাফল্য দেখিয়েছে সরকার, গত চার বছরে অর্থনীতির সব সূচকে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়ে ছিল। তবে করোনাকালে সমগ্র বিশ্বের মত বাংলাদেশেরও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে যার নেতিবাচক প্রভাব অর্থনীতির ওপরও পড়েছে। করোনা শেষে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে নিম্ন আয়ের মানুষের জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতি সংকটে পড়েছে। অর্থনীতিতে করোনা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব অনেক উন্নত দেশের ওপরেও পড়েছে। আমি এখানে ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরতে চাই। "পথ বাছাই করার প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ। অনাহার, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও বুভুক্ষার তাড়নায় জর্জরিত, পারমাণবিক যুদ্ধে যারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার শঙ্কায় শিহরিত বিভীষিকাময় জগতের দিকে আমরা এগুবো, না, আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম। এই ভবিষ্যৎ হবে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত। বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বণ্টনের দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেওয়া যাবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে। সাম্প্রতিককালে গোটা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে আমাদের আরও ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত" (বঙ্গবন্ধু মানবাধিকার দর্শন, পৃষ্ঠা ২৫৭)। আমি এখানে জোর দিয়ে বলতে চাই, বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, সেটা অর্থনৈতিক হোক কিংবা রাজনৈতিক হোক। পরিশেষে আমি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইশতেহার ও অঙ্গীকার এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, কর্মোপযোগী শিক্ষা ও যুবকদের কর্মসংস্থান, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সর্বজনীন মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে কোনো চেষ্টা প্রতিহত করার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা; মহান সংবিধানকে সমুন্নত রেখে মানবাধিকার নিশ্চিত করা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা। আমি প্রত্যাশা করি, বর্তমান সরকার মানবাধিকার সুরক্ষার যে অঙ্গীকার করেছে তার বাস্তবায়নে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করে যেতে পারবে এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় সরকার ও রাষ্ট্র ইতিবাচক মাইলফলক অর্জনে সকল অঙ্গীকার পূরণ করবে।

কাজী আরফান আশিক

সারসংক্ষেপ

'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯' অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করার বিধান রয়েছে। গত ১০ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মানবাধিকার দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে নবগঠিত ৬ষ্ঠ কমিশন দায়িত্বভার গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে একটি বছর দায়িত্ব পালন করেছে। বর্তমান কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা দায়িত্বভার গ্রহণ করেই মানবাধিকারের ঘটনাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনা ঘটলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদান করছেন। এছাড়াও সম্মানিত অবৈতনিক সদস্যগণ হলেন যথাক্রমে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (সাবেক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ), জনাব কংজরী চৌধুরী (সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা), ড. বিশ্বজিৎ চন্দ (সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন), ড. তানিয়া হক (অধ্যাপক, উইম্যান অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং জনাব কাওসার আহমেদ (অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট)। অবৈতনিক সদস্যগণ কমিশনের সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এই প্রতিবেদনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২৩ সালের সার্বিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত: এ প্রতিবেদনে জনগণের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসহ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ বছরেও বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও), সুশীল সমাজ, শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং অধিকার অর্জনের উপায় নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে গোলটেবিল বৈঠক, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে ১২টি থিমেটিক কমিটি পুনর্গঠন করেছে। মাননীয় চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনায় যথাক্রমে ফুলবেঞ্চ, বেঞ্চ-১, বেঞ্চ-২ ও আপোষ বেঞ্চ শিরোনামে চারটি বেঞ্চ পুনর্গঠন করেছে। এ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রাঙামাটিতে গণশুনানির আয়োজন অন্যতম। সর্বোপরি, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-এ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিস্তৃত কার্যক্রমের অধ্যায় ভিত্তিক সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হলো।

অধ্যায়-১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি

প্রথম অধ্যায়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন, পটভূমি, সদস্যবৃন্দের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও কমিশনের ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় স্বদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবাধিকারের সংগ্রামের ফসল হিসেবে; এই ফসল ফলিয়েছেন আমাদের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়। আর এগুলোর সমষ্টিই মানবাধিকার। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকারের দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। দেশ ও দেশের বাইরের সুশীল সমাজ এবং স্টেকহোল্ডারদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্যারিস নীতির আলোকে নারী-পুরুষ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের আলোকে ভারসাম্যপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৩ বছর আগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। এছাড়াও এই অধ্যায়ে কমিশনের ম্যান্ডেট, এজেন্ডা, বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহের বিবরণ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ও কর্ম কৌশলসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায়-২: ২০২৩ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন

এই অধ্যায়ে ২০২৩ সালের বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ইস্যুভিত্তিক উপস্থাপনা, যেমন- দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, রোহিঙ্গা সংকট, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু, নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ, শিশুর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা, কথিত গুম, দলিত, হিজড়া, প্রতিবন্ধি ব্যক্তিসহ পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায়-৩: অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা

মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট ও তথ্য বহুল বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত, সাধারণ মানুষের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ব্যাপক প্রচারের কারণে গত কয়েক বছরে দায়েরকৃত অভিযোগের পরিমাণ এবং সেগুলোর নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক অভিযোগ দাখিলের নির্দিষ্ট ফরম রয়েছে; এছাড়া পত্র, ই-মেইল, টেলিফোন, ফ্যাক্স ও কমিশনের হেল্পলাইন নম্বর ১৬১০৮ এ ফোন করেও অভিযোগ করা যায়। পাশাপাশি, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কমিশন চেয়ারম্যান সুয়োমটো অভিযোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেন এবং সে মতে সুয়োমটো অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন সংবাদ মাধ্যম/সংবাদ সংস্থায় প্রকাশিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়। অনেক গণমাধ্যম হতে সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের সমন্বয়ে মাসিক/বার্ষিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

২০২৩ সালে পূর্ববর্তী বছরের জের এবং বছরওয়ারি গৃহীত অভিযোগসহ মোট ১০৫৮টি অভিযোগের মধ্যে ৬৬৫টি (৬২.৮৫%) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। ২০২৩ সালের সর্বমোট চলমান ৩৯৩টি নথির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২০১৩ সালের ০৩টি, ২০১৪ সালের ০৪টি, ২০১৫ সালের ০৩টি, ২০১৬ সালের ০৩টি, ২০১৭ সালের ০৪টি, ২০১৮ সালের ০৪টি, ২০১৯ সালের ১২টি, ২০২০ সালের ০৯টি, ২০২১ সালের ১৯টি, ২০২২ সালের ৫৫টি এবং ২০২৩ সালের ২৭৭টি।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০২৩ সালে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে:

- অপারেশনের পর চিকিৎসকের ভুলে ২০ বছর ধরে পেটে কাঁচি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ভুক্তভোগী নারীর চিকিৎসা এবং অর্থ সহায়তা আদায়ের ব্যবস্থা করে কমিশন।
- বিএসএফের গুলিতে চোখ হারানো রাসেল মিয়াকে ১ লক্ষ টাকা আদায় করে দেয়া হয়।
- কিডনি ডায়ালাইসিসের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে গ্রেপ্তার হওয়া মুস্তাকিমকে কমিশনের সহায়তায় জামিনে মুক্ত করা হয়েছে। ডায়লাইসিসের রেট পূর্ব নির্ধারিত হারে চলমান থাকে।
- ১০ বছর ধরে গ্রাম ছাড়া ৩০০ পরিবার কমিশনের হস্তক্ষেপে বাড়ি ফেরেন।
- হরিজন শিশুকে রেস্তোরাঁয় খেতে বাধা দেওয়ার কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়।
- পাবনায় বয়োবৃদ্ধকে বাবা-মাকে ভরণ-পোষণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- রংপুরে সুইপার কলোনিতে পুড়ে যাওয়া বাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার মানবিক সহায়তা পেয়েছেন।
- গণপরিবহনে যৌন হয়রানি বন্ধে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- ময়মনসিংহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রাপ্য জমি ফেরতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- কৃষি জমিতে হোটেল বর্জ্য ছড়ানো বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয।

- টাঙ্গাইলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শিকল মুক্ত করা ও আর্থিক সহায়তা আদায়ের করে দেওয়া হয়।
- কমিশনের উদ্যোগে বিদেশ থেকে ফিরেছেন এক যুবক।
- শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- রাঙামাটিতে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগে বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
- হবিগঞ্জে বেআইনিভাবে তল্লাশির কারণে পুলিশের শাস্তি নিশ্চিত করা হয়।
- ১৮ জন জেলেকে ভারতের কারাগার থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- নিষিদ্ধ ঔষধ উৎপাদন করার লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- গণনলকূপের অতিরিক্ত চার্জ হ্রাস করণে পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
- হেফাজতে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশের অবহেলার শাস্তি প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- কমিশনের পদক্ষেপে সীমাহীন হয়রানি থেকে পরিত্রাণ পান একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।
- সৌদি আরবে গৃহকর্তা কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীকে উদ্ধার করে দেশে প্রেরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
- হেফাজতে মৃত্যু হওয়ায় অপরাধী পুলিশের বিভাগীয় শাস্তি নিশ্চিত করা হয়।
- কমিশনের প্রচেষ্টায় গর্ভবর্তী নারীদের নিয়োগে মানবাধিকার বিরোধী শর্ত বাতিল করা হয়।
- কমিশনের উদ্যোগে কুমিল্লার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের মিছিলে হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।
- আপোষ বেঞ্চের সাহায্যে একজন মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার প্রাপ্য সম্পত্তি ফেরত পেয়েছেন।
- যাত্রাবাড়িতে উচ্ছেদের শিকার তেলেগুদের বাসস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত কোনো খবর পেলে নিজ উদ্যোগে সুয়োমটো অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে। কমিশন ২০২৩ আলে ১২২টি সুয়োমটো গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সুয়োমটো উল্লেখ করা হলো:

- মহাখালীতে উড়ালসড়ক থেকে রড পড়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় সেতু মন্ত্রণালয়কে তদন্ত প্রতিবেদন প্রদান করতে বলা হয়েছে।
- রাজধানীতে পুলিশের হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় পদক্ষেপ নিতে স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে।
- গাজীপুরে শ্রমিক নেতা হত্যার ঘটনায় পদক্ষেপ নিতে গাজীপুরের পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- কিশোরগঞ্জে চাঁদা নিয়ে লাশ প্রদান করায় পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- ধামরাইয়ে সাংবাদিক হামলার ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে ঢাকা জেলার পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- কারওয়ান বাজারে সাংবাদিক হামলার ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে ডিএমপিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- নারায়ণগঞ্জে র‍্যাবের গুলিতে নিহত বৃদ্ধের ঘটনার অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- জরায়ু ক্যান্সারের ভুয়া ভ্যাকসিন বিক্রি বন্ধকরণে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।
- হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ডিএমপিকে বলা হয়েছে।
- সাভারে একজন ব্যক্তিকে নির্যাতন ও মুক্তিপণ নেওয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।
- বরিশালে হাসপাতালে শয্যা নিয়ে বুয়াদের বাণিজ্য রোধ করতে কমিশন এগিয়ে আসে।
- যশোরে মেডিকেল কলেজে টর্চার সেল বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে এক পল্লী চিকিৎসককে তুলে নিয়ে যাওয়ায় পুলিশের আইজিপিকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।

- নারী ফুটবলারদের মারধরের ঘটনায় পদক্ষেপ নিতে খুলনার পুলিশ সুপারকে বলা হয়েছে।
- গাজীপুরে পুলিশের হেফাজতে ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে অভিযুক্ত পুলিশ সদসদ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।
- সোনারগাঁয়ে পুলিশের মারধরে ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়।
- গাজীপুরে পুলিশের গুলিতে শ্রমিক নিহতের ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।
- নকল ওষুধ বন্ধ করতে কমিশন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
- অবহেলার কারণে ভুল চিকিৎসার জন্য জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে।
- ঢাবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগে ব্যবস্থা নিতে ঢাবি ভিসিকে বলা হয়েছে।
- রাজশাহীতে চিকিৎসক না হয়েও চিকিৎসা করায় তা বন্ধকরণে কমিশন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে একটি সুপারিশমালা প্রেরণ করে।
- অস্ত্র উদ্ধারের নামে রিক্সা চালককে র‍্যাবের নির্যাতনের ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।
- হাতকড়া-ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে এক আসামির চিকিৎসা করানোর জন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়।
- হাজতখানায় আসামিদের খাবারের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে চট্টগ্রাম কারাগার কর্তৃপক্ষকে বলা হয়।
- মৌলভীবাজারে শিক্ষার্থীর ওপর মানসিক অত্যাচার বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
- নোয়াখালীতে মন্দিরে হামলার ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।

অধ্যায়-৪: ২০২৩ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি-

২০২৩ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নানাবিধ পরিচালিত হয়:

- গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ ঢাকাসহ সারাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজনে মানবাধিকার দিবস ২০২৩ উদ্যাপন করা হয়।
- জানুয়ারি মাসে রাঙামাটি জেলায় কমিশনের আয়োজনে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।
- নভেম্বরে মানবাধিকার সুরক্ষায় প্যানেল আইনজীবীগণের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- ঠাকুরগাঁও এবং দিনাজপুরে নির্বাচনকালীন মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ ও জাতীয় মানবাধিকার কমিটি, কাতার এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যৌথ অ্যাডভোকেসি এবং সহযোগিতার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আর্টিকেল নাইনটিন এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- শিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে কমিশন ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য 'নির্বাচনকেন্দ্রিক মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করে কমিশন। নির্বাচন কমিশন, মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তা, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিকট উক্ত নির্দেশিকা প্রেরণ করা হয়। এছাড়া নির্দেশিকাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।
- রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, ফেনী, গোপালগঞ্জ, নাটোর, নীলফামারী ও জামালপুর জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে 'ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক হয়।
- 'অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা: নাগরিকের মানবাধিকার প্রেক্ষিত' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম এবং এডুকো আয়োজিত "প্রস্তাবিত যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০২২" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- 'ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকায় গৃহকর্ম অন্তর্ভুক্তকরণের অগ্রগতি ও আইনি বাস্তবতা' শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।
- ময়মনসিংহে মুক্তাগাছা উপজেলার ৯টি গ্রামকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা হয়।
- দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার রক্ষার্থে কমিশনের নিকট বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ স্মারকলিপি উপস্থাপন করে।
- 'ট্রান্সজেন্ডার ভিজিবিলিটি রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক হয়।
- এ বছরও কমিশন নিয়মিত কারাগার ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে।
- বঙ্গবাজার অগ্নিকান্ড, ট্রেনে অগ্নিকান্ডের ঘটনাস্থলসহ অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে কমিশন।
- দেশজুড়ে নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে ব্যাপক সংঘাতে নির্বিচারে পুলিশ, গণমাধ্যমকর্মী ও জনসাধারণকে আক্রমণের ঘটনায় নিন্দা জানায় কমিশন।
- ফিলিস্তিনে মানবিক বিপর্যয় দ্রুততার সাথে সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায় কমিশন।
- মাননীয় বিচারপতির বাসভবনে হামলা বিচার ব্যবস্থার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের সামিল মনে করে কমিশন।
- বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের সাথে দফায় দফায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
- কমিশন গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অফ ন্যাশনাল হিউমান রাইটস ইন্সটিটিউশনস্, এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম ও অন্যান্য ফোরামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

অধ্যায়-৫: কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা ও আগামীর পথচলা

এই অধ্যায়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাফল্যের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাসমূহের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। অনেকগুলো সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও, কমিশন বেশকিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, এরমধ্যে অন্যতম হলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিদ্যমান আইন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকর ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্যারিস নীতিমালার আলোকে একে সংশোধন করা জরুরি। এ বছর ১৮ জন কর্মকর্তা ও ০৬ জন কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করা হয়। কিন্তু কমিশনের স্টাফ সংখ্যা এখনও অপ্রতুল। কমিশনের মাত্র ৪টি আঞ্চলিক শাখার কার্যক্রম চালু রয়েছে। আইনে উপজেলা পর্যন্ত আঞ্চলিক কার্যালয়ের ম্যান্ডেট থাকলেও বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত কার্যালয় চালু করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনে প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে যা বলা হয়েছে আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে তা যথাযথভাবে চর্চা করা যাচ্ছে না। কমিশন মনে করে যে, বাংলাদেশের মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, যেখানে বহু ধর্মের, বহু ভাষার এবং নৃ-গোষ্ঠীর সহাবস্থান রয়েছে, সেখানে সকলের মানবাধিকার সুরক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কমিশন তার সীমিত সম্পদ দিয়ে নীতি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে যৌথ উদ্যোগে এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের চেষ্টা করছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে যৌথ প্রচেষ্টায় কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সফলভাবে পালনের ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিশ্বাস করে যে, এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সরকার, উন্নয়নসহযোগী, স্টেকহোল্ডারসমূহ কমিশনের ২০২৩ সালের অর্জনগুলো সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও সামগ্রিক ধারণা পাবে। পাশাপাশি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আগামীর পথ-পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারবে।

অধ্যায়: ১

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি:

মানবাধিকার এক ধরনের জন্মগত, অবিচ্ছেদ্য এবং সর্বজনীন অধিকার যা প্রত্যেক মানুষ অবাধে ভোগ ও চর্চার দাবি রাখে। আমাদের প্রিয় স্বদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবাধিকার সংগ্রামের ফসল হিসেবে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু কাজ করেছেন। জনগণের অধিকার আদায় ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়তে তাঁর মহৎ জীবন মানবাধিকার আন্দোলনের পাথেয় হিসেবে কাজ করছে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার করা হয়েছে তা মানবাধিকারের মূলমন্ত্র। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকারের দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। এছাড়াও, আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, 'আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে'। যদিও মানবাধিকারের ধারণা ও আদর্শ ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশের সংবিধানে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তবুও দেশে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণে যথেষ্ট সময়ই লেগেছিল।

বর্তমান সরকারই ১৯৯৬ সালে যুগান্তকারী রাজনৈতিক উত্থানের পর দেশে একটি মানবাধিকারের পরিবেশ সৃষ্টি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করতে পেরেছিলেন। জাতীয় নির্বাচনে কষ্টার্জিত গৌরবময় বিজয় অর্জনের পর নতুন সরকারকে অসংখ্য কর্মোদ্যোগ গ্রহণের ভার বহন করতে হয়েছে। সেগুলো ছিল গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করা, প্রশাসন যন্ত্র ও কর্ম-পদ্ধতিসমূহের পুনর্বিন্যাস এবং দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রকল্প ও বিভিন্ন কর্মসূচির পরিমার্জন ও পুনর্গঠন। এছাড়াও, সরকার সমাজে বিস্তৃত পরিসরে মানবাধিকারের সংস্কৃতি বিনির্মাণে মনোনিবেশ করেন। তদনুসারে, একটি কমিশন গঠনের জন্য ১৯৯৮ সনে ইউএনডিপির সহায়তায় একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু কমিশন গঠনের বিষয়টি দীর্ঘসময় পর্যন্ত অপেক্ষমাণ ও বিবেচনাধীন থাকে। অবশেষে ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৭ জারির মাধ্যমে একটি কমিশনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১ ডিসেম্বর ২০০৮ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কেবল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমেই পূর্ণ অবয়বে সৃষ্টি হয় এবং বেশিরভাগ জনগণের দৃষ্টিগোচর হয়। আইনটির দ্বারা বলীয়ান হয়ে ২০১০ সালের জুন মাসে কমিশন পূর্ণশক্তিতে কার্যাবলি শুরু করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর অধীনে দ্বিতীয় কমিশন ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত দুই মেয়াদে কাজ করে। চতুর্থ কমিশন আগস্ট ২০১৬ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে। পঞ্চম কমিশন ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ যাত্রা শুরু করে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে। বর্তমান কমিশনটি ষষ্ঠ কমিশন যা ১০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মানবাধিকার দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। কমিশন একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য ও অন্যান্য ৫ জন অবৈতনিক সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত।

রূপকল্প

বাংলাদেশে মানবাধিকার সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।

কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য

কমিশন আইনের অধীন কার্যপরিধির আলোকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে দেশব্যাপী একটি ব্যাপক- ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে কমিশনের বিস্তৃত লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে-

- দরিদ্র, দুর্বল, প্রান্তিক ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, বৈষম্য, নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, পাচার ইত্যাদি প্রতিরোধ ও অন্যান্য ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা;
- শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ করে শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, পাচার, শিশুশ্রম, বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তি ইত্যাদি প্রতিরোধ;
- প্রতিবন্ধী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ করে ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি;
- রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি করা;
- সহিংসতা ও চরমপন্থা মোকাবেলা, মাদকাসক্তি, মাদক ব্যবসা এবং পাচার মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি করা;
- অভিবাসী কর্মীদের অধিকার বাস্তবায়নে অ্যাডভোকেসি করা;
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হয়রানি, নির্যাতন, হেফাজতে নির্যাতন ইত্যাদি সহিংসতা মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি করা;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী বিষয় যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি করা;
- কর্পোরেট ও ব্যবসাক্ষেত্রে মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বিশেষ করে কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা, কর্মীর অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করা;
- প্রবীণদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি করা;
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাস্তবায়নে অ্যাডভোকেসি করা;
- সর্বোপরি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার সংস্কৃতি বিনির্মাণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন সভা-সমাবেশ-সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনি ক্ষমতাবলেই দেশব্যাপী মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপকভাবে কাজ করার জন্য ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। কমিশনকে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, আইনি কাঠামো, মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও কনভেনশনসমূহ পর্যালোচনাসহ অনেক বিষয়েই হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং সে কারণেই কমিশনের ম্যান্ডেট অনেক বিস্তৃত।

কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যান্ডেটগুলো নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়:

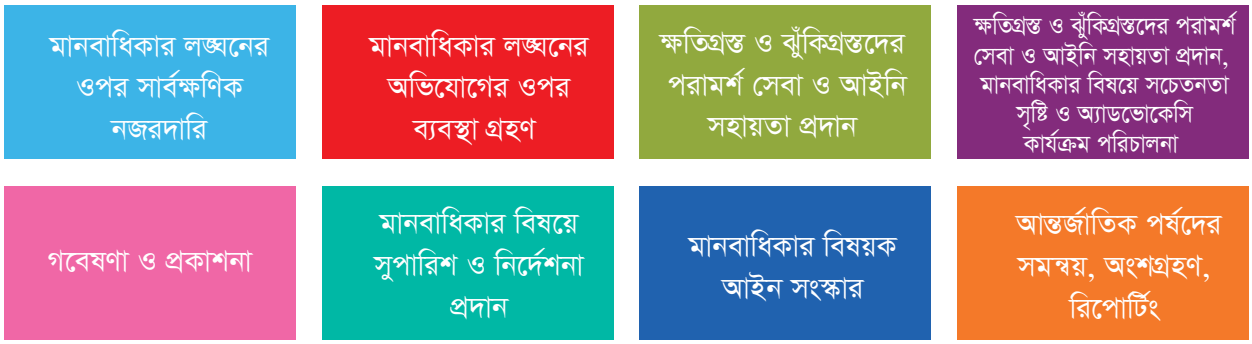

১.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন ভূমিকা

- **নজরদারি:** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সর্বাগ্রে তার নজরদারির ভূমিকায় অবতীর্ণ। কমিশনের প্রধান কাজই হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপর দৃষ্টি রাখা এবং দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও এর উপর গবেষণা করা।

- **অ্যাডভোকেসি:** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী প্রভৃতির সাথে বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাডভোকেসিতে লিপ্ত হয়, যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি, জনমত গঠন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সরকার ও কর্তব্য-সম্পাদনকারীদের উপর চাপ প্রয়োগ বা প্রভাব বিস্তার করা। কমিশন কর্তৃক সরকারের প্রতি সুপারিশ ও নির্দেশনা প্রেরণ এবং দেশের কল্যাণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট পরিস্থিতি তুলে ধরা, ব্যাখ্যা করা তথা সাহায্য-সহযোগিতার আহবান জানানোও অ্যাডভোকেসির পর্যায়ে পড়ে।

- **অনুঘটক:** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন ইস্যুতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে একক প্রচেষ্টায় অথবা অংশীজনদের সাথে যৌথভাবে প্রভাব বিস্তারকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

- **অগ্রনায়ক:** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকারের উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক ক্যাম্পেইনসমূহ পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে; নতুন ধারণা ও চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, বিশেষ বিষয়ে ও সময়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি জনসমক্ষে তুলে ধরে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমিশনের প্রবণতাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক বা আলোচনাকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা এবং মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কাউন্টারপার্ট বা আগন্তুকদের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

- **সেতুবন্ধন রচনা:** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বহু স্টেকহোল্ডারদের জন্যই একটি সাধারণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। কমিশন অনেক ব্যক্তি ও সংগঠনকে মানবাধিকার ইস্যুতে একত্রে এক মঞ্চে নিয়ে আসে এবং এনজিও ও সুশীল সমাজের সাথে সরকারের একটি সেতুবন্ধন তৈরি করে দেয়, যাতে যৌথভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়।

- **সমন্বয়কারী:** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের দাবি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতি, আইন ও কনভেনশনের সাথে সমন্বয় করে আইনের সংস্কার বা নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ করে। কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় আইন সংস্কারে এগিয়ে আসে এবং বিভিন্ন সময়ে আইসিসিপিআর, আইসিইএসসিআর, সিডো- এর নতুন অগ্রগতি বা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে।

- **পরিদর্শন:** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের পেছনের মূল কারণ উদ্‌ঘাটন এবং প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য প্রায়ই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করে এবং মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করে। কমিশন জেলখানা, কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র, সেইফহোম, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদিসহ মানবাধিকার-বিরোধী অপরাধ সংঘটনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

- **মুখপাত্র:** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার কণ্ঠ। কমিশন মানবাধিকার বিষয়গুলোতে সুনির্দিষ্ট দাবি পূরণে আন্দোলন এবং ঐক্যবদ্ধ হতে অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীদেরও অনুপ্রাণিত করে। মানবাধিকার বিষয়ে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিকে পরিণতি প্রদানে কমিশন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং সময়ের দাবি অনুযায়ী আরব্ধ কাজে বিভিন্ন অংশীজন, মিডিয়া এবং সরকারকেও সম্পৃক্ত করে।

- **সহযোগী:** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যৌথভাবে কাজ করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন এনজিও, সিএসও, সিবিওদের সাথে যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ উদ্দেশে বিভিন্ন সংস্থার সাথে কমিশন এমওইউ স্বাক্ষর করে।

- **আস্থার স্থান:** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কাজের প্রকৃতির কারণে জনগণের ভরসার জায়গায় পরিণত হয়। দরিদ্র এবং ঝুঁকিগ্রস্ত জনগণের জন্য কমিশন বিচার অন্বেষণের গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হতেই পারে। কমিশন জনগণের অধিকারকে সম্মান, সুরক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করায় সদা সচেষ্ট। যেমন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'অপারেশনের পর ডাক্তারের ভুলে ২০ বছর ধরে পেটে কাঁচি নিয়ে এক নারীর দুঃসহ যন্ত্রণা' শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পিত্তথলির পাথর অপারেশন করাতে ২০ বছর আগে ২০০২ সালে মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিকে ভর্তি হন চুয়াডাঙ্গার বাচেনা বেগম। এ ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর পেটের মধ্যে কাঁচি রেখে সেলাই করে দেওয়ার ঘটনাটি চরম অবহেলার নামান্তর। এ ধরনের অবহেলার ফলে মোছাঃ বাচেনা খাতুনকে দীর্ঘ সময় ধরে যে দুঃসহ ও অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, তা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এ অবস্থায়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর ১৯(২) ধারার বিধান অনুযায়ী ভিকটিম মোছাঃ বাচেনা খাতুন ওরফে হাসিনাকে এক লক্ষ টাকা সাময়িক সাহায্য প্রদানের জন্য পরিচালক, রাজা ক্লিনিক, গাংনী থানা, মেহেরপুর-কে নির্দেশনা দেওয়া হয়। কমিশনের নির্দেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে প্রতিপালন করে।

১.৩ বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহ

- মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক আইন, চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক কমিটি
- প্রতিবন্ধি ব্যক্তি ও অটিজম বিষয়ক কমিটি
- শিশু অধিকার ও শিশুশ্রম বিষয়ক কমিটি
- ব্যবসা ও মানবাধিকার এবং কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বিষয়ক কমিটি
- জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি
- প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার এবং মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটি
- মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত করার লক্ষ্যে ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত কমিটি
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি
- প্রবীণ অধিকার বিষয়ক কমিটি
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটি
- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক কমিটি

১.৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ও কর্মকৌশল

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার কর্ম-সম্পাদনের জন্য নিজস্ব কৌশলগত পরিকল্পনা অনুসরণ করছে; একটি বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা

যাকে এখন বাৎসরিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) নামে অভিহিত করা হয়েছে তাতে অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো নির্দিষ্ট অর্থ-বছরের (জুলাই-জুন) মধ্যে সম্পাদনের জন্য পূর্বেই প্রস্তুত করা হয়। কৌশলগত পরিকল্পনার অগ্রাধিকার এবং সমসাময়িক মানবাধিকার পরিস্থিতি ও সময়ের দাবি অনুযায়ী কমিশন যে কাজগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিবেচনা করে সেগুলোই বাৎসরিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলিসমূহ:

- মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা ও চিহ্নিত করা (মিডিয়া রিপোর্ট, বৈশ্বিক তুলনামূলক গবেষণা, আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, ইউপিআর প্রতিবেদন, নাগরিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে);
- দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা;
- মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্যাবলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
- আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক হয়রানি, অবৈধ আটক, হেফাজতে নির্যাতনসহ সকল ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিবাদ জানানো;
- মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে যেসব অভিযোগ কমিশনে দায়ের হয় সেগুলোর ওপর আইনি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে তদন্ত ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করা;
- গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহ কমিশন স্বপ্রণোদিত অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করে;
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পক্ষ হয়ে কাজ করা বা প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে রিট দায়ের করা;
- ভুক্তভোগীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমঝোতা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা;
- দরিদ্র, ঝুঁকিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগীদের আইনি সেবা প্রদান করা (আইনি সেবা সম্প্রসারণের জন্য সারা দেশে প্রতিটি জেলায় প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে);
- জেলখানা, সেইফহোম, কিশোর অপরাধ শোধনাগার, শিশু যত্ন-কেন্দ্র, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিসহ কর্পোরেট অফিস ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিকার চেয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ ও নির্দেশনাসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা;
- জনগণকে সচেতন ও আলোকিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সভা, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন করা:
- সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সংস্থা, দাতাগোষ্ঠী, মানবাধিকার কর্মী, এনজিওসহ অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা এবং সরকারের সাথে তাদের সেতুবন্ধনে ভূমিকা রাখা;
- কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পুলিশ, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণ করা;
- ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর)-এ অংশগ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে সরকারের নিকট বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণ করা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উত্থাপিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া, যাতে সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিস্থিতির সাথে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে;
- মানবাধিকার বিষয়ে প্রকাশনা ও প্রচারণা (ডকুমেন্টারি, নিউজলেটার, বিশেষ প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রেস রিলিজ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি);
- মানবাধিকার ইস্যুতে আইন, নীতিমালা ইত্যাদির পর্যালোচনা, সংস্কার, নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন এবং সে উপলক্ষ্যে পরামর্শ সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন এবং সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ (কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যেই বৈষম্য বিলোপ আইন এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনের খসড়া তৈরি করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে);
- মানবাধিকার বিষয়ক অনলাইন কোর্স এবং রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন ইত্যাদি।

অধ্যায়: ২

২০২৩ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন

২০২৩ সালে বৈশ্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি চরম ক্রান্তিকাল প্রত্যক্ষ করেছে। ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ এক ভয়াবহ পরিণতিতে গিয়ে ঠেকেছে। ইতোমধ্যে এই যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ১০ হাজার শিশু। বিশ্ব রাজনীতির একটি হাতিয়ার হিসেবে মানবাধিকারকে ব্যবহার করার যে প্রচেষ্টা তা এ বছর আবারও বিশ্ববাসী দেখেছে। কেননা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে একদিকে যেমন রাশিয়া ইউক্রেনকে আক্রমণ করেছে, অন্যদিকে ইউক্রেনকে রক্ষা করার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব ব্যাপক সহায়তা করলেও ২১ লাখ নিরীহ গাজাবাসীর ওপর ইসরাইল যে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে সেটি বন্ধ করার জন্য বা গাজাবাসীকে সহায়তা করার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিতে দেখা যায়নি, যা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

মানবাধিকারের বৈশ্বিক রাজনীতির এমন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কোভিড-১৯ ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কা সামলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ। এরই মাঝে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় একের পর এক অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং মেগা প্রকল্পের উদ্বোধন বিশেষত: পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু টানেল, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইন এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের উদ্বোধন বিশ্ববাসীকে করেছে বিমোহিত। উন্নয়ন এবং মানবাধিকার একে অপরের পরিপূরক, যোগাযোগের এ সকল মাধ্যমের ফলে সংলগ্ন এলাকাসমূহের জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকারের পাশাপাশি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অন্যদিকে, এ বছর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যু, নির্যাতন, বেআইনি আটক, সীমান্তে হত্যা, নারীর প্রতি নির্যাতন, ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের অপপ্রয়োগ, শ্রমিক অসন্তোষ, রহস্যজনক নিখোঁজ, সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা কমিশনের নজরে এসেছে। পাশাপাশি, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ বছর বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির দিকে আন্তর্জাতিক মহলের বিশেষ মনোযোগ ছিল। দফায় দফায় বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি ও কূটনীতিকগণ বাংলাদেশ সফর করেন এবং সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসহ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। বছরের অন্যতম লক্ষণীয় বিষয় ছিল চতুর্থবারের মত ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ-তে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ। উক্ত পর্যালোচনায় বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে ১১০টি দেশের ৩০১টি সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

বিভিন্ন দেশ এবং সংস্থার প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির বা সূচকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে ভিন্নভাবে। যেমন, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। এছাড়া আরও ৩৯ দেশে এ পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব। ক্ষমতাবান গোষ্ঠীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও প্রতিশোধস্পৃহা থেকে বেরিয়ে 'ডু নো হার্ম' নীতি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতি, সংঘাত কবলিত এলাকায় যৌন সহিংসতায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৪০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞার তালিকায় এ বছর বাংলাদেশকে রাখা হয়নি। দুই দেশের ভিন্ন ভিন্ন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় চীন, রাশিয়া, মিয়ানমার ও পাকিস্তান থাকলেও বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস এবং আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে বৈশ্বিক অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বিশ্বের প্রভাবশালী ওই দুই দেশ।

উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে, এই অধ্যায়ে ২০২৩ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা হয়েছে।

নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবছর বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন পরবর্তী মানবাধিকার পরিস্থিতির বিষয়টি সারা বছর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। মানবাধিকার বিষয়ক একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন কূটনীতিক এবং নির্বাচন বিশেষজ্ঞগণ বছরের বিভিন্ন সময় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কমিশনের মতামত গ্রহণ করেছেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ পর্যালোচনায় দেখা যায়, বছর জুড়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে রাজধানীতে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সমাবেশকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ব্যাপক সংঘাতে পুলিশ, গণমাধ্যমকর্মী ও জনসাধারণকে আক্রমণের ঘটনাকে কমিশন অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে মনে করে। সভা-সমাবেশের নামে জনগণের জান-মালের ওপর আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্ষের ঘটনা চরম নিন্দনীয়। বিশেষত, ফকিরাপুলে বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে দুর্বৃত্তরা একজন পুলিশ সদস্যকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে যা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায়না। এছাড়া বিভিন্ন গণপরিবহন, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনায় হতাহতের সংবাদ, জনসাধারণকে নির্বিচারে আক্রমণ, পুলিশ ও গণমাধ্যম কর্মীদের বেধড়ক পেটানোর বিবিধ তথ্য পাওয়া যায়। কমিশন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবিলম্বে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার আহবান জানিয়েছে। কমিশন মনে করে, জনসাধারণের অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও সহিংসতামুক্ত চলাফেরার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত-পূর্বক যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ, উন্নয়ন ও সুরক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'নির্বাচনকেন্দ্রিক মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করে নির্বাচন কমিশন, মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিকট প্রেরণ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি

২০২৩ সালে নিত্যপ্রয়োজনী দ্রব্যের ঊর্ধ্বগতি জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে ভীষণ কষ্টের সম্মুখীন করেছে। ভোগ্যপণ্য সাধারণ নাগরিকদের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় থাকা বাঞ্ছনীয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিশেষ করে ডিম, ভোজ্যতেল, পেঁয়াজ, চিনি, বিভিন্ন শাক-সবজির দাম অনেক বেড়েছে। এ ছাড়াও সাবান, টুথপেস্ট, প্রসাধনী, টিস্যুসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেশ বেড়েছে। ডিম আমদানি করে দাম কমানো সম্ভব হলেও বাকি পণ্যের দাম এখনো সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। সমস্যার বিষয় হলো কার্যকর মনিটরিং এর অনুপস্থিতিতে বাজার মূল্যে কারসাজীর ঘটনা স্থায়ী রূপ নেয়ার পর্যায়ে এসেছে। একবার কোনো পণ্যের দাম বেড়ে গেলে তা সাধারণত আর কমে না। খাদ্যদ্রব্যের যথেষ্ট যোগান থাকলেও ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে বিভিন্ন অজুহাতে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলছেন। আয় উপার্জনের স্তরভেদে দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধ্বে থাকলে ন্যূনতম উপায়ে জীবন ধারণ বাধাগ্রস্থ হয়, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল। কমিশন মনে করে, সিন্ডিকেটের লাগাম টেনে ধরে মনিটরিং এর মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সাধারণ নাগরিকের নাগালের ভেতরে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন।

প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠী

এদেশের জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে পিছিয়ে রাখা মানুষ যার মধ্যে একটি অংশ হলো শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। সমাজসেবা অধিদপ্তরের চলমান প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশে মোট প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা ৩৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭১৩ জন।[১] প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের দয়া নয়, বরং তাদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তথা আমাদের দেশের জনগণের

[১] প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ হালনাগাদ প্রতিবেদন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, https://www.dis.gov.bd/

তাদের প্রতি ইতিবাচক মানসিকতার অভাবে এখনও তাদেরকে সমাজে নানান বৈষম্যের শিকার হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জীবিকা অর্জন তথা জীবন ধারণ চরম হুমকির সম্মুখীন হয়। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ মতে, রংপুরের গঙ্গাচড়ায় গত ০৫ জুন ২০২৩ তারিখ হরিজন সম্প্রদায়ের প্রথম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত এক শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ছুটি শেষে স্থানীয় একটি হোটেলে খেতে গেলে তাকে বাধা দেওয়া হয় এবং পুনরায় না আসার জন্য হুমকি দেওয়া হয়। আলাদা সম্প্রদায় হওয়ার কারণে এমন বৈষম্য মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। অন্যদিকে, ২০২৩ সালের জুন মাসে রংপুরের সুইপার কলোনিতে আগুন লেগে ১৯টি পরিবার চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২] সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে কিছু সহযোগিতা করা হয়েছে যদিও তা অপ্রতুল। টাঙ্গাইলের একজন মানসিক প্রতিবন্ধীকে শিকলে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। পরে উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের মাধ্যমে তাকে শিকলমুক্ত করা হয়। সরকারের অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও দলিত, হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বৈষম্যের শিকার হন। কমিশন মনে করে, পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত নির্ভর বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবন্ধী এবং পশ্চাৎপদ নাগরিকদের নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রবেশগম্য ও টেকসই সমতার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু

Convention Against Torture 1984 আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে ২০১৩ সালে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন করা হলেও প্রতি বছর হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ মতে, ২০২৩ সালের মার্চ মাসে নওগাঁয় আটকের পর র‍্যাবের হেফাজতে সুলতানা জেসমিন (৪৫) নামের এক নারীর মৃত্যুর ঘটনা সারা দেশে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে।[৩] সেপ্টেম্বর মাসে শাহবাগ থানায় দুই ছাত্রলীগের নেতাকে একজন পুলিশ কর্মকর্তার নেতৃত্বে মারাত্মকভাবে জখম করা হয়।[৪] জুন মাসে রাজধানীতে একটা হত্যা মামলায় ঘটনাস্থলের বাসার দারোয়ানকে (আলাল) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় ডিবি এবং ডিবি হেফাজতে নির্যাতনে তার মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া যায়।[৫] সংবিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করার বিধান থাকলেও তা মানা হয়নি। জুলাই মাসে সাভারে পৃথক তিনটি ঘটনায় ৩ জনকে নির্যাতন ও তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ ওঠে দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। জানুয়ারিতে গাজীপুরে পুলিশ হেফাজতে একজন ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। উক্ত ব্যবসায়ীকে ৪ দিন হাজতে আটকে রেখে নির্যাতন ও মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া যায়।[৬] চট্টগ্রামে দুদকের সাবেক উপপরিচালক এর পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যু হয়। কমিশন মনে করে, হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা মারাত্মক অপরাধ ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং এটি বন্ধকরণে সরকারের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল"। সুতরাং কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না। বিভিন্ন মহল থেকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে মত প্রকাশের পথে একটি বাধা হিসেবে মনে করা হচ্ছিল। কারণ এই আইনের অনেক ধারা অপব্যবহারের সুযোগ ছিল। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ মতে, অনলাইনে লেখালেখির জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা গ্রেফতারের পর ১৫ মাস হাজতে ছিলেন। অনেক আলোচনা-সমালোচনার পর ২০২৩ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ রহিত করে তার পরিবর্তে সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রবর্তন করা হলেও আরও কিছু সংশোধন হওয়া জরুরি বলে বিভিন্ন মহল মত প্রকাশ করেছে। কমিশন মনে করে পাশকৃত নতুন আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অধিকতর সতর্ক থেকে তা প্রয়োগের প্রয়োজন।

---

[২] রংপুরের সুইপার কলোনিতে থামছে না আহাজারি, ঢাকা পোস্ট, ০২ জুন ২০২৩ https://www.dhakapost.com/country/198430
[৩] র‍্যাব হেফাজতে নারীর মৃত্যু, অভিযোগ নির্যাতনের, ডয়চে ভেলে, ২৭ মার্চ ২০২৩, https://shorturl.at/giG89
[৪] কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের দুই নেতাকে পেটালেন এডিসি হারুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ https://shorturl.at/deouz
[৫] রাজধানীতে ডিবির নির্যাতনে দারোয়ানের মৃত্যুর অভিযোগ, দৈনিক সময়ের আলো, ১৯ জুন ২০২৩, https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=228483
[৬] ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ, প্রথম আলো, ২০ জানুয়ারি ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/lg5n8u1cbt

নারীর প্রতি নিপীড়ন

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম। বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দেশ, যেখানে গত ৫২ বছরে নারী সরকারপ্রধান সবচেয়ে বেশি সময় (এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর) ক্ষমতায় আছেন। নারীদের অধিকারের সমতা প্রদানে সরকারের নানা পদক্ষেপ গ্রহণের পরও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা যায়নি। ধর্মীয় কুসংস্কার, পিতৃতান্ত্রিকতা, নারীবিদ্বেষ প্রভৃতি কারণে ২০২৩ সালেও নারীর প্রতি নিপীড়ন, ধর্ষণ, হত্যার ঘটনা ঘটে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ মতে, জুলাই মাসে খুলনায় বিভাগীয় অনূর্ধ্ব ১৭ নারী ফুটবল টিমের ৪ জনকে মারধর করে স্থানীয় লোকজন।[৭] বাংলাদেশের মেয়েরা যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খেলায় সুনাম অর্জন করছে, তখন দেশের অভ্যন্তরে নারী ফুটবলারদের শুধু ফুটবল খেলার জন্য হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে যা আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্তরায়।

যৌতুক এখনো বাংলাদেশের সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বিদ্যমান আছে। সরকারের পাশাপাশি সমাজের মানুষেরও যৌতুকের ভয়াল থাবা ঠেকাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। যৌতুক দাবিকারীদের আইনের আওতায় নেওয়ার পাশাপাশি সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ এর যথাযথ প্রয়োগ করে দুষ্কৃতিকারীদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ থাকার পরেও নারীরা এখনো নিপীড়নমুক্ত হয়নি। নারীর নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য মহামান্য হাইকোর্টের এক যুগান্তকারী রায়ের মাধ্যমে ১১ ধরনের আচরণকে চিহ্নিত করে যৌন নিপীড়নের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দীর্ঘদিন ধরে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে নতুন আইন নিয়ে কয়েকটি কর্মশালা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যকর উপাদান সংগ্রহ করেছে। কমিশন যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের খসড়া প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। উক্ত আইন প্রণয়ন করা হলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি অনেকাংশে কমবে বলে আশা করা যায়।

শিশু নিপীড়ন

প্রত্যেক শিশুরই একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বয়সেই প্রত্যেকের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তৈরি হয়। ২০২৩ সালে এসেও শিশু নিপীড়ন কমেনি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, নভেম্বর মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে বিদ্যালয়ের একটি পুরাতন বাথরুমে নিয়ে এক শিশুকে যৌন নিপীড়ন করে একজন দফতরি। পরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। গাজীপুরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এক কয়েদি এক শিশুকে হত্যা করে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজধানীর মহাখালী উড়ালসড়কের ওপর থেকে রড মাথায় ঢুকে ১২ বছর বয়সী এক শিশু মারা যায়।[৮] এভাবে রড পড়ে মৃত্যুর ঘটনাটি কর্তৃপক্ষের অবহেলার নামান্তর যার দায় কোনোভাবেই এড়ানো সম্ভব নয় বলে কমিশন মনে করে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের জন্য নতুন করে শিশু আইন সংসদে পাশ হয় যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। ১৯৯০ সালে শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদে (সিআরসি) স্বাক্ষর করার পর থেকে বাংলাদেশ শিশু অধিকার সুরক্ষায় অনেক উন্নতি করেছে। একই সাথে আরও অনেক কিছুই করা প্রয়োজন, কেননা শিশুদের একটি বড় অংশ এখনও অধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে, যখন তারা স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, শিক্ষা, সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাচ্ছে না এবং একবিংশ শতাব্দীর অনেক নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

নিখোঁজ/অপহরণ (কথিত গুম)

এ বছর কমিশনে ০৪টি গুমের অভিযোগ এসেছে এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে ০৩টি অভিযোগ সুয়োমটো আমলে নেওয়া হয়েছে। প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদে বলা হয় কেউ গুম হয়েছেন, কিছুদিন পর দেখা যাচ্ছে তিনি ফিরে এসেছেন। অর্থাৎ তিনি নিজেই কোথাও চলে গিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ হয়তো মামলায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন ফলে নিজেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন। পরে হয়তো তাকেও পাওয়া গেছে। কেউ কেউ আবার বিশেষ অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে চলে গেছেন। এ ধরনের ব্যাপারগুলো যেমন আছে তেমনি এখনও নিখোঁজ এমন ব্যক্তি এবং প্রত্যক্ষদর্শীর দেয়া তথ্যানুযায়ী, সাদা পোশাকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও রয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, এ বছর মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার শমশেরনগর বাজার থেকে ওলিউর রহমান নামে এক তরুণকে গত ১৪ অক্টোবর র‍্যাব পরিচয়ে কয়েকজন লোক প্রাইভেট গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়

[৭] খুলনায় নারী ফুটবলারদের মারধরের ঘটনার নিন্দা, বিচার দাবি ৪৫ বিশিষ্ট নাগরিকের, প্রথম আলো, ০৩ আগস্ট ২০২৩, https://shorturl.at/mQTV8

[৮] মহাখালীতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে থেকে রড পড়ে শিশু নিহত, দি ডেইলি স্টার, ২৯ মে ২০২৩, https://shorturl.at/ciEM5

বলে দাবি করেছেন ভুক্তভোগীর বাবা-মা।[৯] প্রত্যক্ষদর্শীর মাধ্যমে তারা জানতে পারেন ওলিউরকে গাড়িতে তোলার সময় মারধর করা হয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করতে গেলে অপহরণকারীরা র‍্যাব পরিচয় দিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে তাদের তাড়িয়ে দেয়। কমিশন মনে করে, এ ধরনের অপরাধ দমন করার জন্য এ সংক্রান্ত সকল অভিযোগের যথাযথ সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করতে হবে।

রোহিঙ্গা সংকট

২০১৭ সাল থেকে রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৯ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে নিবন্ধনভুক্ত হয়েছে।[১০] এত অধিক সংখ্যক মানুষকে বাংলাদেশে আশ্রয় লাভের সুযোগ দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবাধিকার রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কিন্তু এতো মানুষের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যে মামলা হয়েছে তার তদন্ত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এ বছর বাংলাদেশ সফর করেছেন সংস্থাটির প্রধান প্রসিকিউটর করিম আসাদ আহমেদ খান। এছাড়া, রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা চালানোর অভিযোগে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে (আইসিজে) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে চলমান মামলায় কানাডা ও ব্রিটেনসহ বিশ্বের ছয়টি প্রভাবশালী দেশ যুক্ত হয়েছে। আদালতে গণহত্যা প্রমাণিত হলে মিয়ানমারের সামরিক শাসকের ওপর ব্যাপক আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে নভেম্বরে 'মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি' শীর্ষক রেজল্যুশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।[১১] এতে বলা হয়, সব সদস্য দেশকে বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাংলাদেশের ওপর আসা চাপকে ভাগ করে নিতে হবে। রেজল্যুশনটি যৌথভাবে উত্থাপন করে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এবারের রেজল্যুশনটিতে ১১৪টি দেশ সহপৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছে, যা এ যাবৎ সর্বোচ্চ। এছাড়া, ২০২৩ সালে চীন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা ছাড়াই রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। ইতোমধ্যে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা চলছে। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এসকল পদক্ষেপ মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

কমিশন মনে করে, রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের মাধ্যমেই এই সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ, যেখানে জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্ব এবং সম্পদ খুবই সীমিত। আমাদের ভূখণ্ডে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘস্থায়ী উপস্থিতির কোনো সুযোগ নেই। তাদের অবশ্যই মাতৃভূমি মিয়ানমারে ফিরে যেতে হবে।

সীমান্তে সহিংসতা

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশিদের হত্যার সংবাদে কমিশন ক্ষোভ প্রকাশ করে। এ বিষয়ে ২০২২ সালে ভারতের মানবাধিকার কমিশনের নিকট কমিশন পত্র প্রেরণ করলেও এখনও এর কোনো প্রতিকার করা সম্ভব হয়নি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসে কুড়িগ্রামের রৌমারি উপজেলায় সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে একজন যুবক নিহত হয়। মে মাসে বাংলাদেশের রাজশাহীর গোদাগাড়ী সীমান্তে ঘাস কাটতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে আহত হয় এক কিশোর। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে গত ২৩ আগস্ট বাবলু হককে সীমান্তে গুলি করে হত্যার পর মরদেহ নিয়ে যায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। মানসিক প্রতিবন্ধী বাবলু হকের মরদেহ পেতেই অনেক দিন ধরে অপেক্ষায় আছেন মা সাজেনুর বেগম। কিন্তু এখনো তার মরদেহ ফেরত পাওয়া যায়নি। সীমান্তে নিরীহ মানুষ হত্যা বন্ধ, চোরাচালান, মাদক পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সীমান্তে হত্যা ও মাদক চোরাচালান শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা, অবৈধ সীমান্ত পারাপার, তার কাঁটার বেড়া কর্তন বন্ধ সহ দুই বাহিনীর সম্পর্ক আরো দৃঢ় করার লক্ষ্যে আলোচনা হয়। কমিশন মনে করে, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরালো এবং কার্যকর করতে হবে। একই সাথে ২০১৭ সালে চালু হওয়া উভয় দেশের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের পারস্পরিক বৈঠক পরিচালনা নিয়মিত করলে স্থানীয় পর্যায়ে অনেক সমস্যার সমাধান হবে।

---

[৯] র‍্যাব পরিচয়ে তরুণকে অপহরণের দাবি, উদ্ধারে মা-বাবার আকুতি, দৈনিক সমকাল, ২৫ অক্টোবর ২০২৩, https://shorturl.at/sCJN6

[১০] জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার ওয়েবসাইট, https://shorturl.at/sFOU6

[১১] জাতিসংঘে সর্বসম্মতিক্রমে রোহিঙ্গা রেজুলেশন গৃহীত, দৈনিক যুগান্তর, ১৬ নভেম্বর ২০২৩, https://shorturl.at/lvGZ7

অধ্যায়: ৩

অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা

৩.১ ২০১১-২০২৩ পর্যন্ত গৃহীত অভিযোগের পরিসংখ্যানঃ

বছর	পূর্ববর্তী বছরের জের	বছরওয়ারি গৃহীত অভিযোগ	সর্বমোট অভিযোগ (১+২)	বছরওয়ারি নিষ্পত্তি	বছরওয়ারি চলমান/ অনিষ্পন্ন (৩-৪)
২০১১	৬৪	২৩৩	২৯৭	২৮৫	১২
২০১২	১২	৬৩৫	৬৪৭	৪৭২	১৭৫
২০১৩	১৭৫	৪৭৭	৬৫২	৪৬৭	১৮৫
২০১৪	১৮৫	৬৬০	৮৪৫	৫২৪	৩২১
২০১৫	৩২১	৫৬৭	৮৮৮	৩৮৯	৪৯৯
২০১৬	৪৯৯	৬৯২	১১৯১	৪৩০	৭৬১
২০১৭	৭৬১	৬৪৪	১৪০৫	৬০৪	৮০১
২০১৮	৮০১	৭৩৩	১৫৩৪	১০৮০	৪৫৪
২০১৯	৪৫৪	৭৭৯	১২৩৩	৬৬৯	৫৬৪
২০২০	৫৬৪	৪৮১	১০৪৫	৩৪৭	৬৯৮
২০২১	৬৯৮	৫৭৩	১২৭১	৯৭২	২৯৯
২০২২	২৯৯	৬৬৩	৯৬২	৫৯৮	৩৬৪
২০২৩	৩৬৪	৬৯৪	১০৫৮	৬৬৫	৩৯৩

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ধারা ১২ এর আলোকে দেশের নাগরিকগণ কমিশনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে আসছে। ২০১১-২০২৩ সাল পর্যন্ত অভিযোগের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, গত ১৩ বছরে কমিশনে ৭৮৩১টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। ২০১১-২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে অনিষ্পন্ন ও চলমান অভিযোগসমূহ ২০১৮ সালে নিষ্পত্তি করা হয়। ফলে, ২০১৮ সালে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ (১০৮০) নিষ্পত্তি হয়। করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালে অভিযোগের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে কম (৪৮১) ছিল তবে অনলাইনে দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান থাকায় এসকল অভিযোগের বেশিরভাগই (৩৪৭) নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। ২০২৩ সালে পূর্ববর্তী বছরের জের এবং বছরওয়ারি গৃহীত অভিযোগসহ মোট ১০৫৮টি অভিযোগের মধ্যে ৬৬৫টি (৬২.৮৫%) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। ২০২৩ সালের সর্বমোট চলমান ৩৯৩টি নথির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২০১৩ সালের ০৩টি, ২০১৪ সালের ০৪টি, ২০১৫ সালের ০৩টি, ২০১৬ সালের ০৩টি, ২০১৭ সালের ০৪টি, ২০১৮ সালের ০৪টি, ২০১৯ সালের ১২টি, ২০২০ সালের ০৯টি, ২০২১ সালের ১৯টি এবং ২০২২ সালের ৫৫টি এবং ২০২৩ সালের ২৭৭টি।

৩.২ ২০১১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত গৃহীত অভিযোগসমূহের বিভিন্ন বছরে নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান

২০১১ সালে মোট ২৩৩টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়; যার মধ্যে ২২১টি, ২০১১ সালেই নিষ্পত্তি হয় এবং ১২টি অভিযোগ ২০১২ সালে নিষ্পত্তি করা হয়। এছাড়া ২০১২ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত গৃহীত অভিযোগমূহের নিষ্পত্তির সাল ও সংখ্যা উল্লেখ করা হলো:

২০১২ সালের গৃহীত অভিযোগসমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৩৫

২০১২-২০২৩ সালের মধ্যে ২০১২ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ-

সন	সংখ্যা
২০১২	৪৬০
২০১৩	১২১
২০১৪	১৭
২০১৫	০৩
২০১৬	০৫
২০১৭	০১
২০১৮	২৪
২০১৯	০
২০২০	০
২০২১	২
২০২২	১
২০২৩	১
মোট	**৬৩৫**

বর্তমানে ২০১২ সালের কোনো অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ নেই।

২০১৩ সালের গৃহীত অভিযোগসমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৪৭৭

২০১৩-২০২৩ সালের মধ্যে ২০১৩ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ-

সন	সংখ্যা
২০১৩	৩৪৬
২০১৪	৮৯
২০১৫	০৮
২০১৬	০৭
২০১৭	০৩
২০১৮	১৩
২০১৯	০২
২০২০	০
২০২১	০২
২০২২	০১
২০২৩	০৩
মোট	**৪৭৪**

২০২৩ সালে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ০৩টি।

২০১৪ সালের গৃহীত অভিযোগসমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৬০

২০১৪-২০২৩ সালের মধ্যে ২০১৪ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ-

সন	সংখ্যা
২০১৪	৪১৮
২০১৫	১৩৫
২০১৬	৩০
২০১৭	০৫
২০১৮	৪৬
২০১৯	০৭
২০২০	০
২০২১	১২
২০২২	০৩
২০২৩	০
মোট	**৬৫৬**

২০২৩ সালে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ০৪টি।

২০১৫ সালের গৃহীত অভিযোগসমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৫৬৭

২০১৫-২০২৩ সালের মধ্যে ২০১৫ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ-

সন	সংখ্যা
২০১৫	২৪৩
২০১৬	১৪৮

২০১৭	৪৫
২০১৮	৯১
২০১৯	১৫
২০২০	০৩
২০২১	১৮
২০২২	০
২০২৩	০১
মোট	**৫৬৪**

২০২৩ সালে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ০৩টি।

২০১৬ সালের গৃহীত অভিযোগসমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৯২

২০১৬-২০২৩ সালের মধ্যে ২০১৬ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ-

সন	সংখ্যা
২০১৬	২৪০
২০১৭	২১৬
২০১৮	২০৩
২০১৯	১৭
২০২০	০১
২০২১	০৮
২০২২	০২
২০২৩	০২
মোট	**৬৮৯**

২০২৩ সালে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ০৩টি।

২০১৭ সালের গৃহীত অভিযোগসমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৪৪

২০১৭-২০২৩ সালের মধ্যে ২০১৭ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ-

সন	সংখ্যা
২০১৭	৩৩৪
২০১৮	২০৬
২০১৯	৫৯
২০২০	০৩
২০২১	২৯
২০২২	০৫
২০২৩	০৪
মোট	**৬৪০**

২০২৩ সালে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ০৪টি।

২০১৮ সালের গৃহীত অভিযোগসমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৭৩৩

২০১৮-২০২৩ সালের মধ্যে ২০১৮ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ-

সন	সংখ্যা
২০১৮	৪৯৭
২০১৯	১৫৯
২০২০	০৩
২০২১	৫২
২০২২	০৬
২০২৩	১২
মোট	**৭২৯**

২০২৩ সালে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ০৪টি।

২০১৯ সালের গৃহীত অভিযোগসমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৭৭৯

২০১৯-২০২৩ সালের মধ্যে ২০১৯ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ-

সন	সংখ্যা
২০১৯	৪১০
২০২০	২০৬
২০২১	১২৮
২০২২	১৭
২০২৩	০৬
মোট	**৭৬৭**

২০২৩ সালে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ১২টি।

২০২০ সালের গৃহীত অভিযোগসমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৪৮১টি

২০২০-২০২৩ সালের মধ্যে ২০২০ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ-

সন	সংখ্যা
২০২০	১৩১
২০২১	৩১২
২০২২	২০
২০২৩	০৯
মোট	**৪৭২**

২০২৩ সালে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৯টি।

২০২১ সালের গৃহীত অভিযোগসমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৫৭৩টি

২০২১-২০২৩ সালের মধ্যে ২০২১ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ-

সন	সংখ্যা
২০২১	৪০৯
২০২২	১২৬
২০২৩	১৯
মোট	**৫৫৪**

২০২৩ সালে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ১৯টি।

২০২২ সালের গৃহীত অভিযোগসমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৬৩টি।

২০২২-২০২৩ সালের মধ্যে ২০২২ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ-

সন	সংখ্যা
২০২২	৪১৭
২০২৩	১৯১
মোট	**৬০৮**

২০২৩ সালে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৫৫টি।

২০২৩ সালের গৃহীত অভিযোগসমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৯৪টি।

২০২৩ সালে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ৪১৭টি।

২০২৩ সালে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ২৭৭টি।

৩.৩ মোট প্রাপ্ত অভিযোগের পরিসংখ্যান- (জানুয়ারি-ডিসেম্বর), ২০২৩

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরন	মোট অভিযোগ	নিষ্পত্তি	চলমান	প্রক্রিয়াধীন (পরবর্তী বেঞ্চের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমাণ)
০১	হত্যা	০৯	০৬	০৩	০
০২	ধর্ষণ	০৮	০৬	১	০১
০৩	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	০৪	০২	০২	০
০৪	যৌন হয়রানি	০৫	০১	০৪	০
০৫	পারিবারিক সহিংসতা	১৭	১২	০৪	০১
০৬	নারীর প্রতি সহিংসতা	০২	০১	০১	০
০৭	পারিবারিক বিষয়: (দাম্পত্যকলহ, তালাক, ভরণপোষণ, ইত্যাদি)	৫১	৪০	০৯	০২
০৮	শিশু হত্যা	০	০	০	০
০৯	শিশু ধর্ষণ	০	০	০	০
১০	শিশু নির্যাতন	০	০	০	০
১১	শিশু শ্রম	০	০	০	০
১২	বাল্য বিবাহ	০	০	০	০
১৩	গৃহকর্মী নির্যাতন	০১	০	০১	০
১৪	শারীরিক নির্যাতন/স্কুল-কলেজে শাস্তি	০২	০১	০১	০
১৫	নিখোঁজ/গুম	০৪	০৪	০	০
১৬	হেফাজতে মৃত্যু	০১	০	০১	০
১৭	হেফাজতে নির্যাতন	০১		০১	

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরন	মোট অভিযোগ	নিষ্পত্তি	চলমান	প্রক্রিয়াধীন (পরবর্তী বেঞ্চের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমাণ)
১৮	বিচার বহির্ভূত হত্যা	০	০	০	০
১৯	পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ	২৪	১১	১৩	০
২০	মিথ্যা মামলার অভিযোগ	২৪	২১	০২	০১
২১	অপহরণ	০৬	০২	০৪	
২২	সাংবাদিক নির্যাতন	০	০	০	০
২৩	সংখ্যালঘু নির্যাতন	০২	০১	০১	০
২৪	নৃ-তাত্ত্বিক/দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার	০২	০২	০	০
২৫	স্বাধীনভাবে চলাচলে বাধা/ মত প্রকাশে বাধা	০৪	০১	০৩	০
২৬	বিনা বিচারে আটক/সাজার মেয়াদ শেষ হলেও মুক্তি না পাওয়া	০	০	০	০
২৭	নিরাপত্তা ও হুমকি	২৩	১৯	০৩	০১
২৮	চাকরি/বেতন-ভাতা/ইউনিয়ন/কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ	৫২	৩৫	১৬	০১
২৯	শ্রমিক নির্যাতন	০১	০	০১	০
৩০	জমিজমা/সম্পত্তি দখল	১১০	৭৫	৩১	০৪
৩১	হাসপাতাল/চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত	০২	০২	০	০
৩২	বিভিন্ন ভাতা সম্পর্কিত	০	০	০	০
৩৩	আত্মহত্যা	০১		০১	০
৩৪	প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার	০২	০১	০১	০
৩৫	প্রবাসী শ্রমিক	১০	০৩	০৬	০১
৩৬	মানব পাচার	০২	০২	০	০
৩৭	আইনগত সহায়তা	০৩	০	০২	০১
৩৮	ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সংঘাত	১৫	১১	০৪	০
৩৯	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার	০৪	০৩	০১	০
৪০	সম্পত্তির উত্তরাধিকার	১০	০৬	০৪	০
৪১	পরিবেশ সংক্রান্ত	০৬	০১	০১	০৪
৪২	দুর্নীতি সংক্রান্ত	০৯	০৬	০৩	০
৪৩	বৈষম্য	০১	০	০১	০
৪৪	আর্থিক লেনদেন	২০	১৩	০৬	০১
৪৫	বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ	০৫	০২	০৩	০
৪৬	অন্যান্য	১১৫	৭০	৪১	০৪
	মোট=	৫৭২	৩৬৭	১৮২	২৩

৩.৪ মোট গৃহীত সুয়োমটো অভিযোগের পরিসংখ্যান- (জানুয়ারি-ডিসেম্বর), ২০২৩

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরন	মোট অভিযোগ	অভিযোগের উৎস			নিষ্পত্তি	চলমান
			পত্রিকা	টেলিভিশন	অন্যান্য		
০১	হত্যা	০২	০২	০	০	০১	০১
০২	ধর্ষণ	০২	০১	০	০	০২	০
০৩	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	০	০	০	০	০	০
০৪	যৌন হয়রানি	০৪	০৪	০	০	০১	০৩
০৫	পারিবারিক সহিংসতা	০	০	০	০	০	০
০৬	নারীর প্রতি সহিংসতা	০২	০২	০	০	০২	০
০৭	পারিবারিক বিষয়: (দাম্পত্যকলহ, তালাক, ভরণপোষণ, ইত্যাদি)	০	০	০	০	০	০
০৮	শিশু হত্যা	০	০	০	০	০	০
০৯	শিশু ধর্ষণ	০১	০১	০	০	০	০১
১০	শিশু নির্যাতন	০৩	০৩	০	০	০২	০১
১১	শিশু শ্রম	০	০	০	০	০	০
১২	বাল্য বিবাহ	০	০	০	০	০	০
১৩	গৃহকর্মী নির্যাতন	০	০	০	০	০	০
১৪	শারীরিক নির্যাতন/স্কুল-কলেজে শাস্তি	০৪	০৪	০	০	০১	০৩
১৫	নিখোঁজ/গুম	০৩	০৩	০	০	০৩	০
১৬	হেফাজতে মৃত্যু	০৬	০৬	০	০	০২	০৪
১৭	হেফাজতে নির্যাতন	০৩	০১	০১	০১	০২	০১
১৮	বিচার বহির্ভূত হত্যা	০১	০১	০	০	০	০১
১৯	পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ	১৩	১৩	০	০	০১	১২
২০	মিথ্যা মামলার অভিযোগ	০	০	০	০	০	০
২১	অপহরণ	০	০	০	০	০	০
২২	সাংবাদিক নির্যাতন	০৪	০৪	০	০	০১	০৩
২৩	সংখ্যালঘু নির্যাতন	০৪	০৪	০	০	০৩	০১
২৪	নৃ-তাত্ত্বিক/দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার	০৩	০২	০	০১	০১	০২
২৫	স্বাধীনভাবে চলাচলে বাধা/ মত প্রকাশে বাধা	০	০	০	০	০	০
২৬	বিনা বিচারে আটক/সাজার মেয়াদ শেষ হলেও মুক্তি না পাওয়া	০	০	০	০	০	০
২৭	নিরাপত্তা ও হুমকি	০১	০১	০	০		০১

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরন	মোট অভিযোগ	অভিযোগের উৎস			নিষ্পত্তি	চলমান
			পত্রিকা	টেলিভিশন	অন্যান্য		
২৮	চাকরি/বেতন-ভাতা/ইউনিয়ন/কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ	০৩	০৩	০	০	০৩	০
২৯	শ্রমিক নির্যাতন	০১	০১	০	০	০১	০
৩০	জমিজমা/সম্পত্তি দখল	০	০	০	০	০	০
৩১	হাসপাতাল/চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত	২৩	২১	০২	০	০৩	২০
৩২	বিভিন্ন ভাতা সম্পর্কিত	০১	০১	০	০	০১	০
৩৩	আত্মহত্যা	০৩	০৩	০	০	০২	০১
৩৪	প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার	০	০	০	০	০	০
৩৫	প্রবাসী শ্রমিক	০৩	০৩	০	০	০২	০১
৩৬	মানব পাচার	০	০	০	০	০	০
৩৭	আইনগত সহায়তা	০	০	০	০	০	০
৩৮	ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সংঘাত	০	০	০	০	০	০
৩৯	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার	০১	০১	০	০	০১	০
৪০	সম্পত্তির উত্তরাধিকার	০	০	০	০	০	০
৪১	পরিবেশ সংক্রান্ত	০৪	০৪	০	০	০৩	০১
৪২	দুর্নীতি সংক্রান্ত	০১	০১	০	০	০	০১
৪৩	বৈষম্য	০	০	০	০	০	০
৪৪	আর্থিক লেনদেন	০	০	০	০	০	০
৪৫	বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ	০১	০	০	০১	০১	০
৪৬	অন্যান্য	২৫	২১	০৩	০১	১১	১৪
	মোট=	১২২	১১২	০৬	০৪	৫০	৭২

৩.৫ উল্লেখযোগ্য সাফল্য

অপারেশনের পর চিকিৎসকের ভুলে ২০ বছর ধরে পেটে কাঁচি নিয়ে এক নারীর দুঃসহ যন্ত্রণা: ভুক্তভোগী নারীর চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং এক লক্ষ টাকা মানবিক সহায়তা আদায়

সুয়োমটো খু. ০১/২২

গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'অপারেশনের পর ডাক্তারের ভুলে ২০ বছর ধরে পেটে কাঁচি নিয়ে এক নারীর দুঃসহ যন্ত্রণা' শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তাৎক্ষণিক সুয়োমটো অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, মেহেরপুরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। পিত্তথলির পাথর অপারেশন করাতে ২০ বছর আগে ২০০২ সালে মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিকে ভর্তি হন চুয়াডাঙ্গার ঐ নারী। অপারেশনের খরচ বহনে একমাত্র সম্বল ১০ কাঠা জমি বিক্রয় করেছিলেন তার স্বামী। এ ঘটনার ২০ বছর পর এক্স-রে করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে গত ১০/০১/২০২২ তারিখ সকাল ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পেট থেকে ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ কাঁচিটি বের করা হয়। ২০০২ সালে পিত্তথলিতে পাথর ও শারীরিকভাবে অসুস্থতার কারণে রাজা ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে গিয়ে চরম অবহেলার শিকার হন। যার ফলে তাকে দীর্ঘ ২০ বছর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পাশাপাশি আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর ১৯(২) ধারার বিধান অনুযায়ী ভিকটিমকে এক লক্ষ টাকা সাময়িক সাহায্য প্রদানের জন্য পরিচালক, রাজা ক্লিনিক, গাংনী থানা, মেহেরপুর-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনানুযায়ী সাময়িক সাহায্যের এক লক্ষ টাকা ভুক্তভোগীর ব্যাংক একাউন্টে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

বিএসএফের গুলিতে চোখ হারানো রাসেল মিয়া পেল এক লক্ষ টাকা

সুয়োমটো রা-২৭/১৮

"Schoolboy, shot by BSF, Likely to lose eyesight" শীর্ষক শিরোনামে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অভিযোগটি জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামকে দিয়ে তদন্ত করানো হয়। তদন্তে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা প্রতীয়মান হয়। গত ৩০ এপ্রিল ২০১৮ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গরুর ঘাস কাটতে গিয়ে ভারতীয় বিএসএফের রাবার বুলেটে নবম শ্রেণির ছাত্র মো: রাসেল মিয়া আহত হন। এতে তার ডান চোখে দু'টি, বাম চোখে একটি এবং কান, মাথা ও সমস্ত মুখমণ্ডলে ৪৮টি পিলেট স্প্রিন্টার আঘাত হানে। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর ভুক্তভোগীর বাম চোখে কিছুটা আলো ফিরলেও ডান চোখের আলো ফেরানো সম্ভব হয়নি। ভুক্তভোগী রাসেল মিয়ার বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করে তার জন্য যথোপযুক্ত চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ফুল বেঞ্চের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুপারিশ করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে যে, বিএসএফের গুলিতে রাসেল মিয়ার চোখ নষ্ট হওয়ার বিষয়টি জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়। এছাড়াও, চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়টি স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীন হওয়ায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অনুরোধ করা হয় প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য।

কমিশন মনে করে জনগণকে নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের পক্ষে জননিরাপত্তা বিভাগের তা এড়িয়ে যাবার অবকাশ নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১ জুলাই, ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ফুল বেঞ্চ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯-এর ১৯ (২) ধারা মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্ত রাসেল মিয়াকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা সাময়িক সাহায্য মঞ্জুর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে সুপারিশ করা হয়। ১০/০৮/২০২৩ তারিখে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিএসএফের গুলিতে চোখ হারানো রাসেল মিয়াকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

১০ বছর ধরে গ্রাম ছাড়া ৩০০ পরিবার কমিশনের হস্তক্ষেপে বাড়ি ফেরেন

সুয়োমটো রা.১১/২০২২

গণমাধ্যমে "শাহজাদপুরে হামলার ভয়ে ১০ বছর ধরে গ্রামছাড়া ৩০০ পরিবার" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার কায়েমপুর ইউনিয়নের প্রত্যন্ত সড়াতৈল গ্রামের এক "ভিটাবাড়ি পুরো ফাঁকা। হামলা-ভাঙচুরের চিহ্ন এখনো স্পষ্ট। প্রায় ১০ বছর ধরে বাড়িগুলোতে কেউ থাকেন না। বিধ্বস্ত বাড়িগুলো যেন পরিণত হয়েছে 'ভুতুড়ে বাড়িতে'। ঘটনার সূত্রপাত ২০১২ সালে। জমি নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে গ্রামের মোল্লা ও ডোকলা (প্রামাণিক) গোষ্ঠীর মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের পাঁচজন প্রাণ হারান, আহত হন শতাধিক মানুষ। এসব ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলাও হয়েছে। এর পর থেকেই হামলার ভয়ে গ্রামছাড়া হয়েছে মোল্লা গোষ্ঠীর প্রায় ৩০০ পরিবার। ১০ বছর ধরে গ্রামের বাড়িঘর ও দোকানপাট ফেলে রেখে বিভিন্ন স্থানে ভাসমান জীবনযাপন করছেন মোল্লা পক্ষের লোকজন। এ ঘটনায় প্রতিপক্ষের করা মামলায় আদালত থেকে অনেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। তবে প্রতিপক্ষের হামলার ভয়ে অনেকেই পালিয়ে জীবনযাপন করছেন। এ বিষয়ে সরেজমিনে অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। জেলা প্রশাসকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, মোল্লা ও ডোকলা (প্রামাণিক) গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শাহজাদপুর থানা চত্বরে এক উন্মুক্ত বৈঠকে মিলিত হয়ে শাহাজাদপুর থানার সার্কেল এসপি, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটি আপস মীমাংসা করা হয়েছে। তারপর থেকেই মোল্লা ও ডোকলা (প্রামাণিক) গোষ্ঠীর অনেকেই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছেন এবং উভয় পক্ষই শান্তিপূর্ণভাবে গ্রামে বসবাস করছেন। বর্তমানে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে এবং এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো।

হরিজন শিশুকে রেস্তোরাঁয় খেতে বাধা: কমিশনের হস্তক্ষেপে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু পেল ৫ হাজার টাকা

অভিযোগ নং-রা.০৪/২৩

অভিযোগকারী জানান যে, গত ০৫/০৬/২০২৩ তারিখে হরিজন সম্প্রদায়ের প্রথম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী প্রেম বাবু বাসফোর, বয়স-০৬ বছর, বিদ্যালয় ছুটি শেষে আনুমানিক সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় বন্ধু-বান্ধবের সাথে নাস্তা করার জন্য রংপুরের গংগাচড়া বাজারস্থ পোস্ট অফিস সংলগ্ন জনৈক আব্দুল কাইয়ুমের রেস্তোরাঁয় যায়। সেখানে চেয়ার টেবিলে বসে নাস্তা খাওয়া আরম্ভ করলে হোটেল মালিক তাকে হোটেলে বসে খাবার খেতে বাধা প্রদান করে বলে যে সে হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলে। খেতে চাইলে বাহিরে খেতে হবে। পুনরায় হোটেলে খেতে আসলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে মর্মে হোটেল মালিক হুমকি প্রদর্শন করে। কমিশন মনে করে, এতে হরিজন সম্প্রদায়ের একটি কোমলমতি শিক্ষার্থী বৈষম্য ও হুমকির শিকার হয়েছে যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে বিবেচিত। এ অবস্থায়, উক্ত হোটেলের মালিক জনাব আব্দুল কাইয়ূমকে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে 'কেন তার হোটেলের কার্যক্রম বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না' তার কারণ দর্শাতে সমন ইস্যু করা হয়। সমনটি যথাযথ পদ্ধতিতে জারি করে কমিশনে ফেরত পাঠানের জন্য অফিসার ইনচার্জ, গংগাচড়া থানা, রংপুর-কে নির্দেশ দেওয়া হয়।

শুনানিতে মালিকপক্ষ হাজির হয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কমিশনের বেঞ্চ ০২ হতে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে, যেহেতু প্রেম বাবু বাসফোর এর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তাই, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর বিধানবলে ভুক্তভোগী প্রেম বাবু বাসফোরের ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সাময়িক সাহায্য মঞ্জুর করতে প্রতিপক্ষ মোঃ কাওসার মিয়াকে বলা হয়। উক্ত সাময়িক সাহায্য মঞ্জুরির অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গংগাচড়া, রংপুর এর মাধ্যমে ভুক্তভোগী প্রেম বাবু বাসফোরকে প্রদান করে কমিশনে তার উপযুক্ত প্রমাণ দাখিলের জন্য মালিকপক্ষ মোঃ কাওসার মিয়াকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযুক্ত মোঃ কাওসার মিয়া সাময়িক সাহায্য মঞ্জুরি বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গংগাচড়া, রংপুর এর মাধ্যমে ভুক্তভোগী প্রেম বাবু বাসফোরকে প্রদান করেন।

কমিশনের হস্তক্ষেপে বয়োবৃদ্ধ বাবা-মা পেলেন ভরণ-পোষণ

অভিযোগ নং-রা.৬৫/২২

অভিযোগের বিবরণ অনুযায়ী, অভিযোগকারীর বাবা-মা বয়োবৃদ্ধ ও তার একটি ভাই পাগল হওয়ায় তিনি কোম্পানিতে চাকরি করে তাদের দেখাশোনা করেন। অভিযোগকারীর আরো ৪ (চার) ভাই-বোন থাকলেও তারা বাবা-মার দেখাশোনা করেন না। তার বড় ভাই বর্তমানে স্থানীয় ইউনিয়ন মেম্বার। তিনি প্রায় সময় তার বাবা-মাকে মারধর করেন। অভিযোগকারী বাধা দিতে গেলে তার বড় ভাই তাকেও মারধর করেন। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে কয়েকবার অভিযোগ দিয়েও কোনো সুরাহা পাননি। অভিযোগকারী আইনের আশ্রয় নিতে চাইলে তার ভাই তাকে ও তার বাবা-মাকে হত্যার হুমকি দেয়। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী, তার বাবা-মা ও ভাইয়ের নিরাপত্তায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশন বরাবর আবেদন করেন। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঈশ্বরদী, পাবনাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষকে নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা অন্তে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) অভিযোগকারীর বড় ভাই প্রতি মাসে তার বাবা-মাকে নগদ ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা করে প্রদান করবেন।
(২) অভিযোগকারীর অপর এক ভাই প্রতি মাসে তার বাবা-মাকে ০১ (এক) মণ করে চাল সরবরাহ করবেন।
(৩) অভিযোগকারীর অপর এক ভাই তার বাবা-মায়ের অবশিষ্ট ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অভিযোগকারীর অভিযোগসমূহের বিষয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সার্বক্ষণিক নজর রাখবেন।

সুইপার কলোনিতে আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পেল মানবিক সহায়তা

সুয়োমটো রা. ১০/২৩

গত ০২ জুন ২০২৩ তারিখে গণমাধ্যমে "রংপুরের সুইপার কলোনিতে থামছে না আহাজারি" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। উক্ত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, রংপুর সিটি বাজারে মাছের ব্যবসা করেন রবিউল ইসলাম। প্রতিদিনের মতো বেচাকেনা শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন তিনি। ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে হাঁপিয়ে ওঠা রবিউল পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাড়ির পাশে সড়কে হাঁটতে বের হন। হঠাৎ খেয়াল করেন তার পাশের বাড়িতে আগুনের লেলিহান শিখা থেকে ধোঁয়া উড়ছে। তিনি যোগ দেন আগুন নেভানোর কাজে। কিন্তু ততক্ষণে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এতে তার (রবিউল ইসলাম) বাড়িতেও আগুন লেগে যায়। আগুন নেভানোর আগেই তার তিনটি বসবাসের ঘর ও একটি রান্নাঘর পুড়ে যায়। রংপুর নগরীর নিউ জুম্মাপাড়া সুইপার কলোনিতে (১ জুন) রাত সাড়ে ৯টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে রবিউলসহ আরও ১০-১২টি পরিবারের সবকিছু আগুনে পুড়ে গেছে। বাদ যায়নি বিছানা, খাট এমনকি রান্না করা ভাতের পাতিলও।

উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো এবং মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া সমীচীন মর্মে কমিশন মনে করে। এমতাবস্থায়, তদন্তপূর্বক উক্ত অগ্নিকাণ্ডের কারণ নির্ধারণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে মানবিক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত কার্যক্রম কমিশনকে অবহিত করতে জেলা প্রশাসক, রংপুর-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়। গত ০১/০৬/২০২৩ তারিখে রংপুর মহানগর, জুম্মাপাড়ায় সুইপার কলোনিতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে জেলা প্রশাসক রংপুরসহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরসহ পরিদর্শন করেন। রান্নাঘরের আগুনের চুলা থেকে উক্ত অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি হয় মর্মে তদন্তে জানা যায়। জেলা প্রশাসন হতে তাৎক্ষণিকভাবে ১৯টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রতি ০২(দুই) বান্ডিল ঢেউটিন ও গৃহনির্মাণ মজুরি বাবদ = ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা করে প্রদান করা হয়। উক্ত টিন দিয়ে বর্তমানে তারা আবার নতুন ঘর নির্মাণ করে বসবাস করছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনে সহযোগিতা

অভিযোগ নং-রা.২৪/২৩

অভিযোগকারী নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোরে ৮ম শ্রেণির ছাত্রী। তার বাবা যে কোম্পানিতে চাকরি করেন সেটি বন্ধ হয়ে যায় এবং বর্তমানে তার বাবা-মা নওগাঁয় বসবাস করছে। তাই নাটোরে ছাত্রীনিবাসে অবস্থান করে সে লেখাপড়া করছে। তবে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে নাটোরে অবস্থান করে লেখাপড়া করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এ অবস্থায়, নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্রের মাধ্যমে নওগাঁ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করে। তবে নওগাঁ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করছে না। অভিযোগকারীকে পরিবার ছেড়ে নাটোরে একা অবস্থান করতে হওয়ায় নিরাপত্তা নিয়েও পরিবার খুবই চিন্তিত। এছাড়াও পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল না হওয়ায় তার পক্ষে নাটোরে অবস্থান করে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মানবিক দিকটি বিবেচনায় অভিযোগকারীকে নওগাঁ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক গৃহীত ব্যবস্থা কমিশনকে অবহিত করতে জেলা প্রশাসক, নওগাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা, ২০২২ (সংশোধিত) এর ২০ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নওগাঁ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁয় অভিযোগকারীর ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে গত ০৯/০৭/২০২৩ তারিখ জেলা প্রশাসক নওগাঁ কমিশনকে অবহিত করেন।

গণপরিবহনে হয়রানি বন্ধে কমিশনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ

সুয়োমটো ঢা.২২/২২

গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'ঢাকা শহরে গণপরিবহনে হয়রানি: কিশোরী এবং তরুণীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব' শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনে চলাচল করা কিশোরী-তরুণী ও নারীদের ৬৩ শতাংশ নানা ধরনের হয়রানির শিকার হন। এর মধ্যে প্রায় ৪৭ শতাংশই যৌন হয়রানির মূল ঘটনা। যৌন হয়রানির শিকার এই নারীদের প্রায় ৪৫% পরবর্তী সময়ে মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। নারীর চলাচল নিরাপদ করার লক্ষ্যে গণপরিবহনে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য পরিবহন মালিক সমিতিসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিতে গত ১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর কমিশন থেকে একটি আধা-সরকারিপত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, "কেউ যৌন হয়রানির শিকার হলে তাৎক্ষণিক '৯৯৯' বা '১০৯' জরুরি সেবা নাম্বারে ফোন করে অভিযোগ করুন" বার্তাটি প্রতিটি বিআরটিসি'র বাসে দৃশ্যমান স্থানে স্টিকার লাগানো রয়েছে। গণপরিবহনে আসনের বেশি যাত্রী না তোলার জন্য সংশ্লিষ্টদের'কে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ডিপোর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া গণপরিবহনে পরিচালিত বিআরটিসি'র বাসে যাত্রীসাধারণের ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য ওয়াই-ফাই সংযোগসহ গাড়ির অবস্থান ও গতিবিধি জানার জন্য VTS (Vehicle Tracking System) সংযোজিত রয়েছে। গণপরিবহন হিসেবে পরিচালিত বিআরটি-সি'র বাসে সিসি ক্যামেরা সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং বাসের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। নারীদের জন্য বিআরটিসি বাস দিয়ে "মহিলা বাস সার্ভিস" চালু রয়েছে, তাতে কর্মজীবী মহিলাসহ নারী যাত্রীগণের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত হয়েছে।

বিনা পয়সায় এক প্রবাসীর মৃতদেহ দেশে ফেরত

অভিযোগ নং ঢা- ৮৬/২৩

মানিকগঞ্জের একজন অভিযোগকারী জানান যে, তার চাচা বৈধভাবে এজেন্সির মাধ্যমে সৌদি আরবে যান। ১৫০০ রিয়ালের বিনিময়ে কাজ দেওয়ার কথা থাকলেও প্রথম চার মাসে তাকে কোনো কাজই দেওয়া হয়নি। পরে তিনি কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে যান এবং বাবুর্চির কাজ পান। সেখানে কর্মরত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পরে তার লাশ সরকারি খরচে দেশে আনার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে আবেদন করা হয়। তবে উক্ত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অজুহাতে তার আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এরপর অভিযোগকারী কমিশনকে জানান যে তার চাচার মৃতদেহ আনতে ৩ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। কমিশন উক্ত পরিস্থিতি উপলব্ধি করে আইনানুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে জানায়। এ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে জানায় যে, সৌদি আরবে মৃত প্রবাসীর মৃতদেহ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের খরচে দেশে ফেরত আনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মরহুমের স্ত্রীর সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করে জানা গেছে যে, গত ২১/০৬/২০২৩ তারিখ সরকারি খরচে মৃতদেহ দেশে আনা হয়েছে।

জমি ফেরত পেলেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

অভিযোগ নং-ঢা.১৮৭/২২

একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ হতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করে বলেন যে, গ্রামে তার পৈত্রিক সম্পত্তিতে ঘর তৈরি করতে চাইলে তার চাচা সম্পত্তি দিচ্ছেন না। তার অসহায়ত্বের সুযোগে প্রতিপক্ষ জমি দখল করে নিয়েছে। অভিযোগকারী জমির দখল ফেরত চাইলে প্রতিপক্ষ বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দিচ্ছে। এমতাবস্থায়, প্রতিপক্ষ চাচার নিকট থেকে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করে তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিজ কার্যালয়ে উভয় পক্ষের সাথে কথা বলেন। এতে প্রতিপক্ষ তার অঙ্গীকারনামায় বলেন যে, তার বাবার মোট স্থাবর সম্পত্তি ৬.৫০ শতাংশ যার ওয়ারিশ মাসহ মোট নয় জন। অভিযোগকারী উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রাপ্য অংশে ঘর উঠালে তার কোনো আপত্তি থাকবে না। নালিশী জমি সহকারী কমিশনার (ভূমি) তার সার্ভেয়ার দিয়ে পরিমাপ করে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। উক্ত জমিতে তিনি ঘর নির্মাণ করবেন।

কৃষি জমিতে হোটেল বর্জ্য ছড়ানো বন্ধকরণ

সুয়োমটো ঢা.৪০/২৩

গত ১৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখে গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'কৃষি জমিতে হোটেল বর্জ্য, উর্বরতা নষ্টের আশঙ্কা কৃষকের' শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে হোটেল-রেস্তোরাঁর বর্জ্য ফসলি জমিতে ফেলার অভিযোগ ওঠে। এতে জমির উর্বরতা নষ্ট ও বর্জ্যের পঁচা গন্ধে দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকাবাসী ও পথচারীরা। স্থানীয়রা বিষয়টি একাধিকবার হোটেল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলেও তারা ময়লা ফেলা বন্ধ করেনি। এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়। অভিযুক্ত হোটেল মালিককে পঁচনশীল বর্জ্য বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে এবং অপঁচনশীল বর্জ্য রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করে অপসারণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে যথাসময়ে নির্দেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হওয়ায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক, মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্টকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পরিচালক, মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট কর্তৃক শুনানি শেষে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ১ (এক) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শিকলমুক্তকরণ ও আর্থিক সহায়তা আদায়ের ব্যবস্থা

অভিযোগ নং ঢা- ১৯২/২৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক কমিশনে অভিযোগ করেন যে, টাঙ্গাইল জেলার একজন মানসিক প্রতিবন্ধী যে একসময় মেধাবী ছাত্র ছিল সে গত ১৫ বছর ধরে শিকলবন্দী জীবনযাপন করছে। কমিশন উক্ত ব্যক্তিকে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক তার প্রকৃত অবস্থা অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করে। পরে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল ভুক্তভোগীর বাড়িতে গিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিশেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ভুক্তভোগীকে শিকলমুক্ত করা হয় এবং তাকে শিকলমুক্ত রেখে স্বাভাবিকভাবে চলাচলে সহযোগিতা করার জন্য তার পিতাকে অনুরোধ করা হয়। ভুক্তভোগীর পিতা বয়স্ক ভাতা পান এবং তাকে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। পরিদর্শনের দিন উপজেলা সমাজসেবা অফিসের মাধ্যমে রোগী কল্যাণ সমিতি হতে ভুক্তভোগীর জন্য কিছু নগদ অর্থ এবং খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

কমিশনের উদ্যোগে বিদেশ থেকে ফিরলেন এক যুবক

অভিযোগ নং-ঢা.২০৭/২১

অভিযোগের বিবরণ এই যে, অভিযোগকারীর খালাতো ভাই ২০১৬ সালে কিছু টাকাসহ কেনাকাটা করার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এসবি অফিসের এক কর্মকর্তা এসে জানায় সে ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের জাজপুর জেলে আছে। ২০১৬ সালে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে আটক হওয়ার পর তার ২(দুই) বছরের সাজা হয়। দুই বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও সে আজও মুক্তি পায়নি। এ অবস্থায় তাকে ভারতের জেল থেকে মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশন বরাবর আবেদন করা হয়। পরবর্তীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন হতে জানা গেছে যে, ভুক্তভোগীর প্রত্যাবাসন গত ১০ মে, ২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

অভিযোগ নং ৩০৪/১৬

লক্ষ্মীপুরের একটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলার সময় জনৈক শিক্ষক এক শিক্ষার্থীকে অন্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে তার কান ধরে বেঞ্চ থেকে উঠিয়ে আনেন এবং পরীক্ষার হলে সব শিক্ষার্থীর সামনে তার বুকে লাথি মারেন ও স্কেল দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন। উক্ত শিক্ষক শিশুটিকে আহত অবস্থায় স্কুল কক্ষে বসিয়ে রাখেন। পরে অভিভাবকরা খবর পেয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। কমিশন উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরকারি শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) অনুযায়ী তাকে "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি

অভিযোগ নং- চ.৪৫/২২

রাঙামাটিতে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সুদে টাকা ধার দেওয়া এবং চক্রবৃদ্ধি হারে প্রাপ্ত সুদ পরিশোধ করতে না পারলে মামলা দিয়ে হয়রানির বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া যায়। টাকা ধার দেওয়ার সময় প্রতিপক্ষ তাদের কাছ থেকে খালি স্ট্যাম্প এবং চেক বইয়ে স্বাক্ষর নিয়ে রাখে। প্রতিপক্ষ এভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে হয়রানি করছে। এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাকে বলা হয়। উক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শিক্ষককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বিভাগীয় মামলার রায়ে উক্ত শিক্ষকের ০১টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন ০২ বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

বেআইনিভাবে তল্লাশির কারণে পুলিশের শাস্তি

অভিযোগ নং- ৫৪/১৮

হবিগঞ্জ জেলার লাখাই থানার ওসি অভিযোগকারীর বাড়িতে বেআইনিভাবে তল্লাশি করে এবং বাড়িতে অবস্থানরত মহিলাদের সাথে অশোভন আচরণ করেছে মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়। কমিশন থেকে এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়। জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক এ বিষয়ে প্রেরিত প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয় যে, হবিগঞ্জ জেলার লাখাই থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ধারা ৪(ক) (২) (খ) উপবিধি অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে তার ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বর্ধিত বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

ভারতের কারাগার থেকে ১৮ জন জেলে উদ্ধার

সুয়োমটো ব. ০৪/২৩

গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'ভারতের কারাগারে চরফ্যাশনে সিত্রাংয়ে নিখোঁজ ২০ জেলে; দ্রুত ফিরিয়ে আনার দাবি' শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি কারাগারে ভোলার চরফ্যাশনে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ে ট্রলার ডুবিতে নিখোঁজ ২০ জেলের সন্ধান মিলেছে। নিখোঁজ জেলেদের নাম উল্লেখ রয়েছে। ঝড়ের কবলে পড়ে নিখোঁজ এবং পরবর্তীতে ভারতের কারাগারে আটকে থাকা এসব জেলের মানবাধিকার রক্ষার্থে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে। উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের কারণে ট্রলার ডুবে ভারতের উড়িষ্যায় উদ্ধার হওয়া ১৮ জন জেলের মধ্যে ১৫ জনের প্রত্যাবাসন গত ২৮/০৪/২০২৩ তারিখে এবং বাকি ০৩ জনের প্রত্যাবাসন গত ১৩/০৭/২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে মর্মে কমিশনকে অবহিত করে।

নিষিদ্ধ ঔষধ উৎপাদন করায় লাইসেন্স বাতিল

অভিযোগ নং- খু. ৩৭/২২

এপিএস ল্যাবরেটরীজ (আয়ু.) নামীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবৈধ কেমিকেল ব্যবহার করে নিষিদ্ধ ঔষধ উৎপাদন করাসহ বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য বাজারজাত করার অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-কে নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিদর্শক দলের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮২ এর ১৫(১) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮২ এর ১৫(২) ধারা মোতাবেক কেন এপিএস ল্যাবরেটরীজ (আয়ু.)-এর ঔষধ উৎপাদন লাইসেন্স সাময়িক বাতিল করা হবে না মর্মে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানো হয়। পরিশেষে নিষিদ্ধ ঔষধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের অভিযোগে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ.পি.এস ল্যাবরেটরীজ (আয়ুর্বেদিক) এর ঔষধ উৎপাদন লাইসেন্সের অনুকূলে সকল ধরনের ঔষধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ স্থগিত করা হয়েছে।

গণনলকূপের অতিরিক্ত চার্জ হ্রাস

অভিযোগ নং- খু. ৮১/২২

যশোরে বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত একটি গণনলকূপের সুবিধাভোগী কৃষকদের নিকট থেকে একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি ২-৩ বছর যাবৎ জোরপূর্বক উক্ত গণনলকূপটির পানি সেচে অতিরিক্ত টাকা নির্ধারণপূর্বক আদায় করে। উক্ত অভিযোগের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সেচ), জেলা বিএডিসি (সেচ) অফিস, যশোর-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বাদী ও বিবাদী পক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে ৩০/০৬/২০২৩ তারিখের মধ্যে স্কিমের হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লিখিত বিষয়ে অভিযোগকারীদের মধ্যে বর্তমানে কোনো অসন্তোষ নাই বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও, পরবর্তীতে উক্ত স্কিমের কমিটির ১২ জন সদস্য মিলে নতুন ম্যানেজার নির্ধারণসহ সেচ চার্জ নির্ধারণ করা হবে। বিএডিসি'র পক্ষ হতে সেচ চার্জ কমানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হয়।

হেফাজতে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশের অবহেলার শাস্তি

অভিযোগ নং- সুয়োমটো খু. ১৬/২১

দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাতক্ষীরায় পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, পরিবারের দাবি পিটিয়ে হত্যা' শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সাতক্ষীরা গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় মাদক মামলায় গ্রেফতার হওয়া একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তার পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় উক্ত ব্যক্তিকে গোয়েন্দা পুলিশের লোকজন পিটিয়ে হত্যা করে। তবে পুলিশের দাবি গোয়েন্দা পুলিশের লকআপের মধ্যে সে আত্মহত্যা করে। তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়। তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, হেফাজতের দায়িত্বে থাকা দুজন পুলিশের উপর অর্পিত স্ব-স্ব দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে পালনে অবহেলা ও গাফিলতির কারণে এরূপ আত্মহত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিভাগীয় মামলায় উভয়ের ১টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন ২ বছরের জন্য স্থগিত করে গত ০৭/০৪/২০২২ তারিখে পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা কর্তৃক চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সীমাহীন হয়রানি: কমিশনের পদক্ষেপে পরিত্রাণ

অভিযোগ নং- রা.২৯/২৩

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মাহফুজার রহমান ২৪/০৫/২০২৩ তারিখে অভিযোগ করে বলেন যে, তিনি তার সন্তানের ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য প্রতিপক্ষ দাদন ব্যবসায়ী মুকুল গংদের নিকট থেকে তার মুক্তিযোদ্ধার সনদ, ভাতা, বই ও স্বাক্ষরিত চেকের পাতা জামানত রেখে দুই লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি ব্যাংক থেকে তিন লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে দাদনের টাকা পরিশোধ করলেও প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর ভাতা, বই, সনদ ও চেকের পাতা ফেরত দেয়নি। প্রতিপক্ষগণ সোনালী ব্যাংক, সোনাতলা শাখার কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে অভিযোগকারীর নামে পনেরো লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। অভিযোগকারী এ বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন করেও প্রতিকার না পেয়ে বগুড়ায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত নিয়ে সংশয়ে থাকায় ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য অভিযোগকারী কমিশনে আবেদন করেন।

কমিশন মনে করে, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতিবন্ধী সন্তানের চিকিৎসার জন্য মুক্তিযোদ্ধার সনদ, ভাতাবই ও স্বাক্ষরিত চেকের পাতা জামানত রেখে অর্থ প্রদান, ঋণ পরিশোধ হওয়ার পরও তার ভাতা বই, সনদ ও চেক ফেরত না দেওয়া, স্বাক্ষর জাল করে তার এ্যাকাউন্ট থেকে দাদন ব্যবসায়ী কর্তৃক ঋণ গ্রহণ ও মোবাইল নম্বর পরিবর্তন ইত্যাদি অভিযোগ অত্যন্ত অনভিপ্রেত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপের ফলে প্রতিপক্ষের সাথে গত ১৩/১১/২০২৩ তারিখে সালিশে আপস মীমাংসা হয়। প্রতিপক্ষ মোঃ মুকুল গং তার সকল পাওনাদি পরিশোধ করেছে এবং তার সকল কাগজপত্র তাকে ফেরত দিয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপে তার সকল পাওনা আদায় হওয়ায় এবং সকল কাগজপত্র ফেরত পাওয়ায় তিনি কমিশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সৌদি আরবে গৃহকর্তা কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীকে উদ্ধার করে দেশে প্রেরণ

অভিযোগ নং- খু.৮৭/২৩

পিংকি আক্তার নামে একজন বাংলাদেশি গৃহকর্মী সৌদি আরবে গৃহকর্তা কর্তৃক অমানুষিক শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হন। তিনি দেশে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তার নিয়োগকর্তা তার মোবাইল ফোনটিও কেড়ে নেয়। মেয়ের এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তার মা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিকট তার কন্যাকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য আবেদন করেন। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, কমিশনের বেঞ্চ-২ ভুক্তভোগীকে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগকর্তার নিকট হতে উদ্ধার করে দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কনসাল জেনারেলকে (বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা, সৌদি আরব) গত ১৩/১২/২০২৩ তারিখ নির্দেশনা প্রদান করে। কমিশনের দৃঢ় হস্তক্ষেপ এবং জেদ্দার কনসাল জেনারেলের দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে গত ১৬/১২/২০২৩ তারিখে পিংকি দেশে ফিরেছেন।

গত ১৭/১২/২০২৩ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের খুলনা জেলা কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তিনি কমিশনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন যে, "গত মে মাসে সৌদি আরব পৌঁছানোর পর প্রথম দশদিন গৃহকর্ত্রী আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে। তারপর হতেই অমানবিক নির্যাতন শুরু করে। এজেন্সির কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা আমাকে গালাগালি ও বাজে ব্যবহার করে এবং গৃহকর্ত্রীর নির্যাতন সহ্য করে কাজ করার পরামর্শ দেয়। দেশে ফিরে আসতে পারবো কি না সে আশা একেবারেই যখন ছেড়ে দিয়েছি ঠিক তখন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের খুলনা কার্যালয়ে আমার বাবা-মা হাজির হয় এবং কমিশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমি জীবন নিয়ে দেশে ফিরে আসতে পেরে কমিশনের নিকট কৃতজ্ঞ। আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আপনাদের সহযোগিতার কথা ভুলতে পারব না। আর খুলনা ফিরে আসার পর আমার মা সারাদিন একটা কথাই বলছে যে, শুধুমাত্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জন্যই আমার বুকের মানিক আজ আমার বুকে ফিরে এসেছে তাই কমিশনের জন্য সবসময়ই দোয়া থাকবে।"

পুলিশের হেফাজতে এক ব্যক্তির মৃত্যুতে কমিশনের পদক্ষেপ

অভিযোগ নং-৩৪৯/১২

বেসরকারি সংস্থা অধিকার-এর পরিচালক লিখিতভাবে জানান যে, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঢাকা মহানগরীর উত্তর কাফরুলের এক বাসিন্দাকে কাফরুল থানার পুলিশ সদস্যরা গ্রেফতার করে। এরপর থানা থেকে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ আদালত রিমান্ড নামঞ্জুর করে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করেন। জেল হাজতে থাকা অবস্থায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারা কর্তৃপক্ষ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করলে সে মারা যায়। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, আসামী কারাগারে আগমনের পূর্বেই আঘাতজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন। আবার বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সুরতহাল প্রতিবেদনে বাম হাতের কব্জিতে ও কব্জির উপরে পুরাতন জখম, পেটের বাম পাশে কালচে পুরাতন দাগ, কোমরের নিচ হতে পায়ের পাতা পর্যন্ত ফোলা ও কালচে রংয়ের অসংখ্য দাগ ছিল মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুটি প্রতিবেদনের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী হওয়ায় এ বিষয়ে অধিকতর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে। এমতাবস্থায়, এ বিষয়ে সরকারের অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে অধিকতর তদন্তপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে বলা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন প্রতিবেদন অনুযায়ী উক্ত ঘটনায় ডিএমপি, ঢাকার কাফরুল থানার এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ নুরুজ্জামান এবং এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ রেজাউল করিম পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে ডিএমপি (অধঃস্তন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০০৬ এর বিধি ৩(চ) ধারার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের আলোকে উক্ত দুই জন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ডিএমপি'র পিএসএন্ডআই বিভাগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি শেষে ফলাফল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে অবহিত করার জন্য পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়েছে।

বায়ু দূষণ রোধে কমিশনের পদক্ষেপ

সুয়োমটো ঢা.৩২/২২

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ সময় টিভিতে "দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা" শিরোনামে প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে সুয়োমটো অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। ঢাকা শহরে প্রবাহমান দূষিত বাতাসের ফলে মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানুষ প্রতিনিয়ত ফুসফুস জনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনী শক্তি হারাচ্ছে যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে বিবেচিত। ঢাকা শহরের বায়ু দূষণকে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশ দূষণ বিশেষ করে বায়ু দূষণের প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে কমিশন মনে করে। সেই সাথে যারা দূষণ রোধের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে তাদেরকেও জবাবদিহিতার মধ্যে আনা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে। এ অবস্থায়, ঢাকা শহরে বায়ু দূষণের জন্য যে বিষয়গুলো প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে সে বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে তদন্তপূর্বক বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর-কে বলা হয়। একই সাথে লক্ষ্য করা যায়, যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণ কাজ ও নির্মাণ সাইটের ধুলো বায়ূ দূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। এ অবস্থায়, ঢাকা শহরে যানবাহনের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ-কে বলা হয় এবং নির্মাণ সামগ্রী যাতে যত্রতত্র পড়ে থেকে পরিবেশের জন্য আরও হুমকি হয়ে না দাঁড়ায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-কে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযোগের বিষয়ে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনসমূহে অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে কমিশন সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো যেন দেশের পরিবেশ রক্ষায় তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

কমিশনের প্রচেষ্টায় গর্ভবতী নারীদের নিয়োগে মানবাধিকার-বিরোধী শর্ত বাতিল

সুয়োমটো ঢা.৫২/২৩

০৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ গণমাধ্যমে 'শর্তের জালে আটকে আছে ৭৬২১ নারীর মাতৃত্ব' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকার পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সাড়ে ৩ বছরের বেশি সময় ধরে আটকে আছে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হলেও চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হচ্ছে না। জানা যায়, এ পদে ১০৮০টি পদের জন্য ৭৬২১ জন নারী প্রার্থী চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। এই চাকরিতে নিয়োগ পাওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, 'চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীকে জেলা সিভিল সার্জন কর্তৃক শারীরিক সুস্থতা ও অন্তঃসত্ত্বা নয় মর্মে সনদ জমা দিতে হবে। অন্তঃসত্ত্বা হলে প্রার্থীর নিয়োগ বাতিল হবে।'

পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকার পদে আরোপকৃত শর্ত সংবিধান ও মানবাধিকারের মূলনীতির পরিপন্থী। যেখানে উক্ত পদের মূল দায়িত্বই হচ্ছে মা ও নবজাতকের বিভিন্ন সেবা প্রদান, সেখানে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তারাই মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবার বিষয়টি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দীর্ঘ বছর অপেক্ষার পর চূড়ান্ত ফলসহ নথি মন্ত্রণালয়ে পড়ে থাকার বিষয়টিও সন্দেহের উদ্রেক করে। এ অবস্থায়, নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করার পেছনের প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করাসহ এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিয়োগের সাথে আরোপিত মানবাধিকার বিরোধী শর্ত তুলে নিয়ে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কমিশনকে অবহিত করার জন্য মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর-কে বলা নির্দেশ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক অফিস আদেশ দ্বারা পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিতর্কিত শর্তটি বাতিল করা হয়েছে এবং একই সাথে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের নীতিমালার বিতর্কিত অনুচ্ছেদ দুটি বাতিল করা হয়েছে।

কুমিল্লায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের মিছিলে হামলায় মামলা দায়ের ও গ্রেফতার

অভিযোগ নং-সুয়োমটো চ.২৫/২৩

গত ১৩/১০/২৩ তারিখে গণমাধ্যমে 'কুমিল্লায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের মিছিলে যুবলীগের হামলা, আহত ২' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কুমিল্লায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কর্মসূচিতে হামলা চালায় মহানগর যুবলীগ। রানীর বাজারে উভয়পক্ষের পাল্টাপাল্টি স্লোগানের একপর্যায়ে যুবলীগের মিছিল থেকে ঐক্য পরিষদের মিছিল লক্ষ্য করে ধাওয়া দেওয়া হয়। পরে উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। যুবলীগের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ শহীদের নেতৃত্বে শতাধিক নেতাকর্মী লাঠিসোঁটা নিয়ে ঐক্য পরিষদের মিছিলে ধাওয়া দেয় ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। হামলায় ঐক্য পরিষদের ২ জন আহত হন। সংবাদে প্রকাশিত ঘটনার বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, কুমিল্লাকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা ও পুলিশ সুপার, কুমিল্লা সকল আহত ব্যক্তির বাসায় গিয়ে তাদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। সেখানে উপস্থিত বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতাদের সাথে কথা বলেন এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ সার্বিক বিষয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করেন। উক্ত ঘটনায় ৪০০-৫০০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে কোতয়ালী মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলায় এ পর্যন্ত ০২ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়। এই দুই জনকে গত ১৬/১০/২৩ তারিখ গ্রেফতার করে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়। উক্ত ঘটনায় তাৎক্ষণিক আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, কুমিল্লা জেলা শাখা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

একজন মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার প্রাপ্য সম্পত্তি পেলেন

শামসুল আলমের (ছদ্মনাম) মা মিসেস ফাতেমা (ছদ্মনাম) একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। স্বামীর সাথে ডিভোর্স হওয়ার পর থেকে ফাতেমা দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করেন। ২০১৬ সালে তার পৈতৃক ভিটা ৩ ভাই ও ৪ বোনেরা ভাগ করে নেয়। তিনি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হওয়ায় তাকে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার বিষয়ে পারিবারিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তার বড় ভাই বাড়ি বিক্রির টাকা ফাতেমাকে না দিয়ে নিজেই বাড়ি বানানোর কাজে ব্যয় করেন। অভিযোগকারীর মায়ের বয়স বর্তমানে প্রায় ৬৫ বছর। এ অবস্থায়, মায়ের চিকিৎসা ও সম্পত্তি আদায়ের ব্যবস্থা করতে অভিযোগকারী কমিশনে আবেদন করেন। আপোষ বেঞ্চে উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে সিদ্ধান্ত হয় যে, অভিযোগকারীর মা ফাতেমা অভিযোগকারীর বড় খালার সাথে দীর্ঘ সময় যাবৎ বসবাস করছেন বিধায় পরবর্তীতে তিনিও সেখানে বাস করবেন। দুই মাসের মধ্যে অভিযোগকারীর জন্য পার্শ্ববর্তী ফ্ল্যাট ফাঁকা করার জন্য প্রতিপক্ষগণ বর্তমানে অবস্থানরত ভাড়াটিয়াকে নোটিশ প্রদান করবেন। উক্ত ফ্ল্যাট ফাঁকা হলে অভিযোগকারী তার স্ত্রী সন্তানসহ উক্ত ফ্ল্যাটে বসবাস করা শুরু করবেন এবং তার মায়ের দেখাশোনা করবেন। উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে উভয়পক্ষ সম্মত হওয়ায় পক্ষগণকে পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর সহযোগিতা বজায় রেখে আপোষ বেঞ্চের সিদ্ধান্ত প্রতিপালনের জন্য বলা হয় এবং পূর্ণ সন্তুষ্টিসহ অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব আপসের মাধ্যমে নিরসন

গত ০৫/০৯/২০২১ তারিখ মোঃ ফারুকের (ছদ্মনাম) সাথে মমতার (ছদ্মনাম) বিয়ে হয়। বিয়ের পর হতেই ফারুক যৌতুকের জন্য অভিযোগকারীকে নির্যাতন করে আসছে। এক পর্যায়ে সে অভিযোগকারীর নিকট হতে দুই কিস্তিতে মোট এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করে। এক সময় টাকার প্রলোভনে ফারুক অভিযোগকারীর গলা ও কানের অলংকারও বিক্রি করে দেয়। অভিযোগকারীর দাবি, যৌতুকের দাবিতে প্রতিপক্ষ ফারুক ও তার পরিবার অভিযোগকারীকে নির্যাতন করে আসছে। আপোষ বেঞ্চে উভয়পক্ষ এবং তাদের নিকটাত্মীয়দের বক্তব্য শ্রবণান্তে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগের বিষয়টি মূলত উভয়পক্ষের মধ্যকার অভিমান ও ভুল বোঝাবুঝি থেকে সৃষ্টি হয়। বেঞ্চ থেকে উভয়পক্ষকে কাউন্সেলিং করা হয়। কাউন্সেলিং এর পর প্রতিপক্ষ তার স্ত্রীকে সন্দেহ করবেন না এবং মারধর করবেন না মর্মে অঙ্গীকার করেন। অভিযোগকারীও তার স্বামীর সাথে ভালো আচরণ এবং সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার অঙ্গীকার করেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে সংসার করার বিষয়ে পক্ষগণ একমত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ সন্তুষ্টিসহ অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

কমিশনের প্রচেষ্টায় ভোটার হতে বাবা-মায়ের সহযোগিতা পেলেন এক মেয়ে

ফারিয়া (ছদ্মনাম) পালক কন্যা হিসেবে একটি পরিবারে বড় হতে থাকা অবস্থায় তার পালক পিতা-মাতার ঔরসে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। ফলে পালক পিতা-মাতাগণ তাকে অবহেলা শুরু করে। এতে তিনি কষ্ট পেয়ে গৃহ ত্যাগ করেন। বর্তমানে তার বয়স ২৩ বছর হলেও তিনি ভোটার হতে পারেননি। অভিযোগকারীর দাবি, তিনি পালক পিতা-মাতার কন্যা হিসেবে ভোটার হলে তাদের উত্তরাধিকারী হবেন মর্মে পালক পিতা-মাতা তাদের ভোটার আইডি কার্ড দিতে চাচ্ছেন না। অন্যদিকে ভোটার হতে না পারায় অভিযোগকারীর অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। আপোষ বেঞ্চে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য উভয় পক্ষকে নোটিশ করা হলে অভিযোগকারী ফারিয়া লিখিতভাবে বেঞ্চকে অবহিত করেন যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে প্রতিপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার পর প্রতিপক্ষরা (পালক পিতা-মাতা) তাকে স্বেচ্ছায় নিজেদের এনআইডি কার্ড দিয়েছেন এবং তার এনআইডি কার্ড পেতে তারা সব ধরনের সহায়তা করবেন। এ অবস্থায়, পূর্ণ সন্তুষ্টিসহ অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

কমিশনের হস্তক্ষেপে ডায়ালাইসিসের ফি বৃদ্ধি স্থগিত এবং ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে গ্রেপ্তারকৃত মোস্তাকিমের মুক্তি

সুয়োমটো চ.০৩/২৩

গত ১১/০১/২০২৩ তারিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'মারধরের শিকার রোগী ও স্বজনদের বিরুদ্ধে মামলা দিল পুলিশ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিডনি ডায়ালাইসিসের ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে মঙ্গলবার (১০ই জানুয়ারি, ২০২৩) দুপুরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফটকের সামনে সড়ক অবরোধ করেন রোগী ও স্বজনেরা। এক পর্যায়ে পুলিশ তাঁদের কয়েকজনকে মারধর করে সেখান থেকে উঠিয়ে দেয়। মানুষের চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উক্ত ডায়ালাইসিসের খরচ বৃদ্ধি না করে কিভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যায় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হলে ফি বৃদ্ধি স্থগিত হয়। পাশাপাশি, আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তারকৃত মোস্তাকিমের বিষয়টি মানবিক প্রতীয়মান হওয়ায় আলোচ্য মামলা পরিচালনার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে একজন আইনজীবী নিয়োগ করা হয়। কমিশনের নিয়োগকৃত আইনজীবী জনাব শুভাশিষ শর্মা কমিশনকে অবহিত করেন যে জনাব মোস্তাকিম বিজ্ঞ আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন।

বানভাসী মানুষের পাশে কমিশন

সুয়োমটো চ. ১৯/২৩

একটি ফেসবুক পেইজের একটি পোস্টে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। উক্ত পোস্টে একজন ব্যক্তি দুই দিন যাবৎ বাড়ির চারপাশে পানির কারণে তার তিনটি ছোট বাচ্চা নিয়ে বাড়ির ছাদে অসহায় অবস্থায় রয়েছেন মর্মে উল্লেখ করে। কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টি জনিত জলাবদ্ধতা ও জনদুর্ভোগের সময়ে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের মানবিক ও সহায়ক ভূমিকা জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছে। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো পানিবন্দি মানুষের সকলের নিকট ত্রাণ কর্মীরা এখনো পৌঁছাতে পারেননি। এমনি একটি অসহায় অবস্থা ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ভুক্তভোগী এবং তার সাথে থাকা শিশুদের দ্রুততার সাথে উদ্ধারসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম-কে বলা হয়। পরবর্তীতে ভুক্তভোগী ও তার সন্তানদের উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয় এবং নিজেদের বাড়ীতে নিরাপদে রেখে আসা হয়।

তেলেগুদের বাসস্থানের ব্যবস্থা

সুয়োমটো ঢা.১৩/২৩

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ বিভিন্ন গণমাধ্যমে "ধলপুরে তেলেগুদের উচ্ছেদের নির্দেশ" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। কোনো ধরনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াই রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর ধলপুরের তেলেগু কলোনির বাসিন্দাদের উচ্ছেদের নির্দেশনা দেওয়া হয়। যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাতব্বরদের থানায় ডেকে হুমকি দিয়ে বিনা প্রতিবাদে কলোনি ছাড়তে বলেন। গত ১২ ফেব্রুয়ারি সকালে ৮/৯টি গাড়ি পুলিশ নিয়ে কলোনিতে ভাঙচুর চালানো হয়। বিকল্প হিসেবে যে জায়গায় তাদের যেতে বলা হয় সেটিও বেদখলি জমি। বুলডোজার দিয়ে ভাঙচুরের সময় দেওয়াল চাপায় দুজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। সরকারি সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ভবনসমূহে ১৯৯১ সাল থেকে বসবাসরত বাংলাদেশের নাগরিক ধলপুরের তেলেগু সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের কলোনি থেকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়া উৎখাতের বিষয়টি নিতান্তই অমানবিক ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন মর্মে বিবেচনা করে এ বিষয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ অবস্থায়, ধলপুরে বসবাসরত তেলেগু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের উচ্ছেদের আতঙ্ক হতে অব্যাহতি দানপূর্বক পরিকল্পিত উপায়ে আবাসনের সংস্থান করে কমিশনকে অবহিত করার জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে, তেলেগু সম্প্রদায়ের ঐ সকল বাসিন্দারা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী না হওয়া সত্ত্বেও এবং অবৈধভাবে বসবাস করলেও মানবিক দিক বিবেচনায় তাদেরকে পরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ২৫টি তেলেগু সম্প্রদায়ের পরিবারকে সম্পূর্ণ নতুন কোয়ার্টার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তেলেগু জনগণের পুনর্বাসনের জন্য ইতোমধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৬ উল্লেখযোগ্য স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগসমূহ

উড়ালসড়ক থেকে রড পড়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় মামলা

সুয়োমটো ঢা.২৯/২৩

গত ২৯ মে ২০২৩ তারিখ একটি দৈনিক পত্রিকায় "মহাখালীতে উড়ালসড়ক থেকে পড়ে রড মাথায় ঢুকে প্রাণ গেল শিশুর" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রাজধানীর মহাখালী উড়ালসড়কের ওপর থেকে পড়া রড মাথায় ঢুকে ১২ বছর বয়সী এক শিশু মারা যায়। এভাবে রড পড়ে মৃত্যুর ঘটনাটি কর্তৃপক্ষের অবহেলার নামান্তর। এই ঘটনা আরো বৃহৎ জনবিপর্যয় ঘটাতে পারতো যার দায় কোনোভাবেই এড়ানো সম্ভব নয় মর্মে কমিশন মনে করে। প্রতিবেদন আকারে কমিশনকে অবহিত করতে সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করা হয়। তদন্ত করে জানা গেছে যে, অভিযুক্ত নির্মাণ শ্রমিক চুরির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে রডটি নিচে ফেলে দিলে তা কিশোরের মাথার ওপর পড়ে। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।

পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় পদক্ষেপ

সুয়োমটো ঢা.৩৩/২৩

গত ১৯ জুন ২০২৩ তারিখ পত্রিকায় 'ওরা আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছে' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। রাজধানীর তুরাগের বাউনিয়ায় ৫ জুন ২০২৩ তারিখ রাতে বাড়ির দোতলা থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজন আসামি ওই নারীর স্বামী। পরদিন সন্ধ্যায় বাড়ির দারোয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ। এরপর ১০ দিন তার কোনো খোঁজ পায়নি তার পরিবার। স্বজনদের অভিযোগ, ডিবি হেফাজতে নির্যাতনের কারণে আলাল মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মারা গেছেন। সংবিধান অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে আটকের পর তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও ভুক্তভোগী আলাল উদ্দিন আটক হওয়ার পর ১০ দিন নিখোঁজ ছিলেন এবং পরবর্তীতে জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে, যা রহস্যের জন্ম দেয়। হেফাজতে থাকাকালীন একজন ব্যক্তির এভাবে মৃত্যুর ঘটনা মানবাধিকারের লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। এ অবস্থায়, ভিকটিমের মৃত্যুর ঘটনা সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে।

শ্রমিক নেতা হত্যার ঘটনায় কমিশনের উদ্যোগ

সুয়োমটো ঢা.৩৫/২৩

গত ৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখ পত্রিকায় "শ্রমিক নেতা শহিদুল হত্যা: মালিকপক্ষের 'ভাড়াটে হয়ে' হামলা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা আদায়ে আরও দুই শ্রমিকনেতাকে নিয়ে গাজীপুরের টঙ্গীর প্রিন্স জ্যাকার্ড সোয়েটার লিমিটেডে যান শহিদুল ইসলাম। মালিকপক্ষের সঙ্গে বসলেও বিষয়টির সুরাহা না হওয়ায় পরদিন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারা। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মালিকপক্ষ। কারখানা থেকে বেরিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পরেই তাদের ওপর হামলা করা হয়, যাতে প্রাণ হারান শহিদুল। শ্রমিকদের বেতন ভাতা আদায় করতে গিয়ে এভাবে একজন শ্রমিক নেতার মৃত্যু কোনোভাবেই কাম্য নয়। বিষয়টি মানবাধিকারের লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। এ ঘটনায় টঙ্গী পশ্চিম থানায় মামলা হলেও এখনও সম্ভাব্য সকল আসামি গ্রেফতার হচ্ছে না যা সমীচীন নয়। এ অবস্থায়, এ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার তদন্তের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করতে পুলিশ সুপার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-২, গাজীপুর-কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের চাঁদাবাজি বন্ধের পদক্ষেপ

সুয়োমটো ঢা.৩৭/২৩

গত ১৫ জুলাই, ২০২৩ তারিখ পত্রিকায় 'টাকা দিয়ে থানা থেকে মেয়ের লাশ নিলেন বাবা' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গত ১৪ জুলাই, ২০২৩ দুপুরে কিশোরগঞ্জের ভৈরবের ভিআইপি প্লাজায় সংবাদ সম্মেলন করে এক মহিলা ভৈরব থানার এক উপপরিদর্শকের বিরুদ্ধে লাশ হস্তান্তরের বিনিময়ে ২০ (বিশ) হাজার টাকা গ্রহণের অভিযোগ করেন। উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা গত ৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখ কালীপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী নয়াহাটি গ্রামের একটি নির্জন জায়গা থেকে উক্ত মহিলার কন্যার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেন এবং রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে মেয়ের লাশ বাড়িতে নিয়ে দাফন করেন ভুক্তভোগীর বাবা। এ ঘটনায় গত ৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখ ঘটনার দিনও উক্ত এসআই নিহতের বাবাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল, ভয় দেখানো এবং এক জনপ্রতিনিধির মুঠোফোন ছুড়ে ফেলেন বলে জানায় ভুক্তভোগীর পরিবার। অভিযোগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক হামলার ঘটনায় মামলা দায়ের

সুয়োমটো ঢা. ১৫/২৩

গণমাধ্যমে 'যুগান্তরের ধামরাই প্রতিনিধির ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা' শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। যুগান্তরের ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি শামীম খানের ওপর হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। তারা শামীমের হাত-পা ভেঙে দেয়। এরপর তাকে অচেতন অবস্থায় সাটুরিয়া উপজেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উপজেলার গাংগুটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারি ও একাধিক দুর্নীতির সংবাদ যুগান্তর পত্রিকাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এতে সাংবাদিকদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে কাদের মোল্লা ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী। তারা শামীম খানকে মাঝে মধ্যেই প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছিল। এরই জেরে তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ অবস্থায়, যুগান্তরের ধামরাই প্রতিনিধির ওপর হামলার ঘটনাটি তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে পুলিশ সুপার, ঢাকা-কে নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে।

সাংবাদিক হামলার ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে ডিএমপিকে নির্দেশনা

সুয়োমটো ঢা.০৯/২৩

একটি পত্রিকায় "কারওয়ান বাজারে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা" শিরোনামে সংবাদটি প্রকাশিত হয়। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে একটি বেসরকারি টেলিভিশনের দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা চালায় মাদক কারবারিরা। হামলাকারীরা টেলিভিশনের গাড়ি ও ক্যামেরা ভাঙচুর করে। পরে র‍্যাব ও পুলিশ অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে গ্রেফতার করে। গণমাধ্যম হচ্ছে সমাজের দর্পণ। এ দেশে মুক্ত সাংবাদিকতাকে সচল রাখতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণসহ হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি কমিশনকে অবহিত করতে পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

র‍্যাবের গুলিতে নিহত বৃদ্ধের ঘটনায় তদন্ত

সুয়োমটো ঢা.২০/২৩

একটি পত্রিকায় " নারায়ণগঞ্জে র‍্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' ৬৫ বছরের বৃদ্ধ নিহত" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে র‍্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' ষাটোর্ধ্ব একজন বৃদ্ধ নিহত হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আরেক ব্যক্তি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, রাতে গ্রামে ডাকাত পড়েছে শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলে সাদা পোশাকে র‍্যাব সদস্যরা তাদের গুলি করে। গভীর রাতে আসামি ধরতে গিয়ে

র‍্যাবের গুলিতে একজন ব্যক্তি নিহত ও অন্য একজন গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনাটি অনভিপ্রেত এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। এ অবস্থায়, অভিযোগের বিষয়টি তদন্তপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ভুয়া ভ্যাকসিন বিক্রি বন্ধকরণে পদক্ষেপ

সুয়োমটো ঢা.২২/২৩

গত ১৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখ বিভিন্ন গণমাধ্যমে "ছয় হাজার নারীকে জরায়ু ক্যান্সারের ভুয়া ভ্যাকসিন" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ঢাকা, গাজীপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় জরায়ু ক্যান্সারের ভ্যাকসিন বা টিকার নামে আমদানি নিষিদ্ধ হেপাটাইটিস-বি'র টিকা দিয়ে প্রায় ছয় হাজার নারীর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। গত দুই বছরে এই প্রতারকচক্র ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সী নারীদের কাছে টিকা বিক্রি করে প্রায় চার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ভুয়া টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় কয়েকজন টিকা গ্রহীতার শারীরিক ক্ষতি হয়েছে। এ অবস্থায়, প্রতারণামূলক টিকা ক্যাম্পেইন বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়। এরপর অভিযোগের বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি সকল জেলা কার্যালয়ে ভ্যাক্সিনেশন সেন্টারের তালিকা প্রস্তুত এবং এ সকল ভ্যাক্সিনেশন সেন্টারসহ ভ্যাকসিন সংরক্ষণ, বিতরণ, বিক্রয়কারীদের নিয়মিতভাবে পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ এবং নকল ভ্যাকসিন শনাক্ত/বন্ধকরণের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। একই সাথে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি ছাড়া ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রাম স্কুল কলেজে না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় গৃহীত পদক্ষেপ

সুয়োমটো ঢা.৩৯/২৩

গত ১৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখ পত্রিকায় 'হিরো আলমের ওপর হামলায় চারজন গ্রেপ্তার' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ঢাকার গুলশান, বনানী ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৭ আসনের উপনির্বাচনের ভোট চলাকালে বেলা সোয়া তিনটার দিকে বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে গেলে হামলার শিকার হন সংসদ সদস্য প্রার্থী জনাব আশরাফুল হোসেন ওরফে হিরো আলম। কমিশন মনে করে ভোট চলাকালে হিরো আলমের ওপর যে হামলার ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। একইসাথে ঘটনাটি নির্বাচনী আচরণ-বিধির পরিপন্থি ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ অবস্থায়, সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে অভিযোগে বর্ণিত ঘটনায় জড়িত দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশন-কে অবহিত করার জন্য পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা-কে বলা হয়েছে।

পুলিশের হাতে নির্যাতন ও মুক্তিপণ

সুয়োমটো ঢা.৪১/২৩

গত ১৯ জুলাই, ২০২৩ তারিখ গণমাধ্যমে "2 cops tortured three people to extort money" শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সাভারের আশুলিয়ায় পৃথক তিনটি ঘটনায় ৩ জনকে নির্যাতন ও তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। এছাড়া, এই ৩ জনের একজন তার মেয়েকে পুলিশের কথামতো তাদের হাতে তুলে না দেওয়ায় তাকে নির্যাতন এবং ৮০ হাজার টাকা চাঁদা আদায়ের অভিযোগও রয়েছে। এই ২ পুলিশ কর্মকর্তা অপর একজনকে আটক করেন এবং প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে নির্যাতন করেন। পরে মাদক মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেন। তার পরিবার পুলিশকে ৭৪ হাজার টাকা মুক্তিপণ দেওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভুক্তভোগী তিনজন পৃথক ব্যক্তির বরাত দিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ আনা হয়েছে। যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অত্যন্ত ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। আনীত অভিযোগসমূহের সুষ্ঠু

তদন্ত সাপেক্ষে অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তি হওয়া আবশ্যক মর্মে কমিশন মনে করে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, উল্লিখিত অভিযোগসমূহের সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়েছে।

হাসপাতালে শয্যা নিয়ে বুয়াদের বাণিজ্য রোধ

সুয়োমটো ব. ০৩/২৩

গত ০৯/০১/২০২৩ তারিখ পত্রিকায় প্রকাশিত 'শয্যা নিয়ে বুয়াদের বাণিজ্য চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট' শীর্ষক একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে একজন প্রতিবেদক সরেজমিনে গিয়ে শয্যা ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকটসহ নানা অব্যবস্থাপনার বিষয়ে ভুক্তভোগী, সেবাপ্রার্থী ও সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য প্রতিবেদনে বিবৃত করেন। হাসপাতালে বুয়া নামধারীদের বাণিজ্য কিংবা চিকিৎসা সরঞ্জামাদির অপ্রতুলতা এবং বিভিন্ন রকম অব্যবস্থাপনার চিত্র প্রায়শই সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে মানুষের সুচিকিৎসা প্রাপ্তির মত মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষিত হতে পারে মর্মে কমিশন মনে করে।

এ অবস্থায়, প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে।

যশোর মেডিকেল কলেজে টর্চার সেল বন্ধের পদক্ষেপ

সুয়োমটো খু. ০৭/২৩

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'যশোর মেডিকেল কলেজে অঘোষিত টর্চার সেল' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায় যে, যশোর মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে কতিপয় অছাত্রের নির্যাতনে কয়েকজন শিক্ষার্থী পড়ালেখা বাদ দিয়ে কলেজ ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। যাদের নির্যাতনে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে তারা এখনো বহাল তবিয়তে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। কলেজ হোস্টেলে কেবল মাদক সেবন করা হয় না; সেখানে তৈরি করা হয়েছে টর্চার সেল। বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীদের ধরে নিয়ে হোস্টেলের ১০৪ নম্বর রুমে মারপিট করা হয় বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ঐ রুমে এর আগেও অনেক শিক্ষার্থীকে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে। উক্ত সংবাদ গোচরীভূত হওয়ার সাথে সাথে কমিশন সুয়োমটো অভিযোগ গ্রহণ করে। এ অভিযোগ বিষয়ে তদন্তপূর্বক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর-কে বলা হয়।

পল্লী চিকিৎসককে তুলে নিয়ে যাওয়া মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন

সুয়োমটো. খু-০৮/২৩

গত ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ পত্রিকায় প্রকাশিত 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিচয়ে পল্লী চিকিৎসককে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ' শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে যশোর শহরের খড়কি এলাকা থেকে এক পল্লী চিকিৎসককে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা যে পরিচয়েই একজন নাগরিককে তুলে নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, নিখোঁজ ঐ ব্যক্তিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে খুঁজে বের করে স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। উল্লিখিত ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে জরুরি ভিত্তিতে নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান এবং এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন। নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা-কে বলা হয়।

নারী ফুটবলারদের মারধরের ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ

সুয়োমটো খু. ১২/২৩

গত ০২ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ অনলাইন পত্রিকাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত "শর্টস পরে খেলার জন্য মারধরের পর এবার কিশোরী ফুটবলারদের অ্যাসিড ছোড়ার হুমকি" সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গত ২৯ জুলাই বিকেলে খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার তেঁতুলতলা গ্রামে বিভাগীয় অনূর্ধ্ব-১৭ দলের চার নারী ফুটবলারকে মারধর করেন স্থানীয় ব্যক্তিরা। বাংলাদেশের মেয়েরা যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খেলায় সুনাম অর্জন করছে, তখন দেশের অভ্যন্তরে নারী ফুটবলারদের শুধুমাত্র ফুটবল খেলার জন্য হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে। শুধু হামলা করেই তারা থেমে থাকেননি। আসামিরা জামিন পেয়ে নারী ফুটবলারদের মামলা তুলে নিতে হুমকি দিচ্ছেন। মামলা তুলে না নিলে অ্যাসিড নিক্ষেপ করার হুমকির কারণে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের সজাগ থাকতে হবে বলে কমিশন মনে করে। হামলার শিকার নারী ফুটবলারদের নির্বিঘ্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পুলিশ সুপার, খুলনা-কে বলা হয়েছে।

ঋণের চাপে পিষ্ট চা দোকানির আত্মহত্যার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের তাগিদ

সুয়োমটো খু. ১৩/২৩

গত ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ গণমাধ্যমে প্রকাশিত "ঝিনাইদহে ঋণের চাপে আত্মহত্যা" শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানীতে ঋণের চাপে এক চা দোকানি আত্মহত্যা করেছেন। কমিশন মনে করে দাদন ব্যবসায়ীদের উচ্চ সুদহারের ঋণ শোধ করতে না পেরে চাপের কারণে এ রকম আত্মহত্যার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। উচ্চ হারে সুদসহ ঋণের ফাঁদ তৈরি করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি এবং আত্মহত্যায় প্ররোচনার মাধ্যমে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ ধরনের অমানবিক ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া সমীচীন মর্মে কমিশন মনে করে।

এ অবস্থায়, উল্লিখিত ঘটনায় আত্মহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের যথাযথ তদন্তপূর্বক চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পুলিশ সুপার, ঝিনাইদহকে বলা হয়। আদেশের অনুলিপি পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বরাবর প্রেরণ করা হয়।

পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ

সুয়োমটো ঢা. ০৪/২৩

গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বিভিন্ন গণমাধ্যমে "গাজীপুরে পুলিশ হেফাজতে ব্যবসায়ীর মৃত্যু, বিক্ষোভ" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। গাজীপুরে এক ব্যবসায়ীকে থানায় চারদিন আটকে রেখে নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ পাওয়া যায়। কমিশন মনে করে, পুলিশের হেফাজতে একজন ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এছাড়া তাকে গ্রেফতারের পর আইন অনুসারে যথা সময়ে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়নি। একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির না করার বিষয়টি সংবিধানের ৩৩(২) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকার এবং ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৬১ ধারার ব্যত্যয়। বর্ণিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জননিরাপত্তা বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাসন থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মালেক খসরু খান এর নির্দেশক্রমে এএসআই(নিঃ) মোঃ মাহাবুবুর রহমান ও এএসআই (নিঃ)/মোঃ নূরুল ইসলাম ভিকটিম মোঃ রবিউল ইসলামকে ১৪/০১/২০২৩ তারিখ আটক করে ১৭/০১/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাসন থানায় পুলিশ হেফাজতে রাখে। একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির না করার বিষয়টি সংবিধানের ৩৩(২)নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকার এবং ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৬১নং ধারার ব্যত্যয়। কমিশন মনে করে, অত্র অভিযোগের প্রেক্ষিতে দোষী পুলিশ সদস্যগণের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যা গুরু পাপে লঘুদণ্ড প্রদান করার সামিল। বর্ণিত ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যগণ

ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত। এ প্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ফৌজদারি কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন। এ অবস্থায়, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় গাজীপুরের বাসন থানার তৎকালীন অফিসার ইনচার্জসহ জড়িত পুলিশ সদস্যদের অপরাধ বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক গৃহীত ব্যবস্থা কমিশনকে অবহিত করার জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে।

সোনারগাঁয়ে পুলিশের মারধরে ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান

সুয়োমটো ঢা.৫৪/২৩

০৭ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ একটি পত্রিকায় 'সোনারগাঁয়ে পুলিশের মারধরে ব্যবসায়ী মৃত্যুর অভিযোগ, ময়না তদন্ত ছাড়াই দাফন' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে পুলিশের মারধরে এক পোল্ট্রি ব্যবসায়ীর মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিন বছর আগে ওপেন হার্ট সার্জারি হওয়ার পর সে বাড়িতেই থাকত। গত ০৬/১১/২০২৩ তারিখ দুপুরে তালতলা পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ সাদাপোশাকে তার বাড়িতে আসে। একপর্যায়ে হাতকড়া পরিয়ে তাকে ঘর থেকে বের করার চেষ্টা করে পুলিশ। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তার ধস্তাধস্তি হয়। পুলিশ তাকে কিল, ঘুষি ও লাঠি দিয়ে মারধর করে। ঘটনার সময় পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতে ১ লাখ টাকা ঘুস দাবি করে। পুলিশ টাকা না পেলে চলমান রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর ভয় দেখালে সে ৫০ হাজার টাকা দেয়। তারপরও পুলিশ তাকে নিয়ে যেতে চায়। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে সে ইনহেলার ও পানি চায়। পুলিশ ইনহেলার ও পানি দিতে দেয়নি। একপর্যায়ে তারা তাকে ঘরে রেখে চলে যায়। এরপর সে অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। পরে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ কর্তৃক মাদক উদ্ধারের নামে একজন ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে মেরে ফেলার যে প্রতিবেদন গণমাধ্যমে ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। সাদা পোশাক পরে কাউকে গ্রেফতার না করার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের যে নির্দেশনা রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না। উপরন্তু কী অজ্ঞাত কারণে ময়না-তদন্ত ছাড়াই মৃতের লাশ দাফন করা হলো তা কমিশনের নিকট বোধগম্য নয়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে ভিকটিমের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানপূর্বক দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। এ অবস্থায় অভিযোগে উল্লিখিত ঘটনার সঠিক তদন্তপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়েছে।

পুলিশের গুলিতে শ্রমিক নিহতের ঘটনায় বিচারের জন্য পদক্ষেপ

সুয়োমটো ঢা.৫৫/২৩

১৩ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিভিন্ন গণমাধ্যমে 'পুলিশের গুলিতে আহত আরেক শ্রমিকের মৃত্যু' শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। গাজীপুরে সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি প্রত্যাখ্যান করে ২৩ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিল পোশাক শ্রমিকরা। এরপর নগরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড ও রাবার বুলেট ছোঁড়ে। গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে আহত হওয়া ইসলাম গার্মেন্টসের এক সুপারভাইজার চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মারা যায়। এর আগে গত ০৮/১১/২০২৩ তারিখেও কোনাবাড়ী এলাকায় আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হলে এক পোশাক শ্রমিক গুরুতর আহত হয়। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বেঁচে থাকার তাগিদে পোশাক তৈরি কারখানায় বেতন বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলনে নেমে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। শ্রমিকদের আন্দোলনে গুলি চালানোর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছিল কী-না সে বিষয়টি তদন্ত হওয়া সমীচীন মর্মে কমিশন মনে করে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, উল্লিখিত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়েছে।

নকল ওষুধ বন্ধকরণে কমিশনের এগিয়ে আসা
সুয়োমটো ঢা.৫৬/২৩

১৯ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ একটি পত্রিকায় 'নকল হচ্ছে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ' -শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদন মতে, দেশে জালিয়াত চক্র কর্তৃক ওষুধের মোড়ক পরিবর্তন করে বিদেশি ওষুধ বলে বিক্রির মতো অবৈধ কার্যক্রম চালাচ্ছে। এমনকি মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধও তারা নতুন মোড়কে তারিখ লাগিয়ে বিক্রি করছে। এসব ভেজাল ওষুধ সেবন করে রোগীরা উপকার পাওয়া তো দূরের কথা আরও বেশি স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ছেন। কমিশন মনে করে, মানবাধিকার সুরক্ষায় নকল-ভেজাল ওষুধ উৎপাদন, বাজারজাত, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা ও মনিটরিং করে দৃষ্টান্তমূলক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন। এ প্রেক্ষিতে, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কী পদক্ষেপ চলমান রয়েছে তা এবং বর্ণিত অভিযোগের বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদন্ত করে কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-কে বলা হয়েছে।

অবহেলার কারণে ভুল চিকিৎসার জন্য জড়িতদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ
সুয়োমটো ঢা.৫৭/২৩

২৫ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ গণমাধ্যমে 'মেয়ের নাকে সমস্যা, ডাক্তাররা গলায় কেন অপারেশন করল' শিরোনামে প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদন মতে, রাজধানীর কোতোয়ালি থানার নয়াবাজার এলাকার মেডিকেয়ার ডায়াগনস্টিক এন্ড হাসপাতাল নামক একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। কিশোরীর মা জানান, নাকের সমস্যার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হলেও তার গলায় অপারেশন করা হয়। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে বলে তার মেয়েকে আইসিইউতে নিতে হবে। পরে একটি অ্যাম্বুলেন্সে তাকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠায় তারা। ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে জানায় বেঁচে নেই।

বর্ণিত অভিযোগ পর্যালোচনায় প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চিকিৎসকের ভুল/অবহেলা জনিত চিকিৎসার কারণে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে যা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন বলে কমিশন মনে করে। এভাবে নাকের সমস্যায় সঠিক চিকিৎসা না দিয়ে উল্টো গলায় অপারেশন করার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে দায়িত্বরত চিকিৎসকের অবহেলা মর্মে কমিশন মনে করে। উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে যথাযথ তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তি ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-কে বলা হয়েছে। আদেশের অনুলিপি সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

ঢাবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ
সুয়োমটো ঢা.৫৮/২৩

২৯ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ একটি পত্রিকায় 'ঢাবি শিক্ষকের যৌন হয়রানি থেকে বাঁচতে চান ছাত্রীরা' -শীর্ষক প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদন মতে, সম্প্রতি এক ছাত্রীকে কক্ষে ডেকে যৌন হয়রানি করার অভিযোগ ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগী ছাত্রী উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগও দিয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। তার বিরুদ্ধে আগেও ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে এবং ২০১৪ সালের মে মাসে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে। কমিশন মনে করে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বারবার যৌন হয়রানির অভিযোগ অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক, অনভিপ্রেত ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন। উল্লেখ্য যে, কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালে মহামান্য হাইকোর্ট একটি যুগান্তকারী নির্দেশনা প্রদান করেন। যে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ২০১৪ সাল থেকে একের পর এক যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে, তিনি কীভাবে এখনো স্বপদে বহাল রয়েছেন, তা কমিশনের নিকট বোধগম্য নয়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, অনতিবিলম্বে শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন। এ অবস্থায়, বর্ণিত শিক্ষক অধ্যাপক নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করার জন্য ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে বলা হয়েছে।

চিকিৎসক না হয়েও চিকিৎসা বন্ধকরণে কমিশনের সুপারিশমালা

সুয়োমটো রা.১৪/২৩

২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন 'অষ্টম শ্রেণি পাস 'চিকিৎসক', করতেন অস্ত্রোপচার!' -এর প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রাজশাহীর মনিরুল ইসলাম ওরফে স্বপনের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস হলেও সে নওগাঁর সাপাহার উপজেলা সদরে খুলে বসে সততা ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিং হোম নামের একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে মনিরুল নিজেই অন্তঃসত্ত্বা নারীদের অস্ত্রোপচার করতো। সম্প্রতি মনিরুলের অপারেশন থিয়েটারে অস্ত্রোপচারের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নজরে এলে অভিযান চালিয়ে নওগাঁর সাপাহার উপজেলা সদরে গড়ে ওঠা ওই ক্লিনিক বন্ধ করে দেন প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। ক্লিনিকটি অনুমোদন ছাড়াই চলছিল। বিধি অনুযায়ী ক্লিনিকে একজন সার্বক্ষণিক চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও সেখানে গিয়ে পাওয়া যায়নি। এ সময় তাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান ও জরিমানা করা হয়।

কমিশন মনে করে, চিকিৎসক না হয়েও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে জনসাধারণকে সুচিকিৎসা হতে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ অবস্থায়, বর্ণিত অভিযোগের নিবিড় তদন্তপূর্বক অভিযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও মনিটরিং-এর দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টদের দায় নিরূপণ করে সুস্পষ্ট সুপারিশসহ কমিশনে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য জেলা প্রশাসক, নওগাঁ-কে বলা হলে তদন্তকৃত প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনের সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করে সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-কে সুপারিশ প্রদান করে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অস্ত্র উদ্ধারের নামে রিক্সাচালককে র‍্যাবের নির্যাতন

সুয়োমটো খু.১৬/২৩

গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত যশোরে র‍্যাবের বিরুদ্ধে রিক্সা চালককে নির্যাতনের অভিযোগ সংক্রান্ত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে সুয়োমটো অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যশোরে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে গিয়ে এক রিকশাচালককে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। ভুক্তভোগীর অভিযোগ, র‍্যাব মিথ্যা অস্ত্র উদ্ধারের নামে তাকে নির্যাতন করেছে। তবে র‍্যাবের দাবি, ভুক্তভোগী রিকশাচালকের বাসাতে অস্ত্র রাখার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযান চালানো হয়েছিল। তবে তাকে কোনো নির্যাতন করা হয়নি।

কমিশন মনে করে, অস্ত্র উদ্ধারের নামে এলিট ফোর্স র‍্যাবের কতিপয় সদস্য কর্তৃক একজন নিরীহ রিক্সাচালকের মুখ বেঁধে নির্যাতন করার অভিযোগটি কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের অমানবিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে কমিশন মনে করে। বর্ণিত অবস্থায়, অভিযোগের ঘটনাটি র‍্যাব ব্যতীত রাষ্ট্রের অন্য কোনো তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়েছে।

হাতকড়া-ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে এক ব্যক্তির চিকিৎসা করানোয় কমিশনের পদক্ষেপ

সুয়োমটো খু.১৫/২৩

গত ২৯ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ একটি পত্রিকায় প্রকাশিত "হাতকড়া-ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে যুবদল নেতার চিকিৎসা" সংক্রান্ত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সংবাদ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, যশোরে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় গ্রেপ্তার যুবদলের এক নেতাকে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পেশায় কলেজ শিক্ষক ওই যুবদল নেতা কারাগারে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালের শয্যায় ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। কমিশন মনে করে, হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ডান্ডাবেড়ি ও হাতকড়া লাগিয়ে, হাতে একগুচ্ছ দড়ি পেঁচানো অবস্থায় হাসপাতালের মেঝেতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া, পরিপূর্ণ চিকিৎসা ছাড়াই কারাগারে ফেরত নেওয়ার মতো অভিযোগের ঘটনাটি অত্যন্ত

অমানবিক এবং বাংলাদেশের সংবিধান ও মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না। একজন হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে কারা কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের এ ধরনের আচরণ কোনো ভাবেই কাম্য নয়। এমন অমানবিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন। বর্ণিত অবস্থায়, অভিযোগের ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়েছে।

হাজতখানায় আসামিদের খাবারের সুষম বণ্টনের ব্যাপারে পদক্ষেপ

সুয়োমটো চ.২৬/২৩

১৫/১০/২৩ তারিখে গণমাধ্যমে 'চট্টগ্রামে আসামির খাবারের টাকা যাচ্ছে পুলিশের পকেটে' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, সরেজমিন ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত ৫২ জন আসামি এবং তাদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বললে তারা খাবার না পাওয়ার কথা নিশ্চিত করেন। গত আড়াই বছরে (২০২১ থেকে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত) আসামিদের দুপুরের খাবার (খোরাকি) বাবদ সরকারি কোষাগার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ১৩ লাখ ৩১ হাজার টাকা। হাজতখানায় থাকা আসামিদের সরকারি বরাদ্দের টাকায় দুপুরে খাবার দিতে কোনো দিন দেখেননি বলে জানান চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি নাজিম উদ্দিন চৌধুরী। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, তাদের স্বজনেরা হাজতখানায় এসে পুলিশ সদস্যদের টাকা দিয়ে খাবার পাঠাতে পারেন। সাক্ষাতের জন্য ১০০ থেকে ১৫০ টাকা, নাশতার জন্য ১০০ টাকা এবং দুপুরের খাবারের জন্য দিতে হয় ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা। আর যাদের স্বজনেরা আসেন না, তাদের অভুক্ত অবস্থায় কারাগারে যেতে হয়।

প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে তদন্তপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়।

শিক্ষার্থীর ওপর মানসিক অত্যাচার বন্ধকরণ

সুয়োমটো চ.২৭/২৩

গত ১০/১১/২০২৩ তারিখ একটি পত্রিকার ফেইসবুক পেইজের ভিডিও চিত্রে "শিক্ষার্থীর ওপর শিক্ষকদের মানসিক অত্যাচার" প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, প্রতিদিন স্কুল চলাকালীন সময়ে এক স্কুল শিক্ষার্থী স্কুলের প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ভেতরে পড়ালেখা চললেও সেখানে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ক্লাসে দুষ্টুমি করায় ১৩ মাস ধরে গেট ধরে স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে ঐ শিশু। ঘটনাটি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার কলেজ সড়কে অবস্থিত দি বার্ডস রেসিডেনশিয়্যাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের। ঐ শিশু এই স্কুলের বাংলা মিডিয়ামের নার্সারি শ্রেণির শিক্ষার্থী। কথা বলতে না পারা, ঠিকমত পেন্সিল ধরতে না পারা ও স্কুলে দুষ্টুমি করা এমন নানা অজুহাতে তার ক্লাসে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

অভিযোগ বিষয়ে তদন্তপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার-কে বলা হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে জানা যায় যে, গত ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ থেকে ঐ শিক্ষার্থী নার্সারি শ্রেণিতে ক্লাস শুরু করেছে।

মন্দিরে হামলার ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

সুয়োমটো চ.২৮/২৩

গত ১৩/১১/২৩ তারিখে একটি পত্রিকায় '3 hurt in Noakhali temple attack' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার একটি মন্দিরে

একদল দুর্বৃত্তের হামলায় তিন নারী আহত হয়েছেন। নিহতদের একজন বাদী হয়ে তিনজনের নামে এবং অজ্ঞাতনামা ২০ জনের বিরুদ্ধে বেগমগঞ্জ মডেল থানায় মামলা করেছেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, করিমপুর পেট্রোল পাম্প এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু মুচিদের একটি সম্প্রদায় সরকারি (খাস) জমিতে বসবাস করে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে আসছে, যা পরবর্তীতে 'মুচিপাড়া' নামে পরিচিতি পায়। শনিবার স্থানীয় জমি দখলকারী মোঃ সেলিম জমি দখলের চেষ্টা করায় কালী পূজার মন্দির স্থাপন বন্ধ করার জন্য বাসিন্দাদের হুমকি দেয়। পরে রাতে সেলিমের নেতৃত্বে প্রায় ২০-২৫ জন লোক মন্দির ভাংচুর করে, স্থানীয় তিন মহিলার উপর হামলা করে, দেবী কালীর মূর্তিকে অপমান করে এবং দানবাক্স লুট করে। প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী-কে বলা হয়।

৩.৭ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের জন্য অনিষ্পন্ন অভিযোগসমূহের বিবরণী

(২০২৩ সালে চলমান এমন ২০১২ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত অভিযোগ)

ক্রমিক	বিবরণ	ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ	চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ	খুলনা ও বরিশাল বিভাগ	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ	মোট
০১	কমিশন হতে প্রতিবেদন চাওয়া হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ হতে মহাপুলিশ পরিদর্শককে প্রতিবেদনের জন্য দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগের সংখ্যা	১২	০৪	০১	০৩	২০
০২	কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি এমন অভিযোগের সংখ্যা	১৫	০৭	০৩	০২	২৭
০৩	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সন্তোষ-জনক হওয়ায় নথিভুক্ত	৩২	০২	০৫	০৫	৪৪
০৪	প্রাপ্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন সন্তুষ্ট না হওয়ায় পুনরায় প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে।	০৭	০৩	০৯	০৫	২৪
০৫	অন্যান্য (অভিযোগ প্রত্যাহার, প্রতিকার প্রাপ্তির সংবাদ সাপেক্ষে নথিভুক্ত, বেঞ্চে উপস্থাপনের জন্য অপেক্ষমাণ, ও প্রতিবেদনের আলোকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সুপারিশ প্রেরণ সাপেক্ষে চলমান ইত্যাদি)	০৬	০	০১	০	০৭
০৬	মোট অভিযোগের সংখ্যা	৭২	১৬	১৯	১৫	১২২

- মোট ১২২টি অভিযোগের মধ্যে ৪৪টি নথিভুক্ত হয়েছে (ক্রমিক ০৩ ও ০৬ দ্রষ্টব্য)।
- প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে ৭১টি (ক্রমিক ০১, ০২ ও ০৪ দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে ক্রমিক ০২ এ উল্লিখিত ২৭টি অভিযোগের বিষয়ে বারংবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও কোনো প্রকার উত্তর পাওয়া যায়নি।
- এছাড়া প্রতিবেদন পাওয়া যাওয়ায় বেঞ্চে উপস্থাপনের জন্য অপেক্ষমাণ ০৭টি নথি অন্যান্য মর্মে দেখানো হয়েছে (০৫নং দ্রষ্টব্য)।

৩.৮ ২০২৩ সালের ফুলবেঞ্চ, বেঞ্চ-১, বেঞ্চ-২ এবং আপোষ বেঞ্চ এর সভার বিবরণ

ফুল বেঞ্চ ২০২৩ এর হিসাব

মোট অনুষ্ঠিত বেঞ্চ	মোট অভিযোগ	প্রতিবেদন/ বক্তব্য চাওয়া হয়েছে	আপোষ বেঞ্চে প্রেরণ	প্রাথমিক পর্যায়ে নথিভুক্ত	প্রতিবেদন/ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি	বেঞ্চে মোট নিষ্পত্তি	চলমান
০১	১০	০৮	০	০	০১	০১	০৯

* ফুল বেঞ্চ- মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে কমিশনের সকল সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ

বেঞ্চ-১ : ২০২৩ এর হিসাব

(ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ)

মোট অনুষ্ঠিত বেঞ্চ	নতুন অভিযোগ	পূর্বের চলমান অভিযোগ (সুয়োমটো সহ)	মোট অভিযোগ (সুয়োমটো সহ)	প্রতিবেদন/ বক্তব্য চাওয়া হয়েছে	ফুল বেঞ্চে প্রেরণ	আপোষ বেঞ্চে প্রেরণ	প্রাথমিক পর্যায়ে নথিভুক্ত	প্রতিবেদন/ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি	বেঞ্চে মোট নিষ্পত্তি	চলমান
৩১	৪৩৪	২২৯	৬৬৩	২১৬	০	৪১	২২০	২০৮	৪৯৩	১৯১

* বেঞ্চ ১- মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট বেঞ্চ।

বেঞ্চ-২ : ২০২৩ এর হিসাব

(রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ)

মোট অনুষ্ঠিত বেঞ্চ	নতুন অভিযোগ	পূর্বের চলমান অভিযোগ (সুয়োমটো সহ)	মোট অভিযোগ (সুয়োমটো সহ)	প্রতিবেদন/ বক্তব্য চাওয়া হয়েছে	ফুল বেঞ্চে প্রেরণ	আপোষ বেঞ্চে প্রেরণ	প্রাথমিক পর্যায়ে নথিভুক্ত	প্রতিবেদন/ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি	বেঞ্চে মোট নিষ্পত্তি	মোট চলমান
২৯	১৯৬	২১৬	৪১২	২১৯	০৫	০২	৬২	১২৪	১৮৬	২২৬

* বেঞ্চ ২- মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্যের সভাপতিত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট বেঞ্চ।
ফুল বেঞ্চ ও আপোষ বেঞ্চে প্রেরিত নথিসমূহ বেঞ্চ-২ এ চলমান রয়েছে মর্মে পরিগণনা করা হয়েছে।

আপোষ বেঞ্চের হিসাব ২০২২

মোট সভা	পূর্বের চলমান	গৃহীত অভিযোগ	মোট অভিযোগ	শুনানিঅন্তে নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন
৪৭	০১	৪২	৪৩	৪১	০২

* আপোষ বেঞ্চ- কমিশনের সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে একক বেঞ্চ।

৩.৯ গণমাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন পর্যবেক্ষণ- (জানুয়ারি-ডিসেম্বর), ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

ক্রম	মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন	জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		মোট	
		সংখ্যা	মামলা	সংখ্যা	মামলা	সংখ্যা	মামলা	সংখ্যা	মামলা	সংখ্যা	মামলা	সংখ্যা	মামলা	সংখ্যা	মামলা	সংখ্যা	মামলা	সংখ্যা	মামলা	সংখ্যা	মামলা	সংখ্যা	মামলা	সংখ্যা	মামলা	সংখ্যা	মামলা
০১	ধর্ষণ	১৯	১৯	৩৩	৩০	২৭	২৩	২০	১৯	৩৫	৩৩	১৭	১৬	২৩	২২	২৩	২২	৪০	৩৭	২৭	২৬	১৯	১৯	২৩	২১	৩০৬	২৮৭
০২	ধর্ষণের পর হত্যা	০৩	০৩	০২	০২	০৫	০৫	০২	০২	০২	০১	০২	০১	০৩	০৩	০১	০১	০৫	০৫	০৩	০১	০৩	০২	০৩	০২	৩৪	২৮
০৩	ধর্ষণের পর আত্মহত্যা	০০	০০	০০	০০	০১	০	০১	০০	০০	০০	০১	০১	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০১	০০	০২	০২	০০	০০	০৬	০৩
০৪	নারীর প্রতি সহিংসতা	১৪	০৫	৩৫	২১	২৪	১৮	১৭	০৮	২৬	১২	১২	০৯	২৪	১০	৩৪	২৫	২৫	১৫	৩১	১৫	২৫	১১	২৭	১১	২৯৪	১৬০
০৫	নারীর প্রতি সহিংসতা (যৌন নির্যাতন)	১০	০৭	১৮	১২	১৩	১২	০৯	০৬	০৮	০৭	১২	০৩	০৯	০৭	১৪	১২	১১	০৯	১২	০৮	০৮	০৭	১৩	০৯	১৩৭	৯৯
০৬	নারীর প্রতি সহিংসতা (পারিবারিক)	২৬	১৯	২০	০৭	২৪	১৫	৩০	২০	৩২	১৯	২৫	১৩	২০	১০	২১	১২	৩৭	২৫	৪০	৩০	৩৪	১৫	২৬	১৬	৩৩৫	২০১
০৭	গুমের অভিযোগ	০০	০০	০১	০০	০১	০১	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০১	০১	০০	০০	০০	০০	০৩	০২
০৮	নিখোঁজ	০৭	০৫	০২	০২	০২	০১	০২	০২	১০	১০	০২	০১	০৪	০৪	০৩	০৩	০৩	০৩	০৭	০৭	০৬	০৬	০২	০১	৫০	৪৫
০৯	অ্যাসিড নিক্ষেপ	০০	০০	০২	০২	০১	০	০১	০০	০৩	০৩	০০	০০	০০	০০	০১	০১	০৩	০২	০২	০২	০১	০১	০১	০০	১৫	১১
১০	শিশু ধর্ষণ (১ বছর-১৮বছরের কম)	১০	০৭	৩৫	২৯	৩৩	২৭	২৯	২১	১৯	১১	২৭	১৬	০৯	০৮	১৪	১০	২৫	২১	২১	১৫	০৭	০৬	০৪	০৪	২৩৩	১৭৫
১১	শিশু নির্যাতন	১০	০৬	১৩	০৯	২৮	১৫	১১	০৪	১৭	১৩	০৯	০৪	১৯	১২	০৭	০৩	২৩	১২	১৬	০৯	০৫	০২	১০	০৭	১৬৮	১০৫
১২	হেফাজতে মৃত্যু (অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক)	০২		--		০২		--		০২		--		--		--		--		--		--		--		০৬	
১৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তি	০১		০১		০১		--		০৩		০১		০২		--		০১		০৪		--		০১		১৫	
১৪	শ্রমিক মৃত্যু	০৬	০৩	০৯	০৪	০১	--	০১	--	০৪	০১	০১	--	০৫	০৩	১২	০৫	০৭	০৪	১১	০৭	০৩	--	০২	--	৬২	২৭
১৫	বন্দুক যুদ্ধে নিহত (পুলিশ কর্তৃক)	--	--	০২		--	--	--		০১		--		--		০১		--		--		০১		--		০৫	

তথ্য সূত্রঃ প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ইত্তেফাক, ঢাকা ট্রিবিউন, কালের কণ্ঠ, সমকাল, বাংলাদেশ প্রতিদিন, বিডিনিউজ ২৪, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক জনকণ্ঠ, নিউএজ, ডেইলি অবজারভার, ভোরের কাগজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, নয়াদিগন্ত (অনলাইন ভার্সন)

অধ্যায়: ৪

২০২৩ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৪.১ সভা/ সেমিনার

মানবাধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ ঢাকাসহ সারাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজনে মানবাধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয়। রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা। সরকারি/বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশার সম্মানিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, "আমাদের সকলকে মানবাধিকারের মর্ম ও গভীরতা উপলব্ধি করতে হবে। মানবাধিকার নিছক তাত্ত্বিক ধারণা নয়। মানবিক মর্যাদা রক্ষা, ন্যায়সঙ্গত ও সাম্যবাদী সমাজ নিশ্চিত করার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার প্রশাসন, বিচার ও আইন বিভাগের মাধ্যমে জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করবে এবং করে যাচ্ছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সক্রিয় কার্যক্রমের জন্য

মহামান্য রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কমিশনকে সাধুবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, 'ইতোমধ্যে মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশের গৃহীত বেশ কিছু কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৯ সাল থেকে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ বিস্তার, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক নানা সূচকে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে।' মহামান্য রাষ্ট্রপতি আরও উল্লেখ করেন, 'কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিতে মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, বিশ্ব পরিবারের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বাংলাদেশ মানবাধিকার সুরক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে' । ফিলিস্তিনে ইসরাইলের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং স্বার্থান্বেষী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার জন্য তীব্র সমালোচনা করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

বিশেষ অতিথি মাননীয় আইনমন্ত্রী জনাব আনিসুল হক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, 'স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের সংবিধান উপহার দেন। সেই সংবিধানে মৌলিক চাহিদার সবকিছু ছিল যেগুলো আমরা মানবাধিকার হিসেবে বা মানবাধিকারের সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করছি। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে কেউ গৃহহীন থাকবে না, জননেত্রী শেখ হাসিনার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এটিকে আমরা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ হিসেবে দেখি।'

তিনি আরও বলেন, 'শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে অনেক লম্বা লম্বা কথা বলা হয়, ২০০৯ সালের পূর্বে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন ছিল মাত্র ৮০০ টাকা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমে এটিকে ১০৫০ টাকা এবং তারপর ধাপে ধাপে ১২,৪০০ টাকায় পরিণত করেছেন। যেসব আইনে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি সেসব আইন ও বিধি করে দিয়েছেন।'

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ফলে জনগণের জানমালের ক্ষতির বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্টকারীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'ব্যক্তিজীবনে রাজনৈতিক অধিকারের গুরুত্ব যেমন রয়েছে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারও তেমন রয়েছে। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসায় অধিকার অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। অন্যথায় নাগরিক অধিকারগুলো তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়।' কমিশনের চেয়ারম্যান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার ধারণাটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত তুলে ধরেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা স্বাগত বক্তব্যে বলেন, 'আমাদের সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। মানবাধিকার সুরক্ষিত ও সমুন্নত রাখতে মানবাধিকার চর্চার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নারী, শিশু, দলিত, হিজড়া, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রবাসী কর্মীসহ পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় ১২টি বিষয়ভিত্তিক কমিটি নিয়মিত পরামর্শ সভার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করছে। সরকার ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে কমিশন। বর্তমান ৬ষ্ঠ কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই দেশের যে কোন প্রান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অবগত হওয়ার সাথে সাথেই সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে।'

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ উপস্থাপন

ঠাকুরগাঁও এবং দিনাজপুরে নির্বাচনকালীন মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ দিনাজপুরে এবং ০১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ ঠাকুরগাঁয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নির্বাচনকালীন মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, র‍্যাব ও বিজিবি ও আনসারের কমান্ডার/ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারি- বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন আসনের প্রার্থী/প্রার্থীর প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিগণ, ইমাম, শিক্ষক, মানবাধিকার কর্মীগণ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ।

সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এ দেশ আমাদের সকলের। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার রয়েছে"। সহিংসতামুক্ত, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য তিনি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকল অংশীজনের প্রতি বিশেষভাবে আহবান জানান। তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ভোট সকলের নাগরিক অধিকার। ভোট প্রদান থেকে বিরত রাখতে কোনো ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাবে না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সকলে নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন"।

তিনি আরও বলেন, "নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নির্বাচনকেন্দ্রিক মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে"। নির্দেশিকার আলোকে সকল অংশীজন নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সহিংসতামুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সংখ্যালঘুসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রতি তিনি গুরুত্ব প্রদান করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিটি, কাতার এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

গত ২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখ রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে কমিশনের উদ্যোগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিটি, কাতার এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জনাব আনিসুল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। কমিশনের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা। কাতারের মানবাধিকার কমিটির পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন এবং গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ সাইফ আল কুয়ারি, ডেপুটি চেয়ারপারসন, জাতীয় মানবাধিকার কমিটি, কাতার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মইনুল কবির, সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে জাতীয় মানবাধিকার কমিটি, কাতার এর মহাসচিব সুলতান আল জামালি, বাংলাদেশে নিযুক্ত কাতার দূতাবাসের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স সাঈদ জারাল্লা আল- সামিখ, এবং ঢাকায় অবস্থিত কাতার দূতাবাস ও কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তির আওতায় দুই দেশের মানবাধিকার কমিশন/কমিটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনের আলোকে নিজ নিজ জাতীয় আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণ, মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং যৌথ গবেষণা সম্পাদন, যৌথভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মিডিয়া কার্যক্রম গ্রহণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম যৌথভাবে সম্পাদন করতে পারবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব আনিসুল হক পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় কাতার ও বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একযোগে কাজ করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাসমূহ নিজ নিজ দেশের মানবাধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও কাতারের মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হবে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর দুই কমিশনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কাতারে বসবাসরত বাংলাদেশী প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় কাতারের মানবাধিকার কমিটির সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও আন্তর্জাতিকভাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-কে "এ স্ট্যাটাস" প্রাপ্তির বিষয়ে কাতারের মানবাধিকার কমিশন সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করে। কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, "কাতারের জাতীয় মানবাধিকার কমিটির চেয়ারপারসন গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অফ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইন্সটিটিউশনস (GANHRI) এর চেয়ারপারসন। কাজেই বাংলাদেশের কমিশনকে এ স্ট্যাটাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কাতারের মানবাধিকার কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যৌথ অ্যাডভোকেসি এবং সহযোগিতার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ ও আর্টিকেল নাইনটিন এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

০২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ কমিশন কার্যালয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যৌথ অ্যাডভোকেসি এবং সহযোগিতার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ ও আর্টিকেল নাইনটিন এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

১ জুন ২০২৩ তারিখ শিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধ করতে এবং বাল্যবিবাহ মুক্ত দেশ গড়তে শিশু কল্যাণে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্যানেলভুক্ত আইনজীবীগণ যাতে মানবাধিকার সুরক্ষায় অর্পিত দায়িত্ব এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন সে লক্ষ্যে ১৮ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় রাজধানীর কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে 'মানবাধিকার সুরক্ষায় প্যানেল আইনজীবীগণের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন, সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মানবাধিকারের লঙ্ঘন হয়েছিল ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা, জাতীয় ৪ নেতা হত্যা এবং এই হত্যাকাণ্ডের খুনিদের বিচারের আওতায় না আনার জন্য ইনডেমনিটি অ্যাক্ট পাস করা। তিনি আরও বলেন, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের পার্থক্য রয়েছে। মৌলিক অধিকার একেক দেশে একেক রকম, কিন্তু, মানবাধিকার সারা বিশ্বে এক রকম। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে মানবাধিকারের ধারণা নানা মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে।

মানবাধিকার প্রয়োগ হয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে। এজন্য আইন বিভাগ আছে আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে। আর বিচার বিভাগ আছে আইন প্রয়োগের প্রয়োজনে। আর সেই আইন প্রযুক্ত হয় আইনজীবীদের কর্মকুশলতায়। মানবাধিকারের সঙ্গে তাই আইনজীবীদের সম্পর্ক আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাঁদের জন্য আয়োজিত আজকের এই কর্মশালা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। মানবাধিকার কমিশনের প্যানেল আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিচার প্রার্থীদের পাশে দাঁড়ালে মনে রাখবেন আপনি একজন মানবাধিকার কর্মী। নিজ পেশার প্রতি, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ হোন। তিনি মানবাধিকার কমিশনকে হাজতে থাকা হাজতবাসীদের জন্য খাবারের বাজেট আছে কিনা; দীর্ঘদিন বিনা বিচারে কারাগারে যারা আছেন, পাবনা মানসিক হাসপাতালে মানসিক রোগী না হয়েও যারা আটক আছেন তাদের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশ সবার মানবাধিকার আছে। অতিরিক্ত বল প্রয়োগ আন্দোলনকারী, পুলিশ কারোরই উচিত নয়। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে কোনদিন মানুষ একটি সুন্দর সমাজ পাবেনা।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, "মানবাধিকার সুরক্ষা, উন্নয়ন ও সুসংহত করণের লক্ষ্যে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা প্রদানে কমিশন প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ দিয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় প্যানেল আইনজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে মর্মে কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। অসহায়, নিপীড়িত মানুষ যেমন- নিগৃহীত নারী, অসহায় মা আইনের দুয়ারে গিয়ে কাজ করতে পারেনা। তাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে প্যানেল আইনজীবীগণ অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা, দায়বদ্ধতা ও সর্বোচ্চ সংবেদনশীলতার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। তিনি আরও বলেন, কমিশন সরকারি নয়। স্বাধীনভাবে কাজ করে। গণমাধ্যমের প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কমিশন গৃহীত খবর প্রচার করার আহবান জানান। এতে মানুষ জানবে প্রতিকার পাবে।

উদ্বোধনী পর্বের পর প্যানেল আইনজীবীগণের মানবাধিকার সুরক্ষায় করণীয় বিষয়ক দুটি ওয়ার্কিং সেশন মডারেট করেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা এবং পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জেলা ও দায়রা জজ মোঃ আশরাফুল আলম। সমাপনী পর্বে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতির সাথে সাক্ষাৎ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৮ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সভাকক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশ নিয়েছেন। অন্যদিকে, সিইসি ও কমিশনাররা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনকালীন মানবাধিকার সুরক্ষা, সহিংসতামুক্ত নির্বাচন, সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর নিরাপত্তা, নারী ও শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ, আইনশৃঙ্খলাবাহিনী এবং গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও নির্বাচনী আইন, বিধিমালা ও পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

ভোটের প্রচারে সহিংসতা দূর করে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে 'বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল' নির্ধারণ করে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, ভোটের আগে-পরে প্রার্থী ও কর্মীরা উত্তেজনা সৃষ্টি করলে মানুষের আস্থা ব্যাহত হয়। এবার যাতে তা না হয় সে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

রাঙামাটি জেলায় গণশুনানী অনুষ্ঠিত

১৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ রাঙামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত গণশুনানী

১৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ রাঙামাটি জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা

১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ খাগড়াছড়ি জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা

১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বান্দরবান জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা

৫ মার্চ ২০২৩ তারিখ ফেনী জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা

১৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ গোপালগঞ্জ জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা

২ মার্চ ২০২৩ তারিখ নাটোর জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পাবনার বেড়া উপজেলায় মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা

১৬ মে ২০২৩ তারিখ বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা

২৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ মানবাধিকার সুরক্ষায় গণমানুষের প্রত্যাশা: গণমাধ্যম ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সমন্বিত প্রয়াস শীর্ষক সেমিনার

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে 'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা

৪ জুন ২০২৩ তারিখ অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা : নাগরিকের মানবাধিকার প্রেক্ষিত শীর্ষক কর্মশালা।

১২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরাম এবং এডুকো আয়োজিত "প্রস্তাবিত যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০২২" শীর্ষক আলোচনা সভা

১৭ জুলাই ২০২৩ তারিখ এ্যাকশন ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকায় গৃহকর্ম অন্তর্ভুক্তকরণের অগ্রগতি ও আইনি বাস্তবতা শীর্ষক সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা

নীলফামারীতে ২৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা

২০ জুন ২০২৩ তারিখ জামালপুর জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা

৮ জুন ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আয়োজিত "যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ আইনের খসড়া প্রস্তাবনাঃ সর্বশেষ অবস্থা ও করণীয়" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

মহান বিজয় দিবসে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন

২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখ কিশোরগঞ্জ উপজেলাকে বাল্যবিয়ে মুক্তকরণের লক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার ৯টি গ্রামকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ স্থানীয় প্রশাসন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন যৌথভাবে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার ৯টি গ্রামকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করে। গ্রামগুলো হলো রুদ্রপুর, ভাবকি, নালিখালী, ঈশ্বরগ্রাম, মিরপুর, হাতিল, আমোদপুর, ঝনকা ও সত্রাশিয়া। মুক্তাগাছায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। আড়ম্বরপূর্ণ এ অনুষ্ঠানে ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে

মুক্তাগাছা উপজেলার ০৯টি গ্রামকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: সেলিম রেজা, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, মো: মোস্তাফিজার রহমান, জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ, ডা: মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সিভিল সার্জন, ময়মনসিংহ, আলহাজ্ব মো: বিল্লাল হোসেন, মেয়র, মুক্তাগাছা পৌরসভা, মো: আব্দুল মজিদ, অফিসার ইনচার্জ, মুক্তাগাছা থানা এবং সঞ্জয় মন্ডল, সিনিয়র ম্যানেজার, অ্যাডভোকেসি অ্যাণ্ড জাস্টিস ফর চিল্ড্রেন, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুক্তাগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ কে এম লুৎফর রহমান।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ (এসডিজি) অনুসরণ করে শিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা, নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায়, বাল্যবিবাহ নিরসনে ওয়ার্ল্ড ভিশনের সাথে স্বাক্ষরিত এক সমঝোতা স্মারকের অধীনে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার ৯টি গ্রামকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি, উঠান বৈঠক, সভা, কর্মশালা, ক্যাম্পেইন, নাটক প্রদর্শনসহ বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। এর ফলে উক্ত ০৯টি গ্রামে গত এক বছরে কোনো বাল্যবিবাহ হয়নি।

ভবিষ্যতেও যাতে অত্র উপজেলার উক্ত ০৯ টি গ্রামসহ অন্যান্য ইউনিয়নে বাল্যবিবাহ সংঘটিত না হয় সেজন্য উপজেলা প্রশাসন, থানা ও উপজেলায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করে যৌথভাবে বাল্যবিবাহ রোধে সব ধরনের কার্যক্রম চলমান রাখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর।

জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং কমিশন কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি উপস্থাপন

"দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অত্যন্ত সচেতন। এ বিষয়টিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিবিড়ভাবে কাজ করছে। নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যাতে না ঘটে এবং সকল ধর্মের জনগণ যাতে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে সে ব্যাপারে সোচ্চার থাকবে কমিশন। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সাথে দ্বিপাক্ষিক একটি আলোচনা সভা করা হয়েছে। পাশাপাশি, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ও নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে"।

গত ১২/১০/২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের ৭ সদস্যের প্রতিনিধি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাতে আসলে তাঁদের সাথে আলোচনাকালে এসব কথা বলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। উক্ত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এড. রাণা দাশগুপ্ত এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের প্রতিনিধি দল আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। এতে, নির্বাচনকালীন মানবাধিকার লঙ্ঘন মনিটর করার জন্য কমিশন কর্তৃক একটি মনিটরিং সেল গঠন; ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু নির্বাচনী এলাকাগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে এতে বিশেষ নজরদারী ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান; নির্বাচন পূর্বাপর সময়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে কমিশন কর্তৃক তদন্ত করাসহ স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য ৫ দফা প্রস্তাব উল্লেখ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা এবং কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

'আশার আলো সোসাইটি' এবং 'দুর্জয় নারী সংঘের আয়োজনে 'ট্রান্সজেন্ডার ভিজিবিলিটি, রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাকক্ষে 'আশার আলো সোসাইটি' এবং 'দুর্জয় নারী সংঘের আয়োজনে 'ট্রান্সজেন্ডার ভিজিবিলিটি, রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা। সভায় বক্তব্য রাখেন দৈনিক আমাদের সময়ের নির্বাহী সম্পাদক জনাব মাইনুল ইসলাম খান, ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান জনাব হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ, ইউএনএইডস এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. সায়মা খানসহ অন্যান্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।

সভায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'হিজড়া জনগোষ্ঠী পিছিয়ে নেই, বরং তাদের পিছিয়ে রাখা হয়েছে। আমরাই তাঁদের পিছিয়ে রেখেছি। আমাদের সংবিধানে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো জনগোষ্ঠীকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো সুযোগ নেই। হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রচলিত বৈষম্য মর্মপীড়াদায়ক।' তিনি আরও বলেন, 'সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু শিক্ষার্থী ট্রান্সজেন্ডার কোটা বাতিলের দাবি করেছে। কমিশন মনে করে এ ধরনের কর্মকাণ্ড অমূলক এবং এক্ষেত্রে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রতীয়মান' সভায় কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা হিজড়া সম্প্রদায়কে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। এছাড়াও গোলটেবিল বৈঠকে হিজড়াদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান, সরকারি/বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ, ঋণ সহায়তা, যাবতীয় কুসংস্কার দূরীকরণ, লিঙ্গবৈষম্য, শারীরিক গঠন ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা হয়।

"নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ: বৈষম্য ও দারিদ্র্য নিরসনে করণীয়" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

২৭/১২/২০২৩ তারিখে দৈনিক সমকাল পত্রিকার সভাকক্ষে "নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ: বৈষম্য ও দারিদ্র্য নিরসনে করণীয়" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে সকলের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও অধিকার উল্লেখপূর্বক নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুচিন্তিত, সুবিবেচনাপ্রসূত ও গবেষণানির্ভর সমন্বিত পদক্ষেপের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। পাশাপাশি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানোন্নয়নের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সকল প্রকার পৃষ্ঠপোষকতার দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বঙ্গবন্ধু লক্ষ প্রাণের অনুপ্রেরণা- বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনাঃ উন্নয়ন, অগ্রযাত্রা, সমৃদ্ধির অবিনাশী মহাকাব্য" শীর্ষক আলোচনা সভা

গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সার্ক চলচ্চিত্র সাংবাদিক ফোরাম আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু লক্ষ প্রাণের অনুপ্রেরণা- বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা উন্নয়ন, অগ্রযাত্রা, সমৃদ্ধির অবিনাশী মহাকাব্য" শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু অন্যায়ের সাথে কখনোই আপস করেননি, জাতিকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে এবং নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য তিনি সর্বদা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাসহ সকল ধরনের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সারাজীবন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধু আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন মানবাধিকার আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ। বঙ্গবন্ধু নামটি একটি মহাকাব্য, বঙ্গবন্ধু মানবাধিকারের পাঠ্যপুস্তক। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানিদের শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তিনি মানুষের জন্য লড়াই করেছেন। তিনি একইসাথে ছিলেন শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ, ১৯৬২ সালে সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকগণ বাঙালি জাতির শিক্ষার মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলো, যা শক্ত হাতে প্রতিহত করা হয়েছিলো। স্বাধীনতা উত্তরোত্তর পরেও বঙ্গবন্ধু শিক্ষা খাতের উন্নয়নে যে ভূমিকা রেখেছেন তা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি"।

তিনি আরো বলেন, 'স্বাধীনতার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেশ ও জাতিকে পুনর্গঠন করেছেন। একই সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাখাতে পুনর্গঠনের কাজটি তিনি সফলতার সাথে করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর পুরো জীবনটিই মানবাধিকার কর্মীদের অনুকরণীয় আদর্শ। বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, সততা ও ব্যক্তিত্ব সকলের জন্য আজীবন পাথেয় হয়ে থাকবে'।

৪.২ কূটনীতিকদের সাথে বৈঠক

১০ জুলাই ২০২৩ তারিখ ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে বৈঠক করেন। তাঁরা নির্বাচন নিয়ে সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

২৫ জুলাই ২০২৩ তারিখ ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ইমন গিলমোর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এর সাথে বৈঠক করেন। তিনি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

০২ মার্চ ২০২৩ তারিখ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক মিজ গুয়েন লুইজ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। শুরুতেই তিনি নবগঠিত কমিশনকে অভিনন্দন জানান। কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশনের কার্যক্রম ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন।

কমনওয়েলথের প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল ১৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে কমনওয়েলথ প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের উপদেষ্টা এবং প্রধান লিনফোর্ড এনড্রুস, রাজনৈতিক উপদেষ্টা লিন্দে মালেলেকা, নির্বাহী কর্মকর্তা জিপ্পি অজাগো, সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা (এশিয়া) সার্থক রায়- উপস্থিত ছিলেন। এসময় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি. হাস্ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইং তারিখ কমিশন কার্যালয়ে জাতিসংঘের কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের প্রতি বৈষম্য বিলোপ বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার মিজ এলিস ক্রুজ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে সাক্ষাৎ করেন

২১ মার্চ ২০২৩ তারিখ কমিশন কার্যালয়ে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা ভন লিন্ডে, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসডুপুই, জার্মানির রাষ্ট্রদূত আচিম ট্রয়েস্টার ও নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত এ্যান জেরারড ভ্যান লিউয়েন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

১৭ই মে ২০২৩ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এর সাথে চরম দারিদ্র্য এবং মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার অলিভিয়ের দো স্কুটার সাক্ষাৎ করেন

২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ দি ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট (আইআরআই) ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইন্সটিটিউট (এনডিআই) এর প্রতিনিধি দল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা, সদস্য মো: আমিনুল ইসলাম এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

৪.৩ পরিদর্শন

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ কাশিমপুর কারাগার পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা এবং কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

১৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা এবং কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

২৩ জুলাই ২০২৩ তারিখ সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা।

১ মার্চ ২০২৩ তারিখ নাটোর জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পাবনা মানসিক হাসপাতাল পরিদর্শন করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা

১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টটিটিউট পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা এবং কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ যাত্রাবাড়ির ধলপুরে তেলেগুদের বাসস্থান পরিদর্শন।

১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বান্দরবানের লামা উপজেলায় ম্রো জাতিসত্তার মানুষদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিদর্শন।

খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন উপলক্ষ্যে ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ রাজধানীর তেজগাঁওয়ের হলি রোজারি চার্চে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সাথে আন্তরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল।

৮ মার্চ ২০২৩ তারিখ গুলিস্তানের সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরণের ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে মিডিয়ায় ব্রিফ করছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান

বিস্ফোরণে আহতদের খোঁজখবর নিচ্ছেন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য

২০ জুন ২০২৩ তারিখ জামালপুরে হত্যাকাণ্ডের শিকার সাংবাদিক গোলাম রব্বানীর বাড়িতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময়

১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ রাজধানীতে যাত্রীবাহী ট্রেনে আগুনের ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন

২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ নারায়ণগঞ্জে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ বঙ্গবাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন

৪.৫ আন্তর্জাতিক ফোরামে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সক্রিয় অংশগ্রহণ

এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের ২৮তম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা এবং উপপরিচালক মো. আজহার হোসেন। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ভারতের নিউ দিল্লীতে অবস্থিত বিজ্ঞান ভবনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে গত ০৬ই নভেম্বর ২০২৩ তারিখ গ্লোবাল এলায়েন্স অফ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইন্সটিটিউশনস এর ১৪তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক যোগদান করেন।

১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ রাশিয়ার মস্কোতে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্মেলনে কমিশনের পক্ষে উপপরিচালক এম. রবিউল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন

Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) এর বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৫ মার্চ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা অংশগ্রহণ করেন। তারা GANHRI চেয়ারপারসনের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেন।

তুরস্কে অনুষ্ঠিত চীফ অম্বুডসম্যান সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা।

কাতারে ২১-২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে কমিশনের সদস্য ড. বিশ্বজিৎ চন্দ অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে মানবপাচারের অন্যতম একটি কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনকে উল্লেখ করেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

মালদ্বীপে ১৯-২০ জুন অনুষ্ঠিত চাইল্ড রাইটস ইন্সটিটিউশনস অফ সাউথ এশিয়া শীর্ষক রিজিওনাল সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে সদস্য জনাব কাওসার আহমেদ অংশগ্রহণ করেন এবং শিশু অধিকার সুরক্ষায় কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন।

নেপালে গত ২০-২২ মার্চ অনুষ্ঠিত চতুর্থ ইউএন ফোরাম অন বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস শীর্ষক সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে সদস্য কংজরী চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের কার্যক্রম তুলে ধরেন।

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে গত ৬-৯ জুন ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৩য় ব্যবসা ও মানবাধিকার ফোরামে কমিশনের পক্ষে উপপরিচালকদ্বয় মোঃ তৌহিদ খান ও ফারহানা সাঈদ অংশগ্রহণ করেন

৪.৬ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

"নির্বাচনকেন্দ্রিক মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক নির্দেশিকা" প্রণয়ন

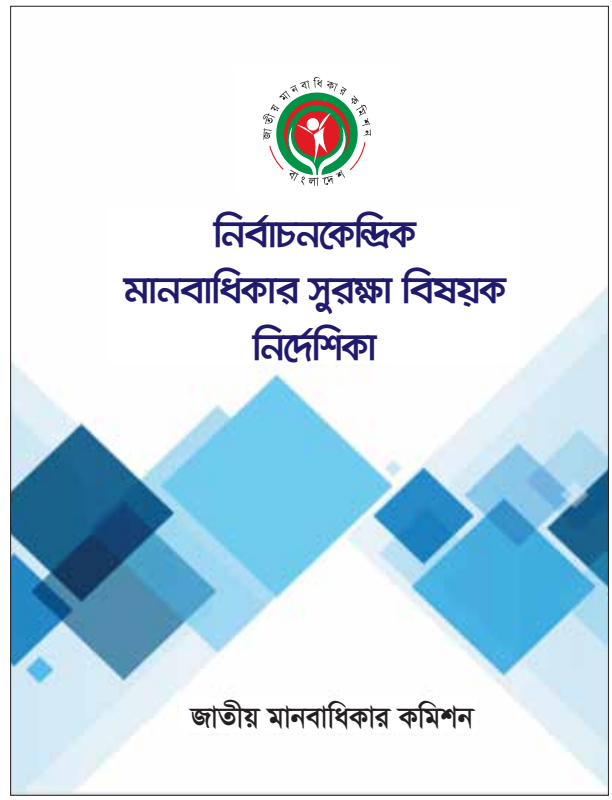

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ, উন্নয়ন ও সুরক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'নির্বাচনকেন্দ্রিক মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। অতীতে জাতীয় নির্বাচনে অনেক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে বিশেষ করে ২০০১ সালের নির্বাচনের কথা উল্লেখযোগ্য। এসব সহিংসতার ঘটনা নির্মূলকরণের লক্ষ্যে কমিশন এবার নির্বাচনের পূর্বে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করে যা মেনে চললে সহিংসতা এড়িয়ে সুষ্ঠুভাবে ভোট পরিচালনা করা সম্ভব হবে। নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন পরবর্তী এই তিন পর্যায়ের সময়ের ওপর ভিত্তি করে এটি তৈরি করা হয়েছে। নির্দেশিকাটি সাধারণ ভোটারদের জন্যও পালনীয় হবে। এজন্য এটি কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে যাতে সর্বস্তরের মানুষ এটি অনুসরণ করতে পারে এবং নিজের মানবাধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়।

জাতিসংঘ ঘোষিত 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর)' অনুযায়ী এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। এই নির্দেশিকা জনপ্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে নিযুক্ত সকল অংশীজন তথা জনসেবক ও গণকর্মচারী, গণমাধ্যমকর্মীর জন্য সহজবোধ্য ভাষায় সাবলীলভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাঠপর্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ, উন্নয়ন ও সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে কমিশন মনে করে। এই নির্দেশিকা তৈরির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, নারী, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ, দলিত, হরিজন প্রত্যেকের ভোটাধিকার নিশ্চিত করাসহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবাধিকার সুনিশ্চিত রাখতে সহায়তা করবে।

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ নির্বাচন কমিশনের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিশনের পক্ষ থেকে "নির্বাচনকেন্দ্রিক মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক নির্দেশিকা" মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমেও নির্দেশিকাটি প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া নির্দেশিকাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৮ জন কর্মকর্তা এবং ০৬ জন কর্মচারী নিয়োগ

২০২৩ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে ১৭ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন লাইব্রেরিয়ান ও ০৬ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সারা দেশের মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এর মাধ্যমে কমিশনের জনবল বেড়েছে। কমিশন বিশ্বাস করে, ন্যায়নিষ্ঠা, মানবতা, উদারতা ও সততা ধারণের মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তাগণ মানবাধিকার সুরক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন। মানবাধিকার কমিশনের হয়ে বিপদাপন্ন ও ভুক্তভোগী মানুষের জন্য কাজ করতে নবীন কর্মকর্তাগণ সর্বদা নিয়োজিত থাকবেন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচারাভিযান

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ময়মনসিংহে ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচারাভিযানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। এ সময় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অভিযানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান।

দেশজুড়ে ব্যাপক সংঘাতে নির্বিচারে পুলিশ, গণমাধ্যমকর্মী ও জনসাধারণকে আক্রমণের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মনে করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

গত ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ রাজধানীতে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘটিত রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। দেশজুড়ে ব্যাপক সংঘাতে নির্বিচারে পুলিশ, গণমাধ্যমকর্মী ও জনসাধারণকে আক্রমণের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে মনে করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'একটি গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলগুলো সভা সমাবেশ করবে, একে অপরকে বিভিন্ন ইস্যুতে গঠনমূলক সমালোচনা করবে এটাই প্রত্যাশিত। তবে সভা-সমাবেশের নামে জনগণের জান-মালের ওপর আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্ষের ঘটনা চরম নিন্দনীয় যার নিন্দা ও সমালোচনা প্রকাশের কোনো ভাষা নেই। বিশেষত, ফকিরাপুলে বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে দুর্বৃত্তরা একজন পুলিশ সদস্যকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে যা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায়না। এছাড়াও বিভিন্ন গণপরিবহন, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনায় হতাহতের সংবাদ, জনসাধারণকে নির্বিচারে আক্রমণ, পুলিশ ও গণমাধ্যম কর্মীদের বেধড়ক পেটানোর বিবিধ তথ্য কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ অবস্থায় জনমনে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। সৃষ্ট সহিংস রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সুস্থ রাজনৈতিক চর্চার বদলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। কমিশন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবিলম্বে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার আহবান জানায়। জনসাধারণের অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও সহিংসতামুক্ত চলাফেরার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো প্রকার নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হয় জনগণ। সকল রাজনৈতিক দলকে জনমুখী, সহনশীল এবং সংঘাতমুক্ত রাজনৈতিক চর্চার আহবান জানান তিনি।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০২০ সালের বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রতিবন্ধী চাকরি প্রত্যাশীগণ ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ফিলিস্তিনে মানবিক বিপর্যয় দ্রুততার সাথে সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহবান

বর্তমান ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে তা দ্রুততার সাথে সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহবান জানিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এ সংক্রান্ত এক বিবৃতিতে কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, সংঘাতে নারী ও শিশুসহ নিরপরাধ জনসাধারণের ওপর নির্বিচারে নিপীড়ন, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড সুস্পষ্টভাবেই মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনে সশস্ত্র সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার যে নিয়ম আছে তার লঙ্ঘন হচ্ছে স্পষ্টতই। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কালক্ষেপণ না করে যুদ্ধে অবসান ও নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগণের পক্ষে অবস্থান নিতে আহবান জানিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

যে কোনো যুদ্ধ ও সংঘাতে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ঘটে। সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে যুদ্ধবিরতি। প্রতিটি মুহূর্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধিই করছে। এজন্য দ্রুত কার্যকর শান্তি আলোচনা ও পদক্ষেপ বিশেষভাবে প্রয়োজন। পাশাপাশি স্থায়ীভাবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সৃষ্ট পরিস্থিতিতে মানবাধিকার সুরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুস্পষ্ট লক্ষ্যনির্ভর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সংঘাতের মূল কারণ জিইয়ে রেখে শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম সফলতার মুখ দেখবে না।

কমিশন মনে করে দীর্ঘদিন ধরে চলমান সংঘাতময় পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় শিকার ফিলিস্তিনের নিরপরাধ জনসাধারণ। সুদীর্ঘ ৭৩ বছর ধরে অধিকার আদায়ের জন্য ফিলিস্তিনের জনগণ সংগ্রাম করে আসছে। ফিলিস্তিনের জনগণ এই সংঘাতের কারণে অবর্ণনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে অধিক সোচ্চার হওয়ার আহবান জানায় কমিশন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা বিচার ব্যবস্থার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের সামিল মনে করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

গত ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংসতার এক পর্যায়ে কাকরাইল মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীগণ মাননীয় প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসবভবন এবং নিকটবর্তী বিচারপতি ভবনে সন্ত্রাসী হামলা ও ভাংচুর করে। এ ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, "প্রধান বিচারপতির বাসভবনে আক্রমণ মানে বিচার ব্যবস্থার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের সামিল মর্মে মনে করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও ন্যাক্কারজনক। এ ধরনের ঘৃণ্য অপরাধ যারা করেছে, তাদের আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে বলে আমি মনে করি"। তিনি আরও বলেন, সহিংসতার এক পর্যায়ে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা মাননীয় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে আক্রমণ করে যা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায়না। এ আক্রমণ সার্বিক বিচার ব্যবস্থার প্রতি হুমকি এবং কমিশন এতে গভীর নিন্দা এবং উদ্বেগ প্রকাশ করছে।'

সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা প্রয়োজন মনে করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

গণমাধ্যমে প্রকাশিত মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সম্প্রতি শ্রমিক আন্দোলনের ফলে গাজীপুর আশুলিয়া ও মিরপুরে সাড়ে চারশ' পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণা করার ঘটনার প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, এর ফলে ৪০ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে যেতে পারে, যা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এর ফলে মালিকপক্ষ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি অন্যদিকে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে তীব্র সংকটের সম্মুখীন হতে পারে। কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ মনে করেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধি এবং মালিকদের সামর্থ্য ইত্যাদি সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। একথা স্মরণে রাখা উচিত এই খাত দেশের অর্থনীতির জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমন আমাদের মালিক ও শ্রমিক সবার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই খাতকে সব ধরনের বিতর্কের ঊর্ধ্বে রেখে সম্মিলিতভাবে চলমান সংকট মোকাবিলা করার আহ্বান জানান তিনি।

শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে ভাষা শহীদদের প্রতি
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন

অধ্যায়: ৫

কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা ও আগামীর পথ চলা

২০০৯ সালে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে ২০১০ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। বিগত ১৩ বছরে এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর কিছু প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতা এখনও রয়ে গেছে যা উত্তরণের লক্ষ্যে বর্তমান কমিশন কাজ করে চলেছে এবং কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারেরও অঙ্গীকার রয়েছে।

কমিশন সংক্রান্ত ভুল ধারণা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকতা জনসাধারণের মাঝে কমিশনের পরিচয় বা কার্যক্রম নিয়ে ভুল ধারণা থাকা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিয়ে অনেকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও মিশ্র ধারণা রয়েছে। অনেকেই বলে এটি সরকারি নাকি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। তবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সৃষ্টি হয়েছে সরকারের প্রচেষ্টায়। আর এই কমিশন রাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান যা পরিচালিত হয়ে থাকে রাষ্ট্রপতির দিক নির্দেশনায়। নিরপেক্ষতা বজায় থেকে সরকারের যেকোনো কার্যক্রমের ব্যত্যয় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরাই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাজ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মানবাধিকার কমিশন একটি সুপারিশমূলক প্রতিষ্ঠান; বাংলাদেশেও তাই। তবে, জনসাধারণের অনেকের মধ্যেই ভুল ধারণা থাকে যে, কমিশন নির্বাহী ক্ষমতাপ্রাপ্ত অথচ তা প্রয়োগ করেনা। কমিশনের নিকট তাৎক্ষনিক প্রতিকার পাওয়া যায়না। জনসাধারণের মাঝে সঠিক ধারণা থাকাটা জরুরি। এক্ষেত্রে জনসাধারণের মাঝে সঠিক ধারণার প্রসারের লক্ষ্যে কমিশন ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে বিভিন্নভাবে প্রচারণা চালাচ্ছে।

কমিশনের আইনি দুর্বলতা

বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে 'ক্রসফায়ার', গুম, বিনা বিচারে আটক, হেফাজতে নির্যাতনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সময় সমালোচনা হয়ে থাকে যে, মানবাধিকার কমিশন এসব গুরুতর অভিযোগ নিয়ে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। এ ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষ থেকে আইনি দুর্বলতার কথা বলা হয়। কখনো কখনো যুক্তি দেওয়া হয়, কমিশন সরকারি অন্য যেকোনো সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে পারলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা ঘটলে সে ক্ষেত্রে শুধু প্রতিবেদন চাইতে পারে। কমিশনের নিজেদের তদন্ত করার সুযোগ নেই। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কমিশন আইনানুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। যেমন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯-এর ১৮(১), ১৮(২), ১৮(৩), ১৮(৪) ও ১৮(৫) উপধারার বিধানসমূহ অন্যান্য বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করলে তা বোঝা যায়। প্রতিবেদন দেওয়ার ক্ষেত্রে কমিশন সরকারকে সময় বেঁধে দিতে পারে। ১৮(৩) (খ) উপধারা অনুযায়ী ভুক্তভোগীকে সাময়িক সাহায্যের সুপারিশ করতে পারে। সরকারের কাছ থেকে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সন্তুষ্ট না হলে কমিশনের ক্ষমতা প্রয়োগের একটি বড় ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। তদুপরি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকর ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্যারিস নীতিমালার আলোকে একে সংশোধন করা জরুরি।

অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা

একখণ্ড জমি অধিগ্রহণ করে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ তথা রাজধানীতে কমিশনের নিজস্ব অফিস স্থাপন, সকল বিভাগে অফিস স্থাপন কমিশনের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারের পক্ষ থেকে আগারগাঁয়ে কমিশনের জন্য ফ্লোর বরাদ্দ দেয়া হলেও কমিশন নিজস্ব অফিস স্থাপনের জন্য সরকারের সাথে অ্যাডভোকেসি চালিয়ে যাচ্ছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। কমিশনের ৪টি আঞ্চলিক শাখার কার্যক্রম চালু রয়েছে। কমিশন আইনে উপজেলা পর্যন্ত আঞ্চলিক কার্যালয়ের ম্যান্ডেট থাকলেও এখন অবধি বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত কার্যালয় চালু করা সম্ভব হয়নি।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত

এবছর জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ১৮ জন কর্মকর্তা এবং ৬ জন কর্মচারীকে এ বছর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। শতভাগ স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন এ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অত্যন্ত মেধাবী এবং যোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়েছে যা কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম উদাহরণ। তবে, এখনও কমিশনের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কমিশনের চাকরিকে এখনও আকর্ষণীয় করা সম্ভব হয়নি। বিশেষত, বর্তমান প্রজন্মের মাঝে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বা জুডিসিয়াল সার্ভিসের মত চাকরির প্রতি আকর্ষণ এবং কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এসকল চাকরির মত সুযোগ- সুবিধা না থাকায় নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে চাকরি ছেড়ে দেয়ার প্রবণতা থাকে, যা কমিশনের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। এ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে কমিশন সরকারের সাথে অ্যাডভোকেসি চালিয়ে যাচ্ছে। কমিশন আশা করে, শীঘ্রই এর সমাধান পাওয়া যাবে।

কমিশন মনে করে যে, বাংলাদেশের মত একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, যেখানে বহু ধর্মের, বহু ভাষার এবং নৃ-গোষ্ঠীর সহাবস্থান রয়েছে, সেখানে সকলের মানবাধিকার সুরক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কমিশন তার সীমিত সম্পদ দিয়ে নীতি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে যৌথ উদ্যোগে এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের চেষ্টা করছে।

সংযুক্তি: ১

কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দের নাম, টেলিফোন ও ই-মেইলের তালিকা

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭১৩
chairman@nhrc.org.bd

মোঃ সেলিম রেজা
সার্বক্ষণিক সদস্য
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭১৫
ftm@nhrc.org.bd

মোঃ আমিনুল ইসলাম
অবৈতনিক সদস্য
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
judgeaminul12@gmail.com

কংজরী চৌধুরী
অবৈতনিক সদস্য
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
kongchy7777@gmail.com

ড. বিশ্বজিৎ চন্দ
অবৈতনিক সদস্য
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
bchandalaw@gmail.com

ড. তানিয়া হক
অবৈতনিক সদস্য
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
tania14bd@gmail.com

কাওসার আহমেদ
অবৈতনিক সদস্য
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
ahmed.kawser00@gmail.com

সংযুক্তি: ২

কর্মকর্তাদের নাম, টেলিফোন ও ই-মেইলের তালিকা

সেবাষ্টিন রেমা
সচিব
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭১৬
secretary@nhrc.org.bd

মোঃ আশরাফুল আলম
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭১৮
liptonbjs@gmail.com

কাজী আরফান আশিক
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২২
director.admin@nhrc.org.bd
ashik.nhrc@gmail.com

মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন
উপপরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৪
gaji.complaint@nhrc.org.bd
gaji_salauddin@yahoo.com

এম. রবিউল ইসলাম
উপপরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২০
rabiul.complaint@nhrc.org.bd
robinnhrc@gmail.com

সুস্মিতা পাইক
উপপরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২১
paiksusmita@gmail.com

মো. আজহার হোসেন
উপপরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
azahar@nhrc.org.bd

মোহাম্মদ তৌহিদ খান
উপপরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
touhid@nhrc.org.bd

ফারজানা নাজনীন তুলতুল
উপপরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
টেলিফোন: ৫৫০১৪১৬৫
farjanatultul@gmail.com

মোঃ জামাল উদ্দিন
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭১৯
dd.admin@nhrc.org.bd

ফারহানা সাঈদ
উপপরিচালক ও
চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৩
farhana@nhrc.org.bd

জেসমিন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (অভিযোগ, পর্যবেক্ষণ ও সমঝোতা) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
খুলনা ও গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়
টেলিফোন: ০২৪৭৭৭২৩৩৮৮৫
ad.mediation@nhrc.org.bd
jesmintani3511b@gmail.com

মোঃ রবিউল ইসলাম
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজার জেলা কার্যালয়
টেলিফোন: ০৩৫১৬৩৯৮৩
rabiduens@gmail.com

মোঃ রাকিব হোসেন
সহকারী পরিচালক (তথ্য প্রযুক্তি)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
mrhossain012@gmail.com

ইফতেখার উদ্দীন
সহকারী পরিচালক (আইন)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
uddiniftekhar63@gmail.com

ইউশা রহমান
জনসংযোগ কর্মকর্তা
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
eusha.rahman22@gmail.com

মোঃ তানবিরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক
(সমাজসেবা এবং কাউন্সেলিং)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
tanbirnhrc2023@gmail.com

মোঃ শাহিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
shahed.du.fin22@gmail.com

মোঃ রুহুল আমিন
সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
ruhulamin.nhrc@gmail.com

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
limonanwar1@gmail.com

মোঃ মোজাফফর হোসেন
সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
mhossainnhrc23@gmail.com

প্রমা প্রনতি
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
promapronitydu@gmail.com

তাকী বিল্যাহ্
সহকারী পরিচালক (গবেষণা)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
taqeebillah@gmail.com

মোঃ মেহেদী হাসান
সহকারী পরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
hasanmehedi570799@gmail.com

মোঃ ইমরান হোসেন
সহকারী পরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
imranete.53@gmail.com

মোহাম্মদ নাঈম চৌধুরী
সহকারী পরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
nayeembutex39@gmail.com

মোঃ গোলাম হাবিব
সহকারী পরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
golamhrabbani@gmail.com

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন
সহকারী পরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
iqbalhosenr@gmail.com

মোঃ মোস্তফা আলী
সহকারী পরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
rahmanmostafijur49@gmail.com

মোঃ জুম্মান হোসেন
সহকারী পরিচালক (অর্থ)
চলতি দায়িত্ব
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
jummannhrc@gmail.com

মোঃ রহমতুল্লাহ্
গ্রন্থাগারিক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
rahmatullah.sh94@gmail.com

মোঃ জুলফিকার শাহিন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
titulig00@gmail.com

মোঃ আবু সালেহ্
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
nikhil.bd2009@gmail.com

সংযুক্তি: ৩

কমিশনের অর্গ্যানোগ্রাম

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

ক্র: নং	পদের নাম	বিদ্যমান	নব সৃজনকৃত	মোট
১.	সচিব	১	০	১
৩.	পরিচালক	২	২	৪
৪.	উপ-পরিচালক	২	৬	৮
৫.	সহকারী পরিচালক	১১	৮	১৯
৬.	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১	০	১
৭.	একান্ত সচিব	১	০	১
৮.	গ্রন্থাগারিক	০	১	১
১০.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০	২	২
১১.	সুপারিনটেনডেন্ট (একাউন্ট)	১	০	১
১২.	ব্যক্তিগত সহকারী	৩	৪	৭
১৩.	উচ্চমান সহকারী	১	০	১
১৪.	হিসাবরক্ষক	১	০	১
১৫.	বেঞ্চ এসিস্ট্যান্ট	৩	০	৩
১৬.	ডাটা এন্ট্রি / কেন্ট্রাল অপারেটর	২	০	২
১৭.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউপার মুদ্রাক্ষরিক	৩	৬	৯
১৮.	ড্রাইভার	৩	১	৪
১৯.	নিরাপত্তা প্রহরী	১	২	৩
২০.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	১	২
২১.	বার্তাবাহক	২	০	২
২২.	অফিস সহায়ক	৯	৮	১৭
মোট		৪৮	৪১	৮৯

যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি

(ক) যানবাহন

ক্র: নং	সরঞ্জামের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
১	জিপ	০০	০৩
২	কার	০০	০৩
৩	মাইক্রোবাস	০১	০২
৫	মোটর সাইকেল	০০	০২
৬	পিকআপ	০০	০১

(ক) অফিস সরঞ্জামাদি

ক্র: নং	সরঞ্জামের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
১	ফটোকপি মেশিন	০১	০৫
২	কম্পিউটার (আনুষংগিক যন্ত্রাংশসহ)	১০	৫০
৩	লেজার প্রিন্টার	০৬	২৫
৪	রঙিন প্রিন্টার	০০	০৫
৫	ফ্যাক্স	০০	০৫
৬	মোবাইল সেট	০০	০৪
৭	টেলিফোন সেট	০০	৩৪
৮	এয়ারকন্ডিশনার	০০	১২
৯	ফ্রিজ	০০	০৩
১০	টেলিভিশন	০০	০৩
১১	স্ক্যানার	০০	১১
১২	প্রজেক্টর	০০	০২
১৩	নিরাপত্তা ফটক	০০	০১
১৪	শব্দ ব্যবস্থা (মিলনায়তন কক্ষের জন্য)	০০	০১
১৫	ক্যামেরা	০০	০২
১৬	ফ্রাংকিং মেশিন	০০	০২

সংযুক্তি: ৪

বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহের তালিকা

ক্রঃ নং	কমিটি	নাম ও পদবি	সদস্য সচিব
০১.	অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান	(ক) ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ- সভাপতি কমিশনের সকল সম্মানিত সদস্য- সদস্য	মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন উপপরিচালক
০২.	Committee on Dalit, Hijra, Religious, Ethnic, Non-citizen and other excluded minorities' rights	(ক) ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ- কমিশনের সকল সম্মানিত সদস্য- সদস্য	এম. রবিউল ইসলাম উপপরিচালক
০৩.	Committee on Persons with Disability and Autism	(ক) মোঃ আমিনুল ইসলাম -সভাপতি (খ) ড. বিশ্বজিৎ চন্দ- সদস্য (গ) ড. তানিয়া হক-সদস্য	ফারজানা নাজনীন তুলতুল উপপরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
০৪.	Committee on Child Rights and Child Labor	(ক) ড. বিশ্বজিৎ চন্দ- সভাপতি (খ) কংজরী চৌধুরী- সদস্য (গ) ড. তানিয়া হক- সদস্য	এম. রবিউল ইসলাম উপপরিচালক
০৫.	Committee on Business and Human Rights and CSR (Corporate Social Responsibility)	(ক) ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ- সভাপতি (খ) কংজরী চৌধুরী- সদস্য (গ) কাওসার আহমেদ- সদস্য	মোহাম্মদ তৌহিদ খান উপপরিচালক
০৬.	Committee on Climate Change, Environment and Disaster Management	(ক) ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ- সভাপতি (খ) ড. বিশ্বজিৎ চন্দ- সদস্য (গ) ড. তানিয়া হক- সদস্য	মো. আজহার হোসেন উপপরিচালক
০৭.	Committee on Migrant Worker's Rights and Anti Trafficking	(ক) মোঃ সেলিম রেজা- সভাপতি (খ) মোঃ আমিনুল ইসলাম-সদস্য (গ) কাওসার আহমেদ- সদস্য	মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন উপপরিচালক
০৮.	মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত করার লক্ষ্যে ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত কমিটি	(ক) ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ- সভাপতি (খ) মোঃ সেলিম রেজা-সদস্য (গ) মোঃ আমিনুল ইসলাম-সদস্য (ঘ) কংজরী চৌধুরী- সদস্য	মোঃ জামাল উদ্দিন উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
০৯.	Committee on CHT Affairs	(ক) কংজরী চৌধুরী-সভাপতি (খ) মোঃ আমিনুল ইসলাম-সদস্য (গ) ড. বিশ্বজিৎ চন্দ- সদস্য	মোঃ রবিউল ইসলাম দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটি আঞ্চলিক কার্যালয়
১০.	Committee on Elderly People's Rights	(ক) মোঃ সেলিম রেজা- সভাপতি (খ) ড. বিশ্বজিৎ চন্দ- সদস্য (গ) ড. তানিয়া হক-সদস্য	মো. আজহার হোসেন উপপরিচালক
১১.	Committee on Violence against Women and Children	(ক) ড. তানিয়া হক- সভাপতি (খ) ড. বিশ্বজিৎ চন্দ- সদস্য (গ) কাওসার আহমেদ- সদস্য	সুস্মিতা পাইক উপপরিচালক
১২.	Committee on Economic, Social, Cultural, Civil and Political Rights	(ক) কাওসার আহমেদ- সভাপতি (খ) কংজরী চৌধুরী- সদস্য (গ) ড. বিশ্বজিৎ চন্দ- সদস্য	ফারহানা সাঈদ উপপরিচালক

সংযুক্তি: ৫

সাবেক চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ

২০০৮ হতে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

চেয়ারম্যান	বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী	২০০৮ হতে ২০১০
সার্বক্ষণিক সদস্য	নিরু কুমার চাকমা	২০০৮ হতে ২০১০
সদস্য	মনিরা খানম	২০০৮ হতে ২০১০

২০১০ হতে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

চেয়ারম্যান	অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
সার্বক্ষণিক সদস্য	কাজী রিয়াজুল হক	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
সদস্য	নিরু কুমার চাকমা	জুন ২০১০ - জুন ২০১৩
	নিরুপা দেওয়ান	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
	ফৌজিয়া করিম ফিরোজ	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
	আরমা দত্ত	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
	সেলিনা হোসেন	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
	প্রফেসর মাহফুজা খানম	জুন ২০১৩ - জুন ২০১৬

২০১৬ হতে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

চেয়ারম্যান	কাজী রিয়াজুল হক	আগস্ট ২০১৬ - জুন ২০১৯
সার্বক্ষণিক সদস্য	মোঃ নজরুল ইসলাম	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
সদস্য	বেগম নূরুন নাহার ওসমানী	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
	এনামুল হক চৌধুরী	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
	অধ্যাপক আখতার হোসেন	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
	অধ্যাপক মেঘনা গুহ ঠাকুরতা	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
	বাঞ্ছিতা চাকমা	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯

২০১৬ হতে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

চেয়ারম্যান	নাছিমা বেগম, এনডিসি	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২
সার্বক্ষণিক সদস্য	ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২
সদস্য	এডভোকেট তৌফিকা করিম	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২
	চিংকিউ রোয়াজা	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২
	জেসমিন আরা বেগম	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২
	মিজানুর রহমান খান	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২
	ড. নমিতা হালদার, এনডিসি	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২

সংযুক্তি: ৬

জেলা কার্যালয়সমূহ

রাঙামাটি

রাজবাড়ী রোড, রাঙামাটি সদর,
রাঙামাটি - ৪৫০০

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোনঃ +৮৮০ ২৩৩৩৩০৪৬৯২
মোবাইলঃ ০১৩১৭৩৫৮৯৩৫
ই-মেইলঃ rabiduens@gmail.com

কক্সবাজার

এসএম ম্যানশন, (গ্রাউণ্ড ফ্লোর)
সিরাজ আহমেদ নাজির রোড, বাহারছড়া
কক্সবাজার সদর।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোনঃ ০২৩৩৩৩৪৬৭১৩
মোবাইলঃ ০১৩১৭৩৫৮৯৩৫
ই-মেইলঃ rabiduens@gmail.com

খুলনা

এ-৬ (লিফট-৫) শিকদার-গফফার টাওয়ার
(হাদীস পার্ক সোসাইটি হলের বিপরীত),
৮ নং পি সি রায় রোড,খুলনা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মোবাইলঃ ০১৭৪৬২০৮০৪৯
ফোনঃ ০২৪৭৭৭২৩৩৮৮৫
ই-মেইলঃ ad.mediation@nhrc.org.bd

গোপালগঞ্জ

হোল্ডিং নং- ৪৬২, গ্রাম- পাঁচুরিয়া
ডাকঘর- গোপালগঞ্জ, থানা- গোপালগঞ্জ সদর
জেলা- গোপালগঞ্জ।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মোবাইলঃ ০১৭৪৬২০৮০৪৯
ফোনঃ ০২৪৭৮৮২১৩৪১
ই-মেইলঃ ad.mediation@nhrc.org.bd

সংযুক্তি: ৭

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০১৩৭২২ মোবাইলঃ +৮৮-০১৫৫২৩৩০০৯৫ ই-মেইলঃ director.admin@nhrc.org.bd কার্যালয়ঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নবম তলা, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ওয়েবসাইটঃ www.nhrc.org.bd
আপিল কর্মকর্তা	সচিব জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০১৩৭১৬ ই-মেইলঃ secretary@nhrc.org.bd কার্যালয়ঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নবম তলা, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ওয়েবসাইটঃ www.nhrc.org.bd

সংযুক্তি: ৮

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজনে দেশের সকল জেলায় মানবাধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনের চিত্র

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকাসহ সারাদেশে স্থানীয় প্রশাসন এবং বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় আলোচনা সভা এবং র‍্যালিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সারাদেশে মানবাধিকার দিবসে আয়োজিত কর্মসূচির চিত্রসমূহ এখানে উপস্থাপন করা হলো।

ঢাকা বিভাগ

গোপালগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ

ফরিদপুর

মানিকগঞ্জ

নরসিংদী

টাঙ্গাইল

মাদারীপুর

শরীয়তপুর

নারায়ণগঞ্জ

রাজবাড়ী

গাজীপুর

মুন্সীগঞ্জ

বরিশাল বিভাগ

বরিশাল

বরগুনা

ভোলা

ঝালকাঠি

পটুয়াখালী

পিরোজপুর

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম

বান্দরবান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

চাঁদপুর

কুমিল্লা

কক্সবাজার

ফেনী

খাগড়াছড়ি

লক্ষ্মীপুর

নোয়াখালী

রাঙামাটি

খুলনা বিভাগ

বাগেরহাট

চুয়াডাঙ্গা

যশোর

ঝিনাইদহ

খুলনা

কুষ্টিয়া

মাগুরা

মেহেরপুর

নড়াইল

সাতক্ষীরা

ময়মনসিংহ বিভাগ

জামালপুর

ময়মনসিংহ

নেত্রকোণা

শেরপুর

রাজশাহী বিভাগ

বগুড়া

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

জয়পুরহাট

নওগাঁ

নাটোর

পাবনা

রাজশাহী

সিরাজগঞ্জ

রংপুর বিভাগ

দিনাজপুর

গাইবান্ধা

লালমনিরহাট

কুড়িগ্রাম

নীলফামারী

রংপুর

পঞ্চগড়

ঠাকুরগাঁও

সিলেট বিভাগ

হবিগঞ্জ

মৌলভীবাজার

সিলেট

সুনামগঞ্জ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫
ওয়েবসাইট: **www.nhrc.org.bd**, পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮
ই-মেইল: **info@nhrc.org.bd**, হেল্পলাইন: ১৬১০৮